চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 29 June 2019 ■ আগরতলা, ২৯ জুন, ২০১৯ ইং ■ ১৩ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পৃথক স্থানে তিনজনের রহস্যজনক মৃত্যু, দুই কন্যা সন্তানকে নিয়ে মা'র অন্তর্ধান

রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা প্রশ্নের মুখে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/ খোয়াই/ তেলিয়ামুড়া/ উদয়পুর, ২৮ জুন।। রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতির দিকে যাচ্ছে বলে দাবি করা হচ্ছে বিভিন্ন মহল থেকে। গত চব্বিশ ঘন্টায় তিনজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যদিও তিনজনকেই পরিকল্পিত খুন বলে দাবি করা হচ্ছে। এই তিনটি ঘটনায় মাত্র একজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। একই সাথে নারী সংক্রান্ত অপরাধের ঘটনাও ঘটছে। পাল্লা দিয়ে আত্মহননের ঘটনাও ঘটছে।

রাজধানী আগরতলা শহেরর পূর্ব থানার অধীন মহারাজগঞ্জ বাজার এলাকায় লালমাটিয়াতে একটি বিপনী বিতানের ফাঁকা স্টলে এক যুবককে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, নিহত যুবকের নাম শিবু দেব। তাঁর বয়স আটত্রিশ বছর। বাড়ি চান্দিনামুড়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার রাতে এই খুনের ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়েছে। পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় জি বি হাসপাতালে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান ওই ফাঁকা স্টলে শিবু সহ আরও কয়েকজন মিলে মদের আসর বসায়। সেখানে কোনও একটি বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে বিতন্ডা হয়। তারপরই শিবু দেবকে খুন করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, ওই বিপনী বিতানের সিংহভাগ স্টল খালি পড়ে রয়েছে বাম জমানা থেকেই। মূলতঃ শহরের বিভিন্ন স্থানে ফুটপাতে হকার ব্যবসায়ীদের পুণর্বাসনের জন্য এই মার্কেট খোলা হয়েছিল। কিন্তু, হকাররা ওই বিপনী বিতানে যেতে রাজী হচ্চেন না। তাই সিংহভাগ স্টল খালি পড়ে রয়েছে। আর এখানে প্রতিদিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে মদ ও জুয়ার আসর। মাফিয়াদের আড্ডার স্থল। সেখানে বসেই মাফিয়ারা তাদের লেনদেনের কাজটি সম্পাদন করে। মূলতঃ সমাজদ্রোহীদের মৃগয়াক্ষেত্র হচ্ছে এই লালমাটিয়ার বিপনী বিতান। আশঙ্কা করা হচ্ছে এই সমাজদ্রোহীদের সাথে যোগসাজস ছিল নিহত শিবু দেবের। লেনদেন নিয়ে বিবাদের জেরেই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এদিকে, খোয়াইয়ের লালছড়ায় এক যুবককে খুন করা হয়েছে প্রণয়ের সূত্র ধরে। এই হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে তিনজনের বিরুদ্ধে। তিনজনের মধ্যে দুজন মহিলাও রয়েছে। নিহত যুবকের বাবা মন্টু ঘোষ, শেফালী ঘোষ এবং পায়েল সরকার নামে তিনজনের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় এফআইআর করেছেন।

সংবাদ সূত্রে জানা গিয়েছে, খোয়াই থানাধীন এলাকায় ড্রেন থেকে মিলল এক যুবকের মৃতদেহ। ঘটনা বৃহস্পতিবার রাতে। খোয়াই বিপিসি পাড়াস্থিত মামার বাড়ী থেকে সিঙ্গিছড়া ভাগ্যটিলা। এলাকায় নিজ বাড়ীতে ফিরবে বলে রওয়ানা হয়েও সে আর বাড়ী ফিরেনি। মাঝপথে লালছড়া বাঘাযতীন ক্লাব সংলগ্ন এলাকার ড্রেনে মিলল ২১ বছর বয়সী অরূপ দেবের মৃতদেহ। সে একসময় বেশ কয়েকটি ওষুধের দোকানে কাজ করেছে। তবে, অরূপের মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরী হয়েছে। খুন নাকি অন্যকোন কারণে অরূপের মৃত্যু হয়েছে তা এখন ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই স্পষ্ট করে বলা যাবে। এমনটাই জানালো পুলিশ। তবে, পুত্রহারা পিতা অমর দেব জানিয়েছে, পরিকল্পিতভাবেই খুন করা হয়েছে তাঁর ছেলেকে। থানায় একটি লিখিত অভিযোগও করেছেন তিনি। যদি সুষ্ঠু তদন্দ হয় তবে প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ্যে আসবে। যদিও লালছড়া এলাকায় অরূপের সাথে এক যুবতীর প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল বলেও জনমনে গুঞ্জন রয়েছে। তবে, ঘটনার কিছুক্ষণ আগে অরূপকে তার মামার বাড়ী থেকে তারই একজন বন্ধু এসে ডেকে নিয়ে আসে। আর এরপর থেকেই অরূপের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। এখন অরূপের সেই বন্ধুকে জেরা করেই তদন্তে এগুবে পুলিশ।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া থানার অধীন বাইশঘরিয়া এলাকায় সিরাজ মিয়া (২২) নামে এক যুবককে বারো চাকার লরি পিষে মেরেছে। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। পুলিশ তদন্তে নেমে জানতে পারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগ পরীক্ষার নীতি নির্ধারিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। রাজ্যে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের অভিযোগ পরীক্ষা করার কমিটির বৈঠকে নীতি নির্ধারিত হয়েছে। গত ২৫ জুন ওই বৈঠকে পরীক্ষার জন্য অভিযোগের বিষয় নির্দিষ্ট করেছে কমিটি।

আইমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যগণ তাদের বক্তব্য উল্লেখ করে অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র দপ্তর (কমিটির আহ্বায়ক) সচিবালয়, আগরতলার কাছে স্মারকলিপি জমা দিতে পারবেন। যেসব ক্ষেত্রে কমিটি তাদের স্মারকলিপি পরীক্ষা করে দেখবে তা হলো, যেসব ক্ষেত্রে এফ আই আর করা হয়েছিলো কিন্তু এফ আর টি আদালতে পেশ করা হয়েছে। অথবা যেসব ক্ষেত্রে তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট পেশ করেছিলেন কিন্তু বিচারের আগেই আদালত অভিযুক্তকে মুক্তি দিয়েছে। অথবা, যেখানে এফ আই আর নিতে অস্বীকার করা হয়েছিলো, যদিও সুনির্দিষ্ট অপরাধের ঘটনা ঘটেছিলো এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পরিবারের সদস্যগণ পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়েছেন।

আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, গত ৬ জুন এই কমিটি গঠিত হয়েছিল। গত ২৫ জুন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে, ওই সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছে কমিটি।

আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, দীর্ঘ ২৫ বছরে বহু মানুষ রাজনৈতিক হিংসার শিকার হয়েছেন। বহু মানুষ নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। অথচ ওই ঘটনায় আজও বিচার হয়নি এমন বহু মামলা হিমঘরে পড়ে রয়েছে। তিনি বলেন, রাজনৈতিক হিংসায় খুন হয়েছেন, কিন্তু বিচার হয়নি। অথচ পরিবারের দাবি, সঠিক তদন্তের অভাবেই দোষীর সাজা হয়নি, এমন মামলা পরীক্ষা নিরিক্ষার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটি পুরনো মামলায় তদন্ত করবে। মামলার গভীরে গিয়ে খতিয়ে দেখবে। তার ভিত্তিতে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করবে।

আইনমন্ত্রীর কথায়, এখন এই কমিটি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাথে মিলে নীতি নির্ধারণ করবে। তারপর, রাজনৈতিক হিংসার পুরনো মামলাগুলি নিয়ে পরীক্ষা নিরিক্ষা শুরু হবে। তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে রাজনৈতিক স্বার্থে বহু খুনী অবাধে ঘোরাফেরা করছে। পুলিশের তদন্তে গাফিলতির কারণে এবং দূর্বল চার্জশীট খুনের মামলায় বিচার হয়নি। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক হিংসায় খুন হয়েছেন প্রত্যেকটি মামলা নতুন করে পরীক্ষা নিরিক্ষা করা হবে। কেন বিচার হয়নি, তা খতিয়ে দেখবে কমিটি। পাশাপাশি, সমস্ত বিষয় পরীক্ষা নিরিক্ষার পর ত্রিপুরা সরকারের কাছে ব্যবস্থা গ্রহণে সুপারিশ করবে। তাঁর সাফ কথা, রাজনৈতিক হিংসায় খুনের ঘটনায় কোন দোষী পার পাবে না। তার সাজা নিশ্চিত করার সুপারিশ করবে এই কমিটি।

এদিকে, বিগত দিনে বিরোধী দলের অনেকের উপর মিথ্যা মামলা ঝুলছে। এই কমিটি ওই মামলাগুলিও পরীক্ষা নিরিক্ষা করে রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জরুরী পরিষেবার সমস্ত কর্মসূচী নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর ধর্মনগরে জরুরী পরিষেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির পর্যালোচনা করেন। সভায় মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, পূর্ত দপ্তরের প্রধান সচিব এস আর কুমার, পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা সহ পূর্ত, বিদ্যৎ, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের উত্তর জেলার আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী এই তিনটি দপ্তরের উত্তর ত্রিপুরা জেলায় যেসব কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে তার খোঁজখবর নেন। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উত্তর জেলায় এই তিনটি দপ্তরের প্রকল্পগুলি রূপায়ণের দায়িত্ব যে সমস্ত সংস্থার উপর ন্যস্ত হয়েছে তা যাতে সময় মতো সম্পর্ণ হয় সেই বিষয়ে দপ্তরকে নিবিড় তদারকি করতে হবে। সমস্ত কর্মসূচির কাজ যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ হয় সে বিষয়ে দপ্তর আধিকারিকগণকে সঠিকভাবে নজরদারি রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, জরুরী পরিষেবা প্রদানের কাজ সময় মতো শেষ না হলে মানুষের যেমন অসুবিধা হয় তেমনি দপ্তরকেও অনেক সমস্যার সম্মখীন হতে হয়। তাই জরুরী পরিষেবা সংক্রান্ত কর্মসূচি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পাদন করার নির্দেশ দেন তিনি। এদিকে জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবে রাজ্যের অন্যান্য জেলাগুলিতেও অনুরূপ বৈঠক করবেন এবং জরুরী পরিষেবা সংক্রান্ত কর্মসূচীগুলির বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হবেন। জানা গিয়েছে ওইসব কর্মসূচীার সুপল যাতে জনগণ পায় তা নিসিচত করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পঞ্চায়েতের অব্যয়িত টাকায় ৪২০০ বিদ্যালয়ের শৌচালয় রক্ষণাবেক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। 'এক কদম স্বচ্ছতা কি অউর'। প্রধানমন্ত্রীর এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েই রাজ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের জন্য স্বচ্ছ শৌচালয় কর্মসূচী হাতে নিয়েছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। পঞ্চায়েত উন্নয়ন খাতে অব্যায়িত অর্থ দিয়ে সারা ত্রিপুরায় ৪২০০ বিদ্যালয় পরিস্কার রাখার পরিকল্পনা নিয়ে শিক্ষা দপ্তর। তাতে বাড়বে কর্মসংস্থানেরও সুযোগ। কারণ, ওই বিদ্যালয়গুলিতে শৌচালয় পরিস্কার রাখার জন্য চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করা হবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতে শৌচালয় রয়েছে। কিন্তু, অধিকাংশই ব্যবহারযোগ্য নয়। ফলে, ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয়ে গিয়ে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে। বিশেষ বালিকা বিদ্যালয়গুলিরবড়ই করুণ দশা। তিনি জানান, প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ে জলের সুবন্দোবস্থ রয়েছে। কিন্তু, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্লাস চলাকালে সাতজন ছাত্রী আচমকা অসুস্থ বিলথৈ স্কুলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের পানিসাগর মহকুমার বিলথৈ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ৭ জন ছাত্রী শুক্রবার স্কুল চলাকালে আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে পানিসাগর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রচণ্ড গরম এবং অস্বচ্ছ পরিবেশের কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। পানিসাগরের বিলথৈ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন ধরেই পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় জর্জরিত।

ওই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৩৮জন। এর মধ্যে নবম শ্রেণির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ১০৪ জন। একটি কক্ষের মধ্যে ১০৪ জন ছাত্রছাত্রীর পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করা রীতিমতো কষ্টকর। সেজন্য বাধ্য হয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষ নবম শ্রেণিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু পর্যাপ্ত কক্ষ না থাকায় একটি অসচ্ছ কক্ষেই তাদের পঠনপাঠনের ব্যবস্থা করতে হয়। এই কক্ষটির পাশেই রয়েছে সায়েন্স ল্যাবরেটরি। স্কুল ঘরের পাশেই গাছপালার ডাল নুইয়ে পড়েছে। পেঁচা সহ নানা পাখি প্রায়ই উপদ্রপ করে। তাতেও ভীতসন্ত্রস্ত ছাত্রছাত্রীরা। এরই মধ্যে দাবদাহ তীব্র আকার ধারণ করেছে। শুক্রবার ক্লাস চলাকালেই একের পর এক ছাত্রীরা অসুস্থ হয়ে পড়তে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানোর উদ্যোগ নেন।

তরিঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য খবর পাঠানো হয় দমকল বাহিনীকে। খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ছুটে আসে বিলথৈ দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে। সেখান থেকে অনামিকা নাথ, সাগরিকা নাথ, রেশমি নাথ, মৌসুমী নাথ, রুকসানা বেগম, তনুশ্রী দত্ত এবং সায়ন্তিকা আচার্যিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিকিৎসকরা তাদের সুস্থ করে তোলার জন্য সব ধরনের প্রয়াস শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুকুরের জলে ডুবে কিশোরীর মৃত্যু অমরপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। স্নান করতে গিয়ে পুকুরের জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু অনামিকা আচার্যী নামে এক ১২ বছরের কিশোরীর। ঘটনা অমরপুর পূর্ব মৈলাক এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় শুক্রবার সকালে অনামিকা বাড়ীর পাশের পুকুরে স্নান করতে যায়। এরপর আর ফিরে আসেনি সে। জানা গেছে মৃত কিশোরীর পিতা- মাতা বহু দিন আগেই প্রয়াত হয়েছে। অনামিকা ও তার দুই ভাই বাড়িতেই থাকত। তার দুই ভাইয়ের রোজগারে সংসার চলত। শুক্রবার যথারীতি তার দুই ভাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাবল লাইনের কাজ, ত্রিপুরাসহ পূর্বোত্তরে ব্যাহত হবে রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। হাবাইপুর এবং লামডিং রুটে ডাবাল লাইনে কাজের জন্য উত্তর পূর্বাঞ্চলে আগামী ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত রেল পরিষেবা প্রভাবিত হবে। তাতে রাজ্যের দূরপাল্লার রেল পরিষেবাতেও প্রভাব পড়বে। পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা জানিয়েছেন, ত্রিপুরার কয়েকটি দূরপাল্লার ট্রেন আংশিক বাতিল করা হয়েছে।

পাশাপাশি, পূর্বোত্তরে একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের সময়সূচী পরিবর্তন করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। পাশাপাশি ১৬টি ট্রেনের গন্তব্যে পৌছানোর সময় আগের চেয়ে কমানো হয়েছে। ১ জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকর হবে বলে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক প্রণবজ্যোতি শর্মা।

একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনে নয়া সূচী

তিনি জানান, আগামী সাত জুলাই শিয়ালদা-আগরতলা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল করা হয়েছে। ওই ট্রেন গুয়াহাটি পর্যন্ত আসবে। তেমনি আগামী ৭ ও ৯ জুলাই আগরতলা শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সাময়িক বাতিল করার ফলে ওই ট্রেন গুয়াহাটি পর্যন্ত যাবে। এদিকে, আগামী ৫ জুলাই বেঙ্গালুরু-আগরতলা হামসফর এক্সপ্রেস আংশিক বাতিল করার ফলে ট্রেনটি গুয়াহাটি পর্যন্ত আসবে। তেমনি আগামী ৯ জুলাই আগরতাল -বেঙ্গালুরু কেন্টনমেন্ট হামসফর এক্সপ্রেস গুয়াহাটি পর্যন্ত যাবে। শ্রী শর্মা বলেন, হাবাইপুর এবং লামডিং সেকশনে ডাবল লাইনে কাজের জন্য এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজনিয়তা দেখা দিয়েছে। রেল যাত্রীদের সুরক্ষা এবং রেল পরিষেবা বিস্তৃতির কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যাত্রী পরিষেবা তাতে কিছুটা ব্যাহত হবে। তিনি বলেন, আংশিক রেল পরিষেবা বাতিল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২৮ জুন।। স্ত্রীকে হত্যার দায়ে স্বামীর যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা দিলেন বিচারক। সেই সাথে আর্থিক জরিমানাও করা হয়েছে। শুক্রবার এই রায় দেন সিপাহীজলা জেলা জজ বিশ্বজিৎ পালিত। জানা গিয়েছে, ২০১৫ সালের ১লা ও ২রা মার্চ রাতে কোন এক সময় শ্বশুর বাড়ির লোকজন গলাটিপে ফতেমা খাতুনকে খুন করে। এবং গোপনে মৃতদেহ কবর দেওয়ার চেষ্টা করে। যদিও তা করা সম্ভব হয়নি। মৃতার বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ মূলে পুলিশ মৃতার স্বামী আব্দুল বারেক, ভাসুর নরুল আমিন ও শাশুড়ি হাজরা বিবির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা নিয়ে পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং আদালতে চার্জশিট দাখিল করেন। তারপর শুরু হয় মামলার বিচার প্রক্রিয়া। জানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিএনজি স্টেশনে মেশিন বিকল, ক্ষুব্ধ অটো চালকরা এসডিএমের দ্বারস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সিএনজি স্টেশনে মেশিন বিকল হয়ে যাওয়ায় গ্যাস না পেয়ে অটো চালকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন । এক মাস ধরে এই সমস্যা চলছে, তবুও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়ায় আজ অটো চালকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । তাঁরা আজ সদর মহকুমাশাসকের কাছে এ-বিষয়ে নালিশ জানিয়ে শীঘ্রই প্রতিকার চেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, আগরতলায় টিআরটিসি সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহের মেশিন প্রায়ই বিকল হয়ে পড়ে । তাতে, অটো চালকরা হয়রানির শিকার হন । আজ ফের ওই সিএনজি স্টেশনে গ্যাস সরবরাহের মেশিন পুরো বিকল হয়ে পড়ে । ফলে, ভোর চারটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়েও গ্যাস না পেয়ে অটো চালকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন । জনৈক অটো চালকের কথায়, প্রায় সময় এই সিএনজি স্টেশনে গ্যাস পাওয়া যায় না । দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে গ্যাস না নিয়ে ফিরে যেতে হয়। তাতে, রোজগারে বিরাট প্রভাব পড়ে । তিনি বলেন, আজ ভোর চারটা থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে দুপুর ২-টা নাগাদ জানতে পেরেছি গ্যাস পাওয়া যাবে না । ফলে, আজ রোজগারের কোনও সম্ভাবনা নেই।

অপর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভূস্বর্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন লোকসভায়, পাশ জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ সংশোধনী বিল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন ।। জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ আরও ছ'মাসের জন্য বৃদ্ধির প্রস্তাব করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে সপ্তদশ লোকসভায়। আগামী ৩ জুলাই থেকে আরও ছ'মাসের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন জারি থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরে। একইসঙ্গে সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়ে দিলেন, জম্মু ও কাশ্মীরে রমজান এবং অমরনাথ যাত্রার কথা মাথায় রেখে, চলতি বছরের শেষেই বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি চলছে।

তবে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের এই প্রস্তাবে নারাজ কংগ্রেস। অমিতের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে কংগ্রেস সাংসদ মণীশ তিওয়ারি বলেছেন, পিডিপি-বিজেপি জোটের কারণেই কাশ্মীরের এখন এই অবস্থাউ প্রতি ছ'মাসে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বাড়াতে হচ্ছে।

সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসন আরও ছ'মাস বাড়ানোর জন্য আমি প্রস্তাব করছি। রমজান এবং অমরনাথ যাত্রার কথা মাথায় রেখে, চলতি বছরের শেষেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি চলছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের পরিস্থিতির দিকে সর্বদা নজর রয়েছে আমাদের। পূর্ববর্তী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যেই সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাঙ্কার তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যেকের জীবনের মূল্যই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও এদিন লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভায় এই বিল পাশও হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এই বিল কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, মূলত আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী মানুষদের জন্য।

এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতির শাসনের মেয়াদ আরও ছ'মাসের জন্য বৃদ্ধির বিষয়ে অমিত শাহের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি বলেছেন, পিডিপি-বিজেপি জোটের কারণেই কাশ্মীরের এখন এই অবস্থা। প্রতি ছ'মাসে রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বাড়াতে হচ্ছে। মণীশ তিওয়ারি আরও বলেছেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আপনাদের যদি কঠিন নীতি থাকে, তবে আমরা বিরোধিতা করব না। কিন্তু, এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে, মানুষ যদি আপনাদের পাশে থাকে তবেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব।

এদিকে, সংসদের নিম্নকক্ষ লোকসভায় পাশ জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল, ২০১৯। শুক্রবার লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এছাড়াও এদিন লোকসভায় জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ বিল পেশ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। লোকসভায় এই বিল পাশও হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, এই বিল কাউকে সন্তুষ্ট করার জন্য নয়, মূলত আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর বসবাসকারী মানুষদের জন্য।

উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় মন্ত্রক জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধন) অর্ডিন্যান্স ২০১৯-এ সম্মতি জানায়। জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ আইন, ২০০৪-এর বদল আনতেই এই সংশোধনের প্রস্তাব আনা হয়েছে। এই প্রস্তাবে বলা হয়েছে, সীমান্তের পার্শবর্তী এলাকার বাসিন্দাদেরও সংরক্ষণের আওতায় আনা হবে, প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার নিকটবর্তী মানুষদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৫৬ ◘ ২৯ জুন ২০১৯ ইং ◘ ১৩ আষাঢ় ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মমতার আর্জি প্রত্যাখান

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে রুখিতে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস ও সিপিএমের সহযোগিতা চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। গ্রাম্য একটি প্রবাদ আছে 'ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দেরে।' তৃণমূল নেত্রী কি কোনও দিন ভাবিয়াছিলেন এমন দুঃসময় তাঁহার জীবনে নামিয়া আসিবে। ভাবেন নাই। ক্ষমতার দম্ভ অহংকার তাঁহাকেও তো গ্রাস করিয়াছিল। যে সুবিধাভোগী শ্রেণী লুটপাট করিয়া খাইয়াছে তাহাতো এখন আরও বেশী প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে তৃণমূল কংগ্রেসকে। কাটমানি ইস্যুতে গোটা পশ্চিমবঙ্গেই তো রীতিমতো আগুন জ্বলিতেছে। পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানের পিছনে তৃণমূল কংগ্রেসকেই দায়ী করিয়াছে কংগ্রেস ও সিপিএম। কারণ এরাজ্যে সিন্ডিকেটরাজ কায়েম করিয়াছে তৃণমূল। দুর্নীতির বিস্তার ঘটিয়াছে। লোকসভা নির্বাচনে ১৮টি আসন বিজেপির দখলে যাওয়ার পরই তৃণমূল নেত্রীর চৈতন্য উদয় হয়। তিনি বুঝিতে পারেন দলের নেতারা জনগণের টাকা লুটিয়াছে। তৃণমূল স্তরে এজন্যই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ক্ষোভের আগুন জ্বলিয়া উঠে। লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা রাজ্যের কংগ্রেস ও সিপিএমকে তেমন পাত্তা দিতে চান নাই। বরং তৃণমূল কংগ্রেসের দাপটের কারণে সিপিএম পঃবঙ্গে প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। কংগ্রেসের অবস্থাও তথৈবচ। লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নও যে দেখেন নাই এমন নহে। তিনি ফেডারেল ফ্রন্ট গঠনের পক্ষে সওয়াল করিয়াছেন। বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লোকসভা নির্বাচনের আগে মমতা কংগ্রেস ও সিপিএমের সাহায্য চাহিলে আজ পরিস্থিতি বোধহয় এমন হইত না।

বিজেপির ক্ষমতারোহনের পর ত্রিপুরায় সিপিএম তো রীতিমতো মুছিয়া যাইবার মতো অবস্থা। বিজেপি কতখানি কঠিন দল ত্রিপুরায় সিপিএম তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছে। পার্বতী এই রাজ্যে বামেরা সহজে মাথা তুলিতে পারিবে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী খুঁজিয়া পাইবে কিনা সন্দেহ। ত্রিপুরায় অভিজ্ঞতা কি পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম নেতারা গ্রহণ করেন নাই। এখন বড় শত্রু কে তৃণমূল কংগ্রেস না বিজেপি। বামেরা এই বিষয়েই এখন দ্বিধাগ্রস্ত। তৃণমূল নেত্রী সিপিএম ও কংগ্রেসের সাহায্য চাহিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন। এখন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে রুখিতে তৃণমূল ছাড়া আর কোনও দল আছে কিনা সন্দেহ। সুতরাং জোর কদমে বিজেপি বাংলায় দাপাইয়া বেড়াইতেছে। আর বিজেপির এই উত্থানের পিছনে সবচাইতে বড় অবদান যুগাইতেছে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের নীচুতলার নেতা হইতে শুরু করিয়া একেবারে উপর তলা পর্যন্ত দুর্নীতি বিস্তৃত হইয়াছিল। এতসব ঘটনা নেত্রী জানিতেন না এমন বলা যাইবে না। তিনি পরোক্ষে মদত দিয়াছেন। এখন বিপ্লবী সাজিয়া নিজে কি পরিশুদ্ধ হইতে পারিবেন, দায় এড়ানো যাইবে? কাটমানি কাটা ছেঁড়ায় দল তো ক্ষত বিক্ষত। কিভাবে এই ভয়াল অবস্থা হইতে দল উঠিয়া আসিবে বলা মুশকিল।

পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অভাবনীয় উত্থান মমতাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে। তাই একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়া চলিয়াছে। জয় শ্রী রাম শুনিলেই ক্ষেপিয়া আগুন হইবার ঘটনা তাহার বালখিল্যপনাকেই তুলিয়া ধরিয়াছে। একজন এত বড় নেত্রীর যে ধৈর্য্য বিচক্ষণতা থাকার কথা তিনি তাহাও যেন হারাইয়াছে। দেশের রাজনীতির আকাশে তৃণমূল কংগ্রেসের উজ্জ্বলতা হ্রাস পাইয়াছে। সুবিধাভোগী লুটেরাদের ভীড়ে দল মানুষের ভালাবাসা হারাইয়াছেন। দম বন্ধকর পরিস্থিতির হাত হইতে বাংলার মানুষ মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। নেত্রী কিছুই টের পান নাই? পায়ের তলার মাটি তো একদিনে সরিয়া যায় নাই। ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে। আজ তৃণমূল নেত্রীর সেই প্রতাপ তছনছ। কিভাবে রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা যাইবে তাহাই এখন বড় কথা। মমতার ভুল রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানে সহায়ক হইয়াছে। কংগ্রেস ও বামেরা তামাসা দেখিতেছে। তৃণমূল বধে আনন্দে মাতোয়ারা।

স্কুল গুলোর নিরাপত্তা নিয়ে নির্দেশিকা তৈরি করবে কলকাতা পুলিশ

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স) : এবার স্কুল গুলোর নিরাপত্তা নিয়ে নির্দেশিকা দিতে চলেছে কলকাতা পুলিশ। তার আগে শহরের বিভিন্ন ডিভিশনের স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন পদস্থ পুলিশ কর্তারা। সংশ্লিষ্ট ডিভিশনের ডিসি ও এসি পদমর্যাদার অফিসাররা প্রাথমিকভাবে তাঁদের এলাকায় স্কুলগুলোর সঙ্গে কথা বলে কোথায় কোথায় খামতি রয়েছে, কী ধরনের নতুন ব্যবস্থা নিরাপত্তার জন্য নেওয়া দরকার, সে সব নিয়ে আলোচনা করবেন। স্কুলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পুলিশই বা কীভাবে সাহায্য করতে পারে, তাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জানতে চাওয়া হবে। আলোচনার ভিত্তিতেই হবে ওই নির্দেশিকা। যার পোশাকি নাম স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর বা এসওপি।

সিআইএসএফ লা মার্টিস স্কুলের যে সিকিউরিটি অডিট করেছিল, তার রিপোর্ট চেয়ে কিছুদিন আগেই স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একদফা বৈঠক করেছেন ডিসি, সাউথ মিরাজ খলিদ। তবে কলকাতা পুলিশের পদস্থ কর্তারা বলছেন, সামগ্রিকভাবে সব স্কুলেরই নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা হচ্ছে।

বহু ভিআইপি ও সেলিব্রিটির সন্তান লা মার্টসের ছাত্রছাত্রী। তাই এই স্কুল সফট টার্গেট হতে পারে বলেই রিপোর্টে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সিআইএসএফ। এমনিতে সিবিএসই ও আইসিএসই বোর্ডের স্কুলগুলিতে নিরাপত্তার জন্য বোর্ডের কিছু নির্দেশিকা রয়েছে। সিসিটিভি বসানো, মেয়েদের স্কুলে মহিলা অ্যাটেনড্যান্ট রাখা, স্কুল বাসে অ্যাটেনড্যান্ট রাখার মতো একগুচ্ছ পরামর্শ বোর্ডের নির্দেশিকা দেওয়া আছে। কোথায় সিসিটিভি রয়েছে, আরও বেশি সংখ্যায় সিসিটিভি বসানো দরকার কি না, বসালে কোথায় কোথায় বসালে ভালো হয়, স্কুলের গেটে বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী কত সংখ্যায় রয়েছে, স্কুলের পাঁচিল ঠিকমতো আছে কি না, সেগুলো খতিয়ে দেখবে কলকাতা পুলিশ।

লা মার্টসের ক্ষেত্রে যেমন পড়ুয়াদের অপহরণের আশঙ্কার কথাও বলা হয়েছে। কীসের ভিত্তিতে সেই সব আশঙ্কার কথা বলা হয়েছে, তাও দেখবেন পুলিশ আধিকারিকরা। লালবাজারের এক আধিকারিক জানান, যে সব নির্দেশিকা বাস্তবে নির্দিষ্ট পরিকাঠামোর মধ্যে মেনে চলা সম্ভব, সেটা খতিয়ে দেখেই নির্দেশিকা তৈরি করা হবে।

ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার প্রশ্নে এবার কলকাতা হাইকোর্টের নজরে অভিজাত লা মার্টস স্কুল। লা মার্টস বয়েজ ও গার্লস স্কুলে নিরাপত্তার ফাঁক নিয়ে যথেস্ট উদ্বিগ্ন কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবারই বিচারপতি প্রতীক প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এজলাসে জিডি বিড়লা স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে মামলা চলাকালীন লা মার্টসের প্রসঙ্গ তোলেন আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রিওয়াল।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী সিআইএসএফকে দিয়ে ওই স্কুলের নিরাপত্তা নিয়ে সমীক্ষা করায় কতৃর্পক্ষ। সেই সমীক্ষায় বেশ কিছু ফাঁক ফোকরের কথা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় বাহিনীর রিপোর্টে। সেই বিষয়ে আলোচনার পরেই আদালত ওই দুই স্কুল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ দিয়ে এই মামলায় যুক্ত করার নির্দেশ দেন বিচারপতি প্রতীক প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ২২ জুলাই জিডি বিড়লার মামলার দিনেই লা মার্টসের বিষয়টি শুনানির সম্ভাবনা। যদিও লা মার্টসের বোর্ডের গভর্নরদের সরিয়ে দেওয়া নিয়ে পৃথক একটি মামলা হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে এদিনই। সম্ভবত আজ, শুক্রবার সেই মামলার শুনানি হবার কথা। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর সুপারিশের ভিত্তিতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানোর কাজ চলছে।

মমতার দখলদারি রাজনীতি এখন বুহেরা

গৌতম রায়

গণতন্ত্রের জয়পরাজয় একটি স্বাভবিক বিষয়। আজ যে দল জিতল, আগামী নির্বাচনে সেই দলই যে আবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে এমন কথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন না। আবার আজ যে দল জনগণের রায়ে সংসদীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্যভাবে জায়গা করে নিতে পারলেন না, তাঁরাই যে আগামী দিনে ট্রেজারি বেঞ্চে বসার অধিকারী হবেন না, একথা কেউ হলফ করে বলতে পারেন না।

যেকোনও রাজনৈতিক দলের জয়পরাজয়ের পিছনে রাজনৈতিক প্রেক্ষিত, জাতীয় প্রেক্ষিত, এমনকী আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিত ও অনেকাংশে বড় ভূমিকা পালন করে। তারা পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দলটি যদি শাসন ক্ষমতায় থাকে, শাসক হিসেবে সেই দলটির ভূমিকা, দক্ষতা, জনসেবায় তাঁদের ভূমিকা দুর্নীতিমুক্ত বাতাবরণ ইত্যাদি অনেক কিছু বিষয় নির্ভর করে শাসকের পুনরায় নির্বাচনের ভেতর দিয়ে বিজয়ী হয়ে আসার ক্ষেত্রে।

অপরপক্ষে বিরোধী দলের জেতার ক্ষেত্রেও বিরোধী হিসেবে সংশ্লিষ্ট দলটির দায়বদ্ধতা, কর্তব্যপরায়ণতা, সততা ইত্যাদি বিষয়গুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনে আমাদের এই রাজ্যে এখনকার শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২-এ ৪২ টি আসন দাবি করেছিলেন। সেই দাবি করা তাঁর কোনওমতে উচিত হয়নি।

সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে বিরোধীদের থেকে কয়েকটি আসন রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেস বেশি পেয়েছে। কয়েকটি আসন রাজ্যের শাসক দল বেশি পেলেও এরাজ্যে কেন্দ্রে শাসক দল বিজেপির সংসদীয় রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এংন কিছু অবস্থান নিতে বাধ্য করেছে যার জেরে আবারও এ রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে গভীর সংশয় দেখা দিতে শুরু করেছে।

মমতা এ রাজ্যের ক্ষমতায় আসবার পর বিরোধী বামপন্থীদের উপর নানা ধরনের অত্যাচারের যে নিত্যনতুন কলাকৌশল উদ্বোধন করেছিলেন, সেই কলাকৌশলগুলিই কার্যত এবারের লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে ১৮ টি আসন লাভ করবার পর কেন্দ্রে শাসক বিজেপি রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি দেখতে শুরু করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়র দল তৃণমূল কংগ্রেস যেভাবে গায়ের জোরে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অফিস দখল করে নিজের দলের তথাকথিত বিজয়বৈজয়ন্তী ওড়াতে শুরু করেছিলেন, ঠিক সেই পথ অবলম্বন করেই বিজেপি রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসগুলি দখল করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের দলের বিজয়কেতন ওড়াতে শুরু করে দেয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী বাম দলগুলোর অফিস দখলের কর্মসূচিকে রোখবার ক্ষেত্রে কোনও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিয়ে কার্যত নীরব সমর্থন জানিয়ে গিয়েছিল। বস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় একটা সময় আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী দলগুলোর হাজার হাজার অফিস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস গায়ের জোরে বোমা-বন্দুক-পিস্তলের জোরে দখল করেছিল।

আর এখন সপকদশ লোকসভা নির্বাচনের পর এ রাজ্যে কেন্দ্রে শাসক বিজেপির অভাবনীয় সাফল্যের পর রাজ্যের শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের সেইসব অনেক অফিসগুলি কেন্দ্রের শাসক দল বিজেপির কর্মীরা দখল করতে শুরু করে দিয়েছে। একদা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ মদতে যে দখলদারির রাজনীতি এ রাজ্যে কায়েম হয়েছিল, এবারের লোকসভা নির্বাচনের পর কার্যত বুমেরাং হয়ে সেই দখলদারির রাজনীতিই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসের ওপরে চেপে বসতে শুরু করেছে।

বিজেপির সৌজন্যে রাজ্যের শাসকদলের অফিসগুলির দখল করবার এই প্রবণতাকে আটকাতে কার্যত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশ এক অর্থে প্রথম দফায় নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কেন পুলিশ এই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করল, সেই বিতর্কের ভিতরে প্রবেশ না করে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলের অফিস দখলের এই ঘটনাবলির প্রতিবাদে নৈহাটি শহরে এসে ধরনার বসেন।

কেন তাঁর নিজের হাতে থাকা স্বরাষ্ট্র দফতরের অধীন পুলিশ মন্ত্রণালয় তাঁর নিজের দলের অফিসগুলি রক্ষা করতে পারল না বিজেপির এই দখলদারির হাত থেকে সে প্রশ্নের মুখোমুখি হওয়ার হিস্মত না দেখিয় কার্যত নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকা পুলিশের বিরুদ্ধে তিনি ধরনায় বসলেন। ধরনা মঞ্চে আসার আগে কিছু বিজেপি সমর্থকের রাজনৈতিক স্লোগান 'জয় শ্রীরাম' শুনে সমস্ত রকমের শিষ্টাচারকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কনভয় থেকে নেমে পড়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সরাসরি উস্কানিমূলক কথা বলেন।

নৈহাটি শহরে যে ধরনায় তিনি বসলেন, সেখান থেকে তাঁর নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশের সম্পর্কে যে ধরনের মন্তব্য তিনি করলেন তা আর যাই হোক রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার প্রধান নিয়ন্ত্রক পুলিশবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধির সহায়ক নয়। ভারতবর্ষের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আজ পর্যন্ত তাঁর নিজের সরকার এবং নিজের হাতে থাকা পুলিশ মন্ত্রণালয়ের একাংশের প্রতি এভাবে প্রকাশ্য রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সমালোচনা বা নিন্দা করেছেন এমন কোনও ইতিহাস নেই।

এখানে এই প্রশ্নটিই বড় হয়ে উঠেছে যে, তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসগুলি বিজেপি দখল করবার সময় পুলিশ তৃণমূল কংগ্রেসের অফিসগুলি রক্ষার্থে কেন ব্যবস্থা নেয়নি। সেই প্রশ্ন যখন খোদ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য রাজনৈতিক ধরনা মঞ্চ থেকে তুললেন, তখন একথাও তো তাঁকেই বলতেই হবে যে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন পুলিশ কর্তব্যপালনে ব্যর্থতা দরুন সেই পুলিশের বিরুদ্ধে তিনি কি আদৌ কোনও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রঙণ করেছেন?

কার্যত পুলিশ এবং বশংবদ আমলাদের দ্বারা প্রশাসন পরিচালনার ভেতর দিয়ে রাজ্যের গণতান্ত্রিক কাঠামোর যে শ্মশানযাত্রা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছেন, সেই প্রবণতায় সদ্যসমাপ্ত লোকসভা নির্বাচনের পর নির্বাচনী বিপর্যয়ের জেরে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচার -আচরণ এবং রাজনৈতিক পদক্ষেপ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

এই ধরনের রাজনৈতিক এবং মানসিক অস্থিরতা দেখানোর পর মমতা বন্দোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে থেকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন, যে, এ রাজ্যে কোনও দল কোনও বিজয় মিছিল করতে পারবে না। যে যে রাজনৈতিক দল এ রাজ্যে জিতেছেন , তাঁরা কেন এ রাজ্যে বিজয় মিছিলকরতে পারবেন না? দেশের সংবিধানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কার্যত এ রাজ্যে সংবিধান বহির্ভূতভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জরুরি অবস্থার মতো পরিবেশ তৈরি করতে চাইছেন।

বস্তুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যের ক্ষমতাশীন হওয়ার পর থেকেই আরএসএসের বিভিন্ন ধরনের শাখা সংগঠনগুলির নানা ধরনের সামাজিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক সংগঠনের অছিলায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের নানা ধরনের কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। এইসব কর্মকাণ্ডগুলি একটু নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারা যায় যে, সেইসব কর্মকাণ্ডগুলির ভেতরে রয়েছে মূলত আরএসএসের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির রাজনৈতিক কর্মসূচি সাম্প্রদায়িকতাকে প্রচার প্রসার এবং প্রয়োগের লক্ষ্য।

সেই লক্ষ্যেই একদিকে যেমন রাজ্যের সীমান্তবর্তী ঞ্চলগুলি, রাজ্যভিত্তিক সীমান্ত এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত উভয় সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে আরএসএসের এই সব শাকা সংগঠনগুলি নানা ধরনের সামাজিক কাজকর্মের আবরণের ভেতর দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরি করছে।

এভাবেই বিজেপির রাজনৈতিক ভিত্তিকে সফল করার জন্য চেষ্টা চালিয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে আরএসএস। উদাহরণ হিসেবে বলতে বয়, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে, যেখানে বাংলাদেশ থেকে আসা নিম্নবর্গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের আধিক্য রয়েছে, সেইসব অঞ্চলগুলিতে ধর্ম ও জাতপাত থেকে শুরু করে নানা ধরনের বিভাজনমূলক প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে বহু প্রকারের সামাজিক, সংগঠনকে কার্যকরী করেছে হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী সংগঠনগুলি।

এসবের পাশাপাশি বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু মৌলবাদী শক্তি, অর্থাৎ ইসলাম মৌলবাদী শক্তি নানা ছলছুতোয় এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে এমন ধরনের প্রচার চালিয়েছে যাতে আপাতদৃষ্টিতে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির প্রচারগুলি এ রাজ্যের সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বর্ণহিন্দু থেকে শুরু করে নিম্নবর্ণিত নিম্নবৃত্তীয় দলিত হিন্দুদের ওপর একটা বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তিস্তা চুক্তিকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে নেতিবাচক অবস্থান তাকে বাংলাদেশের সংখ্যাগুরু ইসলামি মৌলবাদী শক্তি একদিকে যেমন সে দেশের ধর্মনিরপেক্ষ পরিবেশকে নষ্ট করবার জন্য ব্যবহার করেছে তার পাশাপাশি এ রাজ্যের হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে একটা বড় অংশের মানুষের ভেতরে ধর্মান্ধতা সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ এবং বিভাজনের মানসিরতাকে জোরদার করার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের ভূমিকা পালন করেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন বা তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেস কোনও অবস্থাতেই আরএসএস বা তার সহযোগী সংগঠনিকগুলির এই সামাজিক প্রযুক্তির মোকাবিলার জন্য কোনও প্রশাসনিক কিংবা কোনও রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তার পাশাপাশি বিহার ঝাড়খণ্ড, ওড়িশার সীমান্ত লাগোয়া বিভিন্ন অঞ্চলগুলিতে আরএসএস তাদের এইশব শাখা সংগঠনগুলির ভেতর দিয়ে ভয়ঙ্কররকম সাংজিক প্রযুক্তির প্রয়োগ ঘটিয়েছে।; পুরুলিয়া, বীরভূম, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি জেলাগুলিতে আরএসএস তাদের শাখা সংগঠন বনবাসী কল্যাণ আশ্রমে অন্তর্গত বহু ছোট ছোট সংগঠনের ভেতর দিয়ে আদিবাসী, তপশিলি জাতি-উপজাতি, দলিত মানুষদের ভেতরে রাজনৈতিক হিন্দু সাম্পরদায়িকতার প্রয়োগ,প্রসার এবং বিস্তারের জন্য দীর্ঘদিন ধরে সর্বশক্তি নিয়োগ করে গেছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের অধীন এইসব জঙ্গলমহলের মানুষদের জন্য নানা উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি রাজ্যের শাসকদলের মাথা থেকে গোড়া পর্যন্ত নেতাকর্মীদের সীমাহীন দুর্নীতির দরুন পৌঁছনো দরকার তাঁদের কাছে আদৌ পৌঁছয়নি। ফলে এই প্রান্তিক মানুষদের সীমাহীন দারিদ্র, অশিক্ষা ধর্মান্ধতা, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন রকমের সেবার পসার ভেক অবলম্বন করে আরএসএস এইসব মানুষদের ভেতরে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করে গেছে।

আরএসএস যে এই অঞ্চলগুলিতে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের সামাজিক সাংস্কৃতিক কর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ভেতর দিয়ে প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়ায় নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন বিজেপির পায়ের তলার জমি এনে দিচ্ছে তা সমাজবিজ্ঞানীদের কাছে বিশেষ রকমের বোধগম্য হলেও শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এলোমেলো করে দে মা লুটেপুটে খাই এর দৌলতে এইসব বিষয়গুলিকে একদম উপেক্ষা করে গেছে। আর দুর্ভাগ্যের বিষয় হল অনেক ক্ষেত্রে বামপন্থীরা একদম ভূমিস্তারের ঘটনাপ্রবাহের থেকে সঠিক তথ্যে সঠিক সময়ে না জানতে পারার দরুণ হিন্দু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির এই ভয়াবহ সামাজিক প্রযুক্তি সম্পর্কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একদম অন্ধকারে থেকে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা খুব উদ্বোগের সঙ্গে উল্লেখ করতে হয় এই যে কিছু সুপ্রসিদ্ধ সামাজিক তথা ধর্মীয় সংগছন প্রতিবেশী রাজ্যের বিভিন্ন অংশ, বিশয করে জঙ্গলমহলে আরএসএসের শাখা সংগঠন বনবাসী কল্যাণ আশ্রম-এর অন্তর্গত বিভিন্ন রকমের শাখা সংগঠনের ভেতর দিয়ে যে সামাজিক প্রযুক্তি চালিয়ে গেছে। সেই সামাজিক প্রযুক্তির সঙ্গে ওইসব সংগঠনগুলির কতখানি সংযোগ বা তাঁর নীরব সহযোগিতার কাজ করছে তা নিয়ে সমাজবিজ্ঞানীদের ক্ষেত্র সমীক্ষার ভিতর দিয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেও অনেক ক্ষেত্রেই বামপন্থীরা সেই সাবধানবাণীকে বিশেষে পাত্তা দেননি। তৃণমূল কংগ্রেস যে তাঁদের রাজনৈতিক স্বার্থেই সমাজবিজ্ঞানীদের সাবধানবাণী নিয়ে হেলদোল দেখাবে না, তা স্বাভাবিক। কিন্তু এক্ষেত্রে বামপন্থীদের শীতলতা গভীর যন্ত্রণার। এই নিয়ে ভবিষ্যতে তাদের সাবধান হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

বিশ্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মন্দির বোরোবোদুর

সুদর্শন নন্দী

বিশ্বের বৃহত্তম বৌদ্ধ মন্দিরটি রয়েছে মুসলিম প্রধান দেশ ইন্দোনেশিয়ায়। সঠিকভাবে বললে জাভার কেন্দ্রস্থল যোগ জাকার্তার বোরোবোদুরে। দীর্ঘদিনের ইচ্ছে সেই মন্দির দেখার। তা সেই যোগ-জাকার্তায় যাবার সুযোগ এসে গেল একদিন ইন্দোনেশিয়ায় এক দ্বীপ তথা শহর তেকে আরেক দ্বীপ যাবার জন্য ছোট ছোট বিমানের সুবিধা রয়েছে। বালি, জার্কাত, লাবুয়ান বাজো প্রভৃতি শহরের সঙ্গে ভালো যোগাযোগ রয়েছে বিমানে। বালি থেকে যোগ-জাকার্তা সোয়া এক ঘণ্টার পথ। যোগ-জাকার্তায় থাকার ব্যবস্থাও ভালো। আমরা মূল শহরে তেকেই যাব বোরোবোদুর বুদ্ধ মন্দির। প্রায় ঘণ্টা খানেকের রাস্তা। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি বোরোবোদুরে শুধু যে বৃহত্তম বেৌদ্ধ মন্দিরের দর্শন মিলবে তা নয়, দেশ-বিদেশের পর্যটকরা ভিড় করেন এখান থেকে রোমাঞ্চে ভরা সূর্যোদয় দেখতে। সাধারণ ভোর চারটেতে পর্যটকরা ঢুকে পড়েন বিশাল মন্দির চত্বরে। শুধু মন্দিরের আয়তন। ২৫২০ বর্গ মিটার। চারদিকে গাছগাছালি , বাগিচায় ভরা অত্যন্ত মনোরম এই জায়গা। অবাক হলেও সত্য অ, টম-নবম শতাব্দীতে তৈরি এই বিশাল মন্দির কয়েক শতাব্দী মানুষের চোখের অন্তরালে ছিল। পঞ্চদশ শতকের পর এই বিশাল নির্মাণ চলে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। সুনামি, ভূমিকম্প, আগ্নেয়েগিরি দেশ ইন্দোনেশিয়া। সম্ভবত আগ্নেয়াগিরি উত্তাপ বা ঝড়ে বা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মানুষজন সব চেড়ে চলে আসেন। বোবোদুরে ছিল হিন্দু রাজা শৈলেন্দ্রের শাসন। বোরোবোদুর কেদু উপত্যকায় অবস্থিত। শৈলেন্দ্রে বংশধর পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অনেকেরমতে তিনি বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তরিত হন। আর সেই সময় তিনি এই বৃহত্তম বেৌদ্ধ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মন্দির ব্যবহৃত হয়। তারপর সেখান থেকে জনপদ সরে এলে অগোচরে থেকে যায় মন্দিরটি এবং তা উনবিংশ শতকে আবার নজরে আসে সবার এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউনেস্কোর সহায়তায় সংস্কার করা হয়। পরে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের আমলে মন্দিরটি খুলে দেওয়া হয়।

বোরোবোদুর চত্বরে মোট তিনটি মন্দির রয়েছে। প্রথম ও মুখ্য বিশাল পিরামিড আকৃতির মন্দিরটি। এছাড়া পূর্বে রয়েছে দুটি ছোট মন্দির মেন্দুত ও পবন মন্দির। এই তিনটি মনুমেন্ট বৌদ্ধধর্মে নির্বাণ লাভের তিনটি অবস্থাকে সুচিত করেছে।

মূল মন্দিরটি সাততলা। নীচে চারটি থাক রয়েছে চতুষ্কোণ আকারে। ওপরের তিনটি গোলাকার। মন্দিরে বৌদ্ধস্তূপের সংখ্যা বাহাত্তরটি সবচেয়ে ভড় এবং পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় স্তূপটি রয়েছে শীর্ষে। মন্দিরটি অনেকেরমতে হিন্দু মন্দির হিসেবে স্থাপতি হচ্ছিল। রয়েছে গুপ্তযুগের শিল্পকলার ছাপ। পরে তা বৌদ্ধদের হাতে চলে গেলে বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে নির্মিত হয় এই মন্দির। প্রতিটি প্যানেলে শিল্পেরকাজ দেখে চমকে উঠতে হয়। দুঃখের বিষয় অনেক স্তূপের মাথাটি চুরি হয়ে গিয়েছে দেখালাম। পরে সংরক্ষণের ওপর জোর দেওয়া হয়। পুরো চত্বর ঘোরার জন্য রয়েছে ব্যাটারি চালিত গাড়ির ব্যবস্থা। ইন্দোনেশিয়া ভ্রমণে আসা পর্যটকরা দ্বীপ, সুমুদ্রের বেড়ানোর স্বাদ নিলেও বিশাল এই নির্মাণ না দেখলে তাদের ইন্দোনেশিয়া ট্যুর সম্পূর্ণ হয় না। তাই সাড়ে চার লাখ টাকার (ভারতীয় টাকায় প্রায় আড়াই হাজার) টিকিট কেটে পর্যটকরা ভোর সাড়ে তিনটে থেকে ঢুকে পড়েন মন্দির চত্বরে। সূর্যোদয় দেখার বাড়তি রোমাঞ্চ লাভ করতে। এছাড়া বোরোবোদুর মন্দির দেখতে এসে যোগ-জাকার্তায় অবশ্যই এখনকার সুলতান বংশেধরদের রাজপ্রাসাদ, প্রাবমানান মন্দির ও দূরের সমুদ্র বিচ ঘুরে নেন পর্যটকরা। সেগুলিরও পর্যটন -মূলক কম নয়।

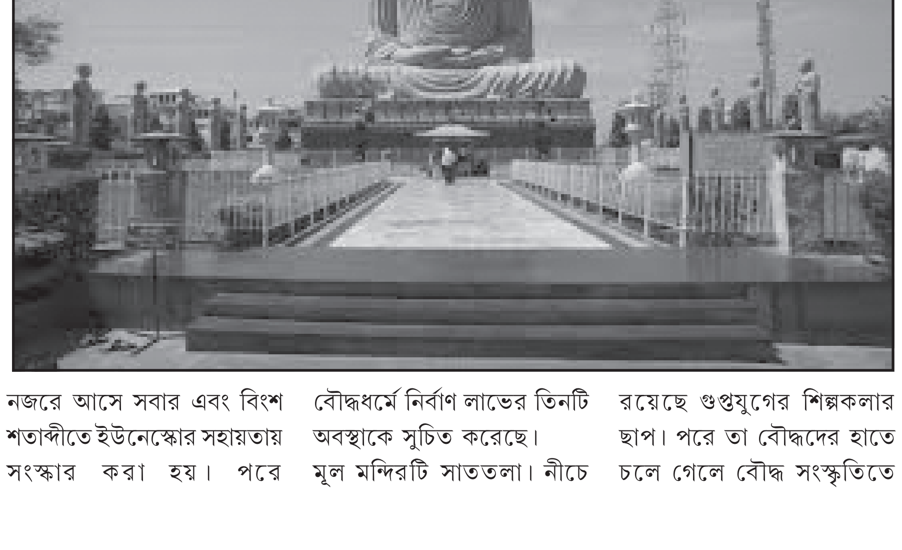

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

শুক্রবার আগরতলায় এনডিআরএফ কর্মীরা দুর্যোগ মোকাবিলায় মহড়া দেন। ছবি নিজস্ব।

নরেন্দ্রপুরের রেনিয়া থেকে উদ্ধার নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

নরেন্দ্রপুর, ২৮ জুন (হি.স.): একদিন নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার রাতে নরেন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত রেনিয়া গীতানগর এলাকার একটি জলাশয়ের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম হল, খোকন ঘোষ ওরফে পাগলা (৪২)। তাঁর বাড়ি রেনিয়া উদয়নপল্লী এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। খোকনকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ তোলেন এলাকার মানুষজন। স্থানীয় সূত্রের খবর, বুধবার রাত থেকে নিখোঁজ ছিলেন খোকন, সমস্ত জায়গায় খোঁজার পর তাঁকে খুঁজে না পাওয়ায়, পরিবারের লোকজন নরেন্দ্রপুর থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করেন।

নিখোঁজ থাকার প্রায় ২৪ ঘন্টা পর বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে খোকন ঘোষ ওরফে পাগলার দেহ মেলে একটি জলাশয় থেকে। পুলিশ জানতে পেরেছে, খোকন রেনিয়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতি নান্টীর দাদা। তাই এই মৃত্যুর পিছনে কোনও রহিস্য লুকিয়ে আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও, পুলিশের দাবি মৃত ব্যক্তি অত্যধিক মদ্যপান করত। তবে এলাকাবসীর দাবি, নিরীহ এই লোকটিকে খুন করা হয়েছে। নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এই ঘটনার জেরে এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ একজনকে গ্রেফতার ও একজনকে আটক করেছে। ঘটনাটি আদৌ খুন নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির, তা তদন্ত করে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ।

ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ, বাঁকুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফার সিদ্ধান্ত দিলীপ আগরওয়াল-এর

বাঁকুড়া, ২৮ জুন (হি.স.): বাঁকুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান-এর পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন দিলীপ আগরওয়াল। বাম আমলে লড়াকু ছাত্র নেতা হিসাবে পরিচিত দিলীপ আগরওয়াল কংগ্রেস থেকে তৃণমূলে যোগ দেন। পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে বাম কাউন্সিলর বিশ্বজিত কুন্ডুকে হারিয়ে তিনি নজীর সৃষ্টি করেন। বামেদের হাত থেকে পুরসভা দখল করার পর তিনি ভাইস চেয়ারম্যান মনোনীত হন। সম্প্রতি চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্তর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য শুরু হয়। অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পুরসভায় তাকে গুরুত্বহীন করে রাখা হয়েছে। এমনকি কাউন্সিলরদের তাঁর সঙ্গে সাথে যোগাযোগ বা তার চেম্বারে যাতায়াতে মানা বলে অভিযোগ। দিলীপবাবু বিষয়টি জেলা ও রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েও কোনও ফল পাননি।

আর তাই ক্ষোভেই বাঁকুড়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান-এর পদ থেকে ইস্তফা দিতে চলেছেন দিলীপ আগরওয়াল। পদত্যাগের বিষয়ে শুক্রবার সকালে দিলীপবাবু জানান, ”সে রকমই মনস্থির করেছি। দলের একজন কর্মী হিসেবে কাজ করে যাব। দল থেকে নয় পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান-এর পদ থেকে পদত্যাগ করব।”

কাশ্মীরে সন্ত্রাস-মুক্ত অভিযান অব্যাহত বদগামে এনকাউন্টারে খতম একজন সন্ত্রাসবাদী, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ

শ্রীনগর, ২৮ জুন (হি.স.): ‘সন্ত্রাস-মুক্ত’ কাশ্মীর গড়তে বদ্ধপরিকর নরেন্দ্র মোদী সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দু”দিনের জম্মু ও কাশ্মীর সফরেও ভূস্বর্গের নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসবাদ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সন্ত্রাস-দমন অভিযানে লাগাতার সাফল্যও পাচ্ছে সুরক্ষা বাহিনী। এবার জম্মু ও কাশ্মীরের বদগাম জেলার ক্রালপোরা এলাকায় নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম হয়েছে একজন সন্ত্রাসবাদী। গুলির লড়াই শেষে এনকাউন্টারস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের উর্ধতন এক কর্তা জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় বদগাম জেলার ক্রালপোরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে বেশ কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোর থেকেই ক্রালপোরা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ সন্ত্রাসবাদীদের গুলির জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে নিরাপত্তা বাহিনী। সন্ত্রাসবাদী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর মধ্যে গুলির লড়াই শেষে শুক্রবার সকালে এনকাউন্টারস্থল থেকে একজন সন্ত্রাসবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। আপাতত গুলির লড়াই থেমেছে, ওই এলাকা ও সংলগ্ন এলাকায় চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে নিরাপত্তা বাহিনী।

আগ্রা-লখনৌ হাইওয়েতে প্রাইভেট বাস ও ট্রাকের সংঘর্ষ শিশু-সহ মৃত্যু পাঁচজনের

ফতেহাবাদ, ২৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের ফতেহবাদের কাছে আগ্রা-লখনউ হাইওয়ের উপর রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই একটি বাসঊ শুক্রবার সকালের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একটি শিশু-সহ পাঁচজনঊ এছাড়াও কমপক্ষে ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেনঊ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে ফতেহাবাদের কাছে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে একটি বাসঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাসটির সামনের অংশ সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়।

সাত সকালে বিকট শব্দ শুনে দুর্ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারাঊ প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধারকাজে হাত লাগান, পরে দুর্ঘটনাস্থলে আসে নিকটবর্তী থানার পুলিশঊ সংজ্ঞাহীন ও গুরুতর আহত অবস্থায় কমপক্ষে ১৫ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তি করা হলে একটি শিশু-সহ পাঁচজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিতকরাঊ বাকি ১০ জন হাসপাতালে চিকিতাধীন। কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাসটি, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

৬ দেশকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৮।। মালি, নামিবিয়া, সাইপ্রাস, বেলারুশ, পর্তুগাল ও আইসল্যান্ডকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানানো হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আবদুল মোমেন উল্লেখিত দেশগুলোর দূতদের এ আহ্বান জানিয়ে বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। বাংলাদেশে বিশেষ করে কৃষি ভিত্তিক খাতগুলো বিনিয়োগের জন্য সম্ভাবনাময় উল্লেখ করে ড় মোমেন বলেন, বাংলাদেশে খাদ্য শস্য উৎপাদন করে এখন উদ্বৃত্ত থাকছে। শুক্রবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের কাছে পরিচয় পেশ করার পর ওই ছয় দেশের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সংসদের দপ্তরে ড় মোমেনের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় মোমেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও সুদৃঢ় নেতৃত্বে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন অর্জনসমূহ রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারগণকে সংক্ষিপ্তভাবে ব্রিফ করেন। তিনি দূতদের জানান, বাংলাদেশ আগে অর্থনৈতিকভাবে সবচেয়ে দুর্বল অর্থনীতির একটি ছিল, কিন্তু এখন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রশংসাযোগ্য। এছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সূচকে বাংলাদেশের নানা অর্জনের ওপর আলোকপাত করে ড় মোমেন দারিদ্র্য দূরিকরণে সরকারের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

শাসক দলের গোষ্ঠী কোন্দলে ফের হিংসা বাসন্তীতেঃ গভীররাতে বোমাবাজি, ব্যাপক উত্তেজনা

বাসন্তী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৮ জুন (হি.স.): তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে ফের উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে। বৃহস্পতিবার রাতে বসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। মান্নান পিয়াদা নামে একজন যুব তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। আহত মান্নান পিয়াদাকে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় চিকিৎসার জন্য। অন্যদিকে, এই ঘটনার পর বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবাড়িয়া গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেসের একটি দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে যুব তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ মোতায়েন রয়েছে।

অভিযোগ, দু”দিন আগে স্থানীয় যুব তৃণমূল ছয়ের পাতায়

রোহিনীতে গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মী ও তাঁর ছেলে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন (হি. স.) : ভারতীয় জনতা পাটির (বিজেপি) ”মহিলা মোর্চা”-র কর্মী ও তাঁর ছেলেকে গুলি করার অভিযোগ উঠল তাঁদেরই এক আত্মীয়ের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে রাজধানী দিল্লির রোহিনীতে কাঞ্জাওয়ালা এলাকায়। এ ব্যাপারে পুলিশ সূত্রের খবর, বিজেপির ”মহিলা মোর্চা”-র কর্মী রাজ রানী (৬০) এবং তাঁর পুত্র নেত্রপালকে (৩৫) গুলি করার অভিযোগ উঠেছে নেত্রপালের এক তুতো ভাইয়ের বিরুদ্ধে। গুরুতর আহত অবস্থায় নয়াদিল্লির সরোজ হাসপাতালে রাজ রানী ও নেত্রপালের, তবে ছেলের অবস্থা সঙ্কটজনক বলে হাসপাতাল থেকে জানা গিয়েছে।

এদিন সকালে রোহিনীর কাঞ্জাওয়ালা এলাকায় নিজেদের বাড়ির কাছে হঠাৎই রাজ রানী (৬০) এবং তাঁর পুত্র নেত্রপাল (৩৫)-কে লক্ষ্য করে গুলি চলে। রাজ রানীদেবীর পায়ে এবং নেত্রপালের তলপেটে ও হাতে গুলি লাগে। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পুলিশ। তাঁদের এক আত্মীয় এই গুলি চালায় বলে আহতদের পরিবারের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (রোহিনী) এস ডি মিশ্রা জানান, ‘নেত্রপাল (৩৫) ও তাঁর আত্মীয় হরিয়ানা নিবাসী ওই তুতো ভাইয়ের মধ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই সম্পত্তি নিয়ে কিছু পারিবারিক অশান্তি চলছিল। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সম্ভবত সেই বিবাদের জেরেই নেত্রপাল ও তাঁর মা-কে গুলি করে আক্রমণ করে তাঁদের আত্মীয়।’ ঘটনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় মা ও ছেলেকে উদ্ধার করে সরোজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। বর্তমানে মা রাজ রানীদেবীর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হলেও তাঁর পুত্র নেত্রপালের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ইতিমধ্যে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে এবং তাকে গ্রেফতারের জন্য হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

শাসকদলের গোষ্ঠী কোন্দলে ফের হিংসা বাসন্তীতে গভীররাতে বোমাবাজি ব্যাপক উত্তেজনা

বাসন্তী (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৮ জুন (হি.স.): তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাদের জেরে ফের উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তীতে। বৃহস্পতিবার রাতে বসন্তীর কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি হয়। উত্তেজনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ কাঁঠালবেড়িয়া এলাকায় পৌঁছলে বোমাবাজি বন্ধ হয়ে যায়। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেটিং বসানো হয়েছে। অভিযোগ, দু”দিন আগে স্থানীয় যুব তৃণমূল কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূল কর্মীরা। টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। সাময়িকভাবে সেই সমস্যা মিটে গেলেও বৃহস্পতিবার রাতে আবার তৃণমূল কর্মীরা এলাকার কয়েকজন যুব তৃণমূল কর্মীদের উপর চড়াও হয়। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়েই বাসন্তী থানার পুলিশ সেখানে গেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা।

জাপান-আমেরিকা-ভারত মানেই ‘জয়’, ওসাকায় ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে বার্তা মোদীর

ওসাকা, ২৮ জুন (হি.স.): জাপানের ওসাকায় শুক্রবার থেকে শুরু হল জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈঠক। জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈঠকের ফাঁকে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক হল ভারত, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে। এছাড়াও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকও করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারত, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক চলাকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে-কে নির্বাচনে জয়লাভের জন্য অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ”বিরাট জয়ের জন্য অভিনন্দন মিস্টার মোদী। বিরাট জয়ের জন্য অভিনন্দন মিস্টার শিনজো। আপনারা নিজ নিজ দেশে দারুন কাজ করছেন।” ত্রিপক্ষীয় বৈঠকে নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ”’’জাপান, আমেরিকা ও ভারত, মানেই ‘জয়’। ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের পর ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন মোদী। ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে মোদী বলেছেন, ”এই বৈঠকে আমার চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই-ইরান, ৫জি, আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্ক।” এরপর মার্কিন প্রেসিডেন্টবডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ”আমরা দু”জনেই খুব ভালো বন্ধু...মিলিটারি-সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে।”

জাপান-ভারত-আমেরিকার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক প্রসঙ্গে বিদেশ সচিব বিজয় কেশব গোখলে জানিয়েছেন, ”মূলত আলোচনা হয়েছে ইন্দো-প্যাসিফিক বিষয় নিয়ে। যোগাযোগ, পরিকাঠামো, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা হয়েছে।...এস-৪০০ ইস্যু নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। ইরান প্রসঙ্গে প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির হয়েছে, কীভাবে সেখানে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।”

জাপান-ভারত-আমেরিকার মধ্যে ত্রিপক্ষীয় বৈঠক ছাড়াও, জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রনেতারা ইনফর্মাল বৈঠকে বসেন। ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত রাষ্ট্রনেতাদের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ”সন্ত্রাসবাদই হল সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। সন্ত্রাসবাদ নিরপরাধ মানুষের জীবন নেওয়ার পাশাপাশি, নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যে। তাই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনকারী সমস্ত মাধ্যমকে বন্ধ করতে হবে আমাদের।’

মহারাষ্ট্রে শক্তি বাড়াল মৌসুমী বায়ু ঃ ধারাভিতে বৃষ্টিতে ডুবল রাস্তা

মুম্বই, ২৮ জুন (হি.স.): ধীরে ধীরে জোরদার হচ্ছে মৌসুমী বায়ু। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মহারাষ্ট্রে বর্ষার আগমন ঘটেছে। শুক্রবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টিতে ভিজল পালঘর, মুম্বই, ধারাভি সহ রাজ্যের অধিকাংশ এলাকাই। একটানা তাপপ্রবাহের পর অবশেষে গত মঙ্গলবার সন্ধের পর থেকে রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শক্তিশালী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শুক্রবার সারাদিন ধরেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের গ্রেটার মুম্বই, থানে, পালঘর ও আশেপাশের জেলাগুলিতে। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের ধারাভি অঞ্চলে একাধিক রাস্তায় জল জমতেও দেখা গিয়েছে।

রাজ্যজুড়েই এদিন সকাল থেকে বৃষ্টি এবং আকাশ মেঘলা থাকার কারণে, দৃশ্যমানতা হ্রাস পাওয়ায় বিভিন্ন জায়গায় ট্রেন ও বিমান চলাচল কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। মুম্বই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (এমআইএএল)-এর মুখপাত্র জানিয়েছেন, সকাল ৯টা নাগাদ দৃশ্যমানতা ১৫০০ মিটার থাকার ফলে বেশ কয়েকটি বিমান দেরিতে ছেড়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সূত্রের খবর, মুম্বই ছাড়াও এদিন ভোর থেকেই বৃষ্টি হয়েছে আন্ধেরি এবং সান্তাক্রুজেও। আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত গোয়া, কোঙ্কন এবং মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। কাজেই একটানা গরমে নাজেহাল অবস্থা থেকে অনেকটাই স্বস্তি মিলেছে শহরবাসীর। বৃষ্টির ফলে এদিন মুম্বইয়ের তাপমাত্রা কমে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়ায়। ধারাভি সহ একাধিক জায়গায় জল জমে যাওয়ায় সড়কপথে যানচলাচলও ব্যাহত হয়েছে। মুম্বইয়ের ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে ভারী বৃষ্টির ফলে ট্রাফিক খুব ধীরে হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছে এরাজ্য। মারাঠওয়াড়া এবং বিদারভায় আগামী চার দিনে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও এই অঞ্চলের কৃষি এবং পানীয় জলের চাহিদা পূরণের জন্য ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির অপেক্ষা করতে হবে।

মানবতার বিরুদ্ধে বৃহত্তম হুমকি সন্ত্রাসবাদ, ব্রিকস নেতাদের বৈঠকে সরব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

ওকাসা (জাপান), ২৮ জুন (হি.স.): মানবতার বৃহত্তম ঝুঁকি অথবা হুমকি হল সন্ত্রাসবাদঊ ব্রিকস (ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকা) রাষ্ট্রভুক্ত নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ-দমনের পক্ষে সওয়াল করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ জাপানের ওসাকায় জি-২০ সম্মেলনের ফাঁকে, শুক্রবার ইনফর্মাল বৈঠকে বসেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জেয়ার বোলসোনারো, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, চিনের প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাঊ বৈঠকের শুরুতেই ব্রাজিলের নয়া প্রেসিডেন্ট জেয়ার বোলসোনারোকে ব্রিকস পরিবারে স্বাগত জানান নরেন্দ্র মোদীঊ দক্ষিণ আফ্রিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসাকেও অভিনন্দন জানান মোদী। সেই বৈঠকে সন্ত্রাসবাদ-দমনের পক্ষে সওয়াল করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, ‘মানবতার সবচেয়ে বড় হুমকি হল সন্ত্রাসবাদ, যা উদ্বেগের বিষয়ঊ সন্ত্রাসবাদ নিরপরাধ মানুষের জীবন নেওয়ার পাশাপাশি, নেতিবাচকভাবে প্রভাব ফেলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্যেঊ তাই সন্ত্রাসবাদকে সমর্থনকারী সমস্ত মাধ্যমকে বন্ধ করতে হবে আমাদেরঊ’ এছাড়াও সার্বিক ও চলমান উন্নতির উপর জোর দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ ব্রিকস নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে ‘তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জ’ তুলে ধরেছেন নরেন্দ্র মোদীঊ ব্রিকস পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করার পর উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজেই টুইটারে লিখেছেন, ‘ব্রিকস পরিবার ফের একসঙ্গেঊ ব্রিকস নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে উচ্ছ্বসিত।’ ব্রিকস রাষ্ট্রভুক্ত নেতাদের ইনফর্মাল বৈঠক প্রসঙ্গে যৌথ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ‘আমরা স্বচ্ছ, অ-বৈষম্যমূলক, উন্মুক্ত ও মুক্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধঊ’ বিদেশ সচিব বিজয় গোখেল জানিয়েছেন, ‘সমস্ত ব্রিকস নেতারাই সন্ত্রাসবাদের তীব্র নিন্দা করেছেন।

এবার কাটমানি ফেরতের দাবিতে মন্ত্রীর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ বিজেপির

হুগলি, ২৭ জুন (হি. স.) : কাটমানি টাকা ফেরত দিতে হবে, ছোট ছোট চুনো পুঁটি থেকে এই টাকা হেড অফিসে আসে , তাই কাটমানির টাকা ফেরত চাই।এই স্লোগান নিয়ে এবার হুগলীর চুঁচুড়ায় রাজ্যের মন্ত্রী তপন দাশগুপ্তর বাড়ির সামনে রাস্তায় বসে বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার সকাল থেকেই হুগলি জেলা জুরে শুরু হয়েছে চাপানোত্তর।

বিক্ষোভ কারীদের দাবি জেলায় যত টোটো, অটো থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন কারখানা থেকে কাটমানির টাকা ছোট ছোট নেতাদের হাত হয়ে মন্ত্রী মশাইএর কাছে আসে। তিনিই হচ্ছেন কাটমানি নেওয়ার মূল অভিযুক্ত তাই তার কাছে থেকে জনগন কাটমানির টাকা ফেরত চাইছে।যত দিন না তিনি এই টাকা ফেরত দেন আমরা এই ভাবেই বিক্ষোভ দেখাবো। যদিও এই ব্যাপারে মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সিটি ক্যাবল অপারেটর শুক্রবার সদর মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে উপমুখ্যমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রীর দ্বারস্থ হন। ছবি-নিজস্ব।

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদী হামলাঃ দু’জন সিআরপিএফ জওয়ান-সহ মৃত্যু ৩ জনের

রায়পুর, ২৮ জুন (হি.স.): ফের মাওবাদী হামলা ছত্তিশগড়েঊ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারালেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর দু’জন জওয়ানঊ এছাড়াও একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছেঊ গুরুতর জখম হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান-সহ আরও দু’জনঊ বিজাপুরের কেশকুতুল এলাকার ঘটনাঊ শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী, এখনও গুলির লড়াই চলছে মাওবাদী ও সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে।

বস্তার রেঞ্জ-এর আইজি বিবেকানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে বিজাপুর জেলার ভৈরামগড় থানা এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন সিআরপিএফ-এর ১৯৯ ব্যাটেলিয়ন এবং স্থানীয় পুলিশ কর্মীরাঊ কেশকুতুল এলাকায় টহল দেওয়ার সময় সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের ঘিরে ফেলে সশস্ত্র মাওবাদীরাঊ এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন সিআরপিএফ-এর একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং হেড কনস্টেবলঊ এছাড়াও একজন সাব-ইন্সপেক্টর গুরুতর জখম হয়েছেনঊ গুলির লড়াই চলাকালীন মাওবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একটি মেয়েরঊ গুরুতর জখম হয়েছে আরও একটি মেয়েঊ অন্যদিকে, শুক্রবার সকালেই ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শেষে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনীঊ উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচটি বন্দুক, গোলাবারুদ ও মাওবাদীদের প্রচুর সামগ্রী।

এখন ভীষণ ব্যস্ত তবে খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে তেজস্বী, আশ্বাস রাবড়ি দেবীর

পাটনা, ২৮ জুন (হি.স.): লোকসভা ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই নিখোঁজ আরজেডি নেতা তথা বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবঊ বহু দিন হয়ে গেল তেজস্বীর দেখা পাওয়া যাচ্ছে নাঊ তেজস্বীকে খুঁজে বেরাচ্ছেন আরজেডি নেতারাঊ সর্বশেষ তিনি টুইট করেছিলেন গত ১০ জুনঊ এই পরিস্থিতে শুক্রবার তেজস্বীর মা তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবীকে প্রশ্ন করা হয়, ‘তেজস্বী এখন কোথায়?’ উত্তরে তেজস্বীর মা জানিয়েছেন, ‘তেজস্বী খুব শীঘ্রই ফিরে আসবে, বেশ কিছু কাজের জন্য সে এখন ভীষণ ব্যস্তঊ তেজস্বী এক জায়গায় বসে নেই।

গোটা লোকসভা নির্বাচনে দলকে একাই নেতৃত্ব দিয়েছিলেন লালু-পুত্র তেজস্বী যাদবঊ নির্বাচনে তাঁর দল একটিও আসনে জয়লাভ করেনিঊ দলের ভরাডুবি নিয়ে গত ২৮ মে প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন তেজস্বীঊ ওই বৈঠকের পর একটি কমিটিও তৈরি করে দেন তিনিঊ তারপর থেকেই ‘নিখোঁজ’ তেজস্বী যাদবঊ এমনকি বাবা লালু প্রসাদ যাদবের জন্মদিনের দলীয় অনুষ্ঠানেও গরহাজির ছিলেন তেজস্বীঊ প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কী নেতৃত্বের উপর ক্ষুব্ধ হয়েই ‘নিখোঁজ’ হয়ে গেলেন তেজস্বী।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

অভিনয় থেকে ফের বিরতি নিলেন ইরফান খান

নিজস্ব প্রতিবেদন: অনেকদিন ধরেই তাঁর অসুস্থতার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। শোনা গিয়েছিল নিউরো এন্ডোক্রাইন টিউমার হয়েছে তাঁর। খবর অনুযায়ী, লন্ডনে চিকিতা করিয়ে এই বছরের শুরুতেই দেশে ফিরেছেন অভিনেতা ইরফান খান। ইতিমধ্যেই শুরু করে দিয়েছেন পরবর্তী ছবি "আংরেজি মিডিয়াম"-এর শুটিংও। ছবির প্রথম অংশের শুটিং হয়েছে

রাজস্থানে। জয়পুরে শুটিং শেষ হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই।এরপরের গন্তব্য লন্ডন ।সূত্রের খবর অনুযায়ী, লন্ডনে শুটিং শুরুর আগে কিছুদিনের জন্য কাজ থেকে বিরতি নিয়েছেন ইরফান। স্ত্রী সুতপা শিকদারের সঙ্গে সময় কাটাবেন তিনি। চলতি বছরের শুরুতে চিকিৎসার পর যখন ইরফান দেশে ফেরেন, তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিল অনুরাগীরা। এরপর তাঁর অভিনয়ের জগতে ফেরার খবরে খুশি সিনেমাপ্রেমীরা ।লন্ডনে শুটিং শুরু হলেই "আংরেজি মিডিয়াম" টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন করিনা কাপুর খান। ছবিতে তিনি অভিনয় করছেন একজন পুলিস আধিকারিকের চরিত্রে। এই প্রথম বার কোনও ছবিতে ইরফান এবং করিনাকে একসঙ্গে দেখা যাবে। শোনা যাচ্ছে এই ছবিতে করিনা কেমিও চরিত্রে থাকলেও শুধু ইরফান খানের জন্যই তিনি কাজ করতে উৎসাহী। ছবির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন হোমি আদাজানিয়া। প্রযোজনা করছেন দিনেশ বিজন তাঁর ম্যাডক ফিল্মসের ব্যানারে। ছবিতে ইরফানের মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন রাধিকা মদন। আগামী বছর ২৪ এপ্রিল মুক্তি পাবে "আংরেজি মিডিয়াম"।

ভক্তের আকস্মিক মৃত্যু শোকজ্ঞাপন রণবীরের

নিজস্ব সংবাদদাতা: কিছু অনুরাগীদের কাছে তাঁদের প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রী ভগবানের মতো। কিছু ভক্ত আছেন তাঁরাও তাঁদের প্রিয় অভিনেতা বা অভিনেত্রীদের সঙ্গে নিয়মিত দেখা করতে পারার সুবাদে তারকাদের কাছে পরিচিত হয়ে যান। রণবীর সিং-এর এমনই এক ভক্তের অকালপ্রয়াণের খবর সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন চিত্রগ্রাহক ভাইরাল ভয়ানি। সেই ভক্তের নাম যতীন দুলেরা। রণবীরের সঙ্গে যতীনের একটি ছবি শেয়ার করে তিনি লেখেন, 'খুব তাড়াতাড়ি চলে গেলে ভাই। রণবীর সিং-এর একজন একনিষ্ঠ ভক্ত যতীন দুলেরার আজ অকালপ্রয়াণ হল। ও অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল আর তখনই তার শ্বাসরোধ হয়ে মৃত্যু ঘটে। যতীনের কোনও খারাপ অভ্যাস ছিল না। ছোট বয়সে সে তার বাবাকে হারায় এবং তাঁর আরও দুজন ছোট ভাইবোন রয়েছে।বান্দ্রাতে তার অফিস ছিল যেখানে ফারহান আখতারেরও অফিস রয়েছে। ও অনেকবার আমাকে অভিনেতাদের ছবি বা ভিডিও দিয়ে সাহায্যও করেছে। শিবাজি পার্কে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল। এভাবেই হাসতে থেকো যতীন, আমরা তোমাকে

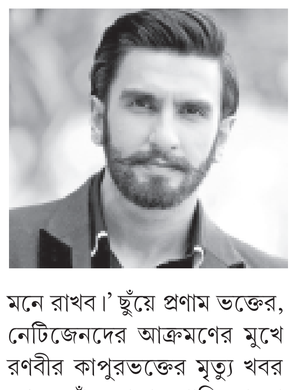

মনে রাখব।' ছুঁয়ে প্রণাম ভক্তের, নেটিজেনদের আক্রমণের মুখে রণবীর কাপুরভক্তের মৃত্যু খবর পেয়ে তাঁর আত্মার শান্তি কামনা করেছেন রণবীর সিং নিজেও। তাঁর স্মরনে ছবি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় রণবীর লেখেন, 'শান্তিতে থেকো' সঙ্গত, রণবীর এই মুহূর্তে তাঁর আগামী ছবি কবীর খান পরিচালিত "৮৩"-শ্যুটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। তারই ফাঁকে এই দুঃসংবাদ শুনে প্রিয় ভক্তকে স্মরণ করতে ভোলেননি অভিনেতা।

অমিতাভের নাতনির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে মুখ খুললেন জাভেদ জাফরি পুত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: অমিতাভ বচ্চনের নাতনি নভ্যা নাভেলি নন্দার সঙ্গে নাকি তিনি প্রেম করছেন! এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল অনেকদিন ধরেই। তবে এবার সেই জল্পনা গুজব বলে উড়িয়ে দিলেন জাভেদ জাফরির পুত্র মিজান।খ্যাতনামা ডান্সার জাভেদ জাফরি পুত্র মিজান জানান,"'' আমরা দুজনেই (মিজান ও নভ্যা) গ্রুপের বন্ধু ও আমার বোনের প্রিয় বান্ধবী। আমরা শুধুই ভালো বন্ধু আমাদের মধ্যে অন্য কোনও সম্পর্ক নেই।। "'' প্রসঙ্গত, এর আগে শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের সঙ্গেও নভ্যা নভেলি নন্দার সম্পর্কে জড়ানোর কথা শোনা গিয়েছিল। পরে যদিও সেটা গুজব বলেই উড়িয়ে দেয় বচ্চন পরিবার।সঞ্জয়লীলা বনশালির হাত ধরে বলিউডে অভিষেক হতে চলেছে মিজানের। বনশালির প্রযোজনা সংস্থার আগামী ছবি "মালাল" এ দেখা যাবে মিজানকে। তাঁর বিপরীতে রয়েছেন নবাগতা শরমিন সেহগল। ছবিটি পরিচালনা করছেন মঙ্গেশ হাদাওয়ালে। পরিচালক হিসাবে এটিই তার ডেবিউ ছবি।সম্প্রতি একটি সাক্ষাতারে মিজান জানান, "বাজিরাও মস্তানি"-র সময় তিনি রণবীর সিং-এর পোশাক গুলি পড়ে দেখছিলেন। তখনই তিনি সঞ্জয় লীলা বনশালীর নজরে আসেন। তিনি আরও জানান, মালাল"-এ আমি মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছি। চরিত্রের নাম শিবা। মঙ্গেশ স্যার এবং সঞ্জয় স্যার চেয়েছিলেন আমি যেন শিবার চরিত্রটা নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলি। শিবা মিজানের চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। সে একজন মারাঠি ছেলে। তাই আমাকে তার সংস্কৃতি এবং ভাষা শিখতে হয়েছে। তবে মঙ্গেশ স্যার নিজে একজন মারাঠি তাই ওনার থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছি।

মহাকাশে কোন দেশের কত স্যাটেলাইট আছে?

মহাকাশে আমেরিকার স্যাটেলাইট আছে ১৬১৬ টি। ভারতের স্যাটেলাইট ৮৮ টি। পাকিস্তনের স্যাটেলাইট আছে ৩ টি। মহাকাশে কেনিয়ার মতো দেশের স্যাটেলাইট আছে ১ টা।

ফুটবলের দেশ আর্জেন্টিনার স্যাটেলাইট আছে ১৮ টি। ব্রাজিলের আছে ১৭ টি। সাউথ কোরিয়া আছে ২৭ টি। স্পেনের আছে ২৪ টি। থাইল্যান্ডের আছে ৯ টি। জাপানের প্রায় ১৭২ টি।

মহাকাশে রুশ স্যাটেলাইট কয়টা আছে সেটা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ধরে নেয়া যায় এই সংখ্যা ১৪২ এর আশেপাশে হবে। ২০১৬ সালে

রাশিয়া মহাকাশেআরও ৭৩ টি মাইক্রোস্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে।

উইকিপিডিয়া ঘাটলেই দেখবেন ব্যালাস্টিক সাবমেরিন আছে এরকম ৬ টি এলিট দেশের তালিকায় ভারতের নাম আছে। জাপান শান্তিপ্রিয় দেশ হয়েছেদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সেই জাপান ১৬ টি সাবমেরিন তৈরি করেছ। ইন্ডিয়ার আছে ১৬ টিআর ইরানের আছে ৩১ টি করে সাবমেরিন। রাশিয়া নিজের সাবমেরিন নিজেই বানায়। এখন পর্যন্ত আছে ৬৩ টি। চীনের আছে ৬৯ টি। অবরোধের মধ্যে থেকে উত্তর কোরিয়া ১৫ টি পরমাণু বোমা আর ৭৮ টি সাবমেরিনের অধিকারী। পরমাণু অস্ত্রের তালিকা করলে দেখা যায় সব থেকে বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে সুপার পাওয়ার রাশিয়ার। প্রায় ৭ হাজারের উপর। এরপর লিস্টে আসে আমেরিকা। ৬৬৫০ টি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী আমেরিকা।

ভারতএবং পাকিস্তনের পরমাণু অস্ত্র যথাক্রমে ১৩০ এবং ১৪০ টি করে। ইসরাইলের আছে ৮০ টি। আর ফ্রান্সের হাতে ৩০০ টি করে আছে। চীন এবং উত্তর কোরিয়ার আছে যথাক্রমে ২৭০ টি এবং ১৫ টি করে নিউক্লিয়ার উইপন্স।

স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসে একটা দেশ পড়ে আছে ফুটবল আর ক্রিকেটের উন্মাদনা নিয়ে। ক্রিকেটে আমাদের অবস্থান ভালো হইলেও ফুবলে আমাদের র‍্যাঙ্কিং হইলো ১৯৭।

৪৭ বছর বয়সী দেশটার একটা ক্যাম্পাসও সারাবিশ্বে ১০০ সিরিয়ালে ঢুকতেপারে নাই।

লাল বাস আছে, শাটল আছে, প্যারিস রোড আছে, সংস্কৃতির রাজধানী আছে। সবই আছে। শুধু নাই সাইন্টিফিক মেধা। যে মেধা দিয়ে একটা দেশ এগিয়ে যেতে পারে।

ভারতে মাহিন্দ্রা, মারুতি সুজুকির মতো ব্র্যান্ড তৈরি হইলেও আমাদের দেশে এক প্রগতি ছাড়া আমি কোন ব্র্যান্ড পাইনি।

সেই প্রগতি আবার গাড়ি বানায় না। তারা গাড়ির পার্টস জোড়া লাগায়। অথচ দেশে আছে বুয়েট, রুয়েট, চুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠান। ঢাবির মতো প্রতিষ্ঠান আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত নয়। তারা বিখ্যাত আন্দোলনের জন্য। যে কোন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঢাবির ছেলেরাগিয়ে রাস্তা ব্লক করে। সেটা নিউজ হবে। জাস্ট এইটুকু।

অথচ সুযোগ দিলে এই ঢাবি বিশ্বের ১০০ ক্যাম্পাসের মধ্যে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আমাদের ছেলেরা বুলেট ট্রেনের নকশা করে কিনা জানি না। তবে জাপানের বুলেট ট্রেন নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল জাপানীরা যাতায়াত ব্যবস্থাকে এতটা সংক্ষিপ্ত করে এনেছে যে জাপানের যে কোন জায়গায় থেকে টোকিওতে যেতে মাত্র ১ ঘন্টা সময় লাগে। সবইসুপার ফাস্ট বুলেট ট্রেনের বদৌলতে।

আমরা ক্রিকেট খেলি, বিশ্বকাপের পতাকা বানাই, ইউটিউবার বানাই। র‍্যাংকিং নিয়ে ফাইট করি। দেশটাকে সুযোগ দেন। দেশটা এগিয়ে যাক।যেন ২০ বছর পরে আমরা বলতে পারি, আমাদের আছে বঙ্গবন্ধু সিরিজের ৪ টি মিলিটারি স্যাটেলাইট। আছে ১০ টি সাবমেরিন। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই।

আমার ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে, বললেন আয়ুষ্মান খুরানা

আমার প্রত্যেকটা ছবিতে একটা বার্তা থাকে আর বার্তা ছাড়া কি তা কখনও সমাজে পৌঁছানো যায়? আমার প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু তথ্যচিত্র হতে পারে এমনটাই বললেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি ছবিতেই কোনও না কোনও বার্তা থাকে আর সেই বার্তা সমাজে এক আলাদা মাত্রা ফেলে দেয়। "ভিকি ডোনর" দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছেন তিনি। এরপর "শুভ মঙ্গল সাবধান", "বরেলি কি বরফি", "বাধাই হো"-র মতো জনপ্রিয় ছবিতে কাজ করেছেন।এই প্রত্যেকটি ছবিতে অভিনেতা সমাজে বার্তা দিয়েছেন।সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে আয়ুষ্মান বলেন, তাঁর প্রত্যেকটি ছবি তথ্যচিত্র হতে পারে। "আর্টিকেল ১৫" তথ্যচিত্র হতে পারে? এই প্রশ্ন করা হলে অভিনেতা জানান, কেন নয়? যদি কোনও ছবি সমাজে বার্তা না ফেলতে পারে তাহলে কি তার কোনও মানে আছে? আমার মনে হয়, আমি যতগুলো ছবিতে কাজ করেছি সেই

সব ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে।তিনি আরও বলেন, ছবিতে এন্টারটেনমেন্ট থাকা দরকার। তবে তো সবাই ছুটে আসবে দেখার জন্যে। নতুবা কোনও কিছুই হবে না। যদি সেই সমস্ত ছবি উতসবে মুক্তি পায় তাহলে তা দেখার কোনও মানে হয় না। কারণ মানুষ ছবির বিষয়বস্তু আগে থেকেই জেনে গেছে। সেই বিষয়ে তারা অবগত। কিছুদিন আগেই "আর্টিকেল ১৫"-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। আর সেখানে অভিনেতাকে পুলিশের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। ছবিতে চরিত্রের নাম হচ্ছে অয়ন। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এই সিনেমা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট ।এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না।

সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আারেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

গাভীর দুধের উৎপাদন যেভাবে বাড়াবেন

গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দুধের উৎপাদন যেমন মাখন, আমিষ খনিজ পদার্থ সবই বিভিন্ন জাতের গাভীকে কম বেশি হতে পারে। বংশগত ক্ষমতার কারণ দেশীয় জাতের গাভীতে দুধের মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু এরা দুধ উৎপাদন করে কম। সিন্ধি, শাহিওয়াল, ফ্রিজিয়ান, জার্সি ইত্যাদি জাতের গাভী সিন্ধি, শাহিওয়াল , হরিয়ানা প্রভৃতি গাভী থেকে বেশি দুধ দেয়। খাদ্য গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে খাদ্য না খাওয়ালে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং দুধের গুণগতমানও কমতে বাধ্য। কারণ খাদ্যের বিদ্যমান উপাদানগুলো ভিন্ন অবস্থায় দুধের মাখনের উপস্থিতির পরিমাণ কম বেশি করতে পারে। নিম্নোক্ত ধরনের খাদ্যের জন্য গাভীর দুধের মাখনের হার কম হতে পারে। ১. মাত্রাতিরিক্ত দানাদার খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে ৩. অতিরিক্ত রসালো খাদ্য খাওয়ালে এবং ৪ মিহিভাবে গুঁড়ো করাখড় খাওয়ালে।

গাভীর দুধে মাখনের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যখাওয়াতে হবে।দুধে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ গাভীর খাদ্যের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধে সামান্য মাত্রায় আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

দুধ দোহন বিশেষ করে দোহন কাল, দোহনের সময়, দুধ দোহন প্রক্রিয়া , বিভিন্ন বাঁটের প্রভাব ইত্যাদি গাভীর দুধের পরিমাণ ও মানকে প্রভাবিত করে। গাভীর দুধ দেয়ার পরিমাণ আস্তে আসেঙ্গস্ত ৫০ দিনে বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ওলানে দুধের চাপের ওপর দুধের পরিমাণ ও উপাদান নির্ভর করে। দুগ্ধদানে কালের ৯০ দিন পর থেকে দুধে মাখন ও আমিষের হার আংশিক বাড়ে।একই গাভীকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দোহন করলে দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। তাই সকালের দুধের চেয়ে বিকেলের দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গাভীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২-৩ বার দোহন করা উচিত।এতে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে পারে। প্রসবকালে গাভীর সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী থেকে বেশি দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রসবের দুই মাস আগে গাভীর দুধ দোহন অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। মোট দুধ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ওলানের সামনের অংশের বাঁট এবং ৩০ শতাংশ পেছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। গাভীর ওলানের বাঁট অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ, বাসস্থান, গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমানের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশ দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জন্যআরামদায়ক হওয়া উচিত। দোহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থাৎ দুধ দোহন ত্রুটিপূর্ণও হলে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান কমতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া দুধ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ।শীত মৌসুম দুধাল গাভীর জন্য আরামদায়ক । এ মৌসুমে দুধ উৎপাদনের এবং দুধে মাখনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গরমকাল, বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাভীর দুধের উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। গরমের দিকে গাভীকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় না। গাভীর প্রজননের সময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা প্রসব করলে গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প বিরতিতে বাচ্চা প্রসবের কারণে দুধ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতেপারে। তাই গাভীকে বাচ্চা প্রসবের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পাল দিতে হবে। কোনোক্রমেই ৬০ দিনের আগে প্রজনন করনো উচিত নয়। গাভীর শরীরে ৫০ শতাংশ এবং দুধে প্রায় ৮৭ শতাংশ জল থাকে।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে "আলাদিন" ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন।তারপর একে একে "কিক" ও "রেস থ্রি"। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

ভক্ত রণবীরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন

ভক্তদের সঙ্গে আলাদা এক ধরণের সম্পর্ক থাকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। ভক্তদের কারণেই তারকা থেকে মহাতারকা খ্যাতি পান তারা। অনেকেই এই তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে চান। কেউবা চান একটু ছুঁয়ে দেখতে। তেমনি এক ভক্ত প্রণাম করেছিলেন বলিউডের হার্ট থ্রব রণবীর কাপুরকে। আর এতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।"ব্রহ্মাস্ত্র" ছবির শুটিংয়ের জন্য বারাণসীতে অবস্থান করছেন রণবীর। সেখানেই এক ভক্ত তাকে দেখতে এসেছিলেন। রণবীরও সেই ভক্তের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ সময় ওই ভক্ত রণবীরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রণবীরের জন্য শুটিং স্পটে চকলেট ও একটি অ্যালবাম নিয়ে গিয়েছিলেন ওই ভক্ত। এ সময় তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন তিনি। পরে রণবীর তার সামনে বসে উপহারের ওই অ্যালবামটিও খুলে দেখান। পুরো ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নেটিজেনরা ভিডিওর বিষয়টি ভালোভাবে নেননি। বিষয়টি নিয়ে কড়া সমালোচনা করে একজন মন্তব্য করেন, "আমি বুঝিনা কেন অনেকে অভিনেতাদের ভগবানের চোখে দেখেন। তারা আমাদের মতোই সাধারন মানুষ।"আবার একজন লিখেছেন, "একজন ভক্তকে কেন তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে এবং নীচে বসতে হবে। ভক্তরাই সেলেব্রিটিদের তৈরি করে।এই ধরণের ব্যবহার রণবীরের থেকে কাম্য নয়। সে আপনার (রণবীর) ভক্ত। তাকে চাকরের মতো নিচে বসিয়ে রাখলেন কেন?"আরেকজন লিখেছেন, "রণবীর কাপুর! ও আল্লাহ! ভক্তের সঙ্গে এত রেগে কথা বলছেন কেন? আপনি কি দয়া করছে তার ওপর? তাকে সোফায় পর্যন্ত বসতে বললেন না?"তবে অনেকেই আবার রণবীরের সমর্থনে মুখ খুলেছেন। তাদের বক্তব্য, রণবীর এক্কেবারেই তার ভক্তের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি।তিনি খুবই সাধারণভাবেই বিষয়টি নিয়েছেন, তিনি কাউকে ছোট করার জন্য এমন করেননি। যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তিনি রণবীরের একজন বড় অনুরাগী। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল হওয়ার পর তিনি অভিনেতার স্বপক্ষে সাফাই দিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। তিনি বলেন, "রণবীর খুব ভাল মানুষ। তাকে উপহার দেখানোর জন্য তিনি নীচে বসেন। রণবীর তাকে নিজের একটি টুপিও উপহার দিয়েছেন।"

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখাগেছে। কিন্তু এবার তো বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনফ্রায়েড নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়।

নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

শুক্রবার রামকৃষ্ণ বিদ্যামন্দিরে অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। ছবি-নিজস্ব।

সুতারকান্দির জমি কেলেঙ্কারি ঃ তদন্তে করিমগঞ্জ পুলিশের উচ্চস্তরীয় দল

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : জোরগতিতে তদন্ত চলছে সুতারকান্দিতে সংঘটিত জমি কেলেঙ্কারির। তদন্তে নেমেছেন করিমগঞ্জ পুলিশের সব কজন ঊর্ধতন আধিকারিক। রেভিনিউ সার্কল অফিস, জেলাশাসকের কার্যালয়ে ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় গিয়ে ফাইলপত্র তন্নতন্ন করে তদন্ত করছেন পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। অন্যদিকে জমির নামজারি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকায় শুক্রবার দুদিনের পুলিশি রিমান্ডের সময়সীমা পার হয়েছে তদানীন্তন করিমগঞ্জের এবং বর্তমানে দেড়গাঁওয়ের সার্কল অফিসার হোমেন গোহাঁই বরুয়ার। আজ তাঁকে আদালতে পেশ করে কারাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে প্রয়োজনে আবারও তাঁকে হেফাজতে নেবে পুলিশ।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী সুতারকান্দিতে আন্তর্জাতিক বন্দরের নামে ছয় কোটি টাকার বিশাল অঙ্কের জমি কেলেঙ্কারির তদন্ত জোরদার তদন্ত শুরু হয়েছে। কেলেঙ্কারির মূল তদন্তের দায়িত্বে সদর ডিএসপি সুধন্য শুক্লবৈদ্য। তবে এই তদন্তে এখন ময়দানে নেমেছেন খোদ পুলিশ সুপার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারও। ফলে এই কেলেঙ্কারির জল যে বহুদূর গড়াতে চলছে তা বলাবাহুল্য।

সুতারকান্দিতে কোটি কোটি টাকার জমি কেলেঙ্কারির সূচনা হয়েছে সদর রেভিনিউ সার্কল অফিস থেকে। ফলে তদন্তে নেমে সবার আগে আমিন প্রণীত নাথ ও কানুনগো মিহির মালাকারকে জালে পুরেছে সদর পুলিশ। এমন-কি এদের গ্রেফতারের ঠিক দু-দিনের মাথায় দেড়গাঁও থেকে ডেকে এনে গ্রেফতার করা হয়েছে এই কেলেঙ্কারিতে সহযোগিতাকারী পূর্বতন সার্কল অফিসার হোমেন গোহাঁই বরুয়াকে।

সুতারকান্দির কুখ্যাত অপরাধী আব্দুল আহাদ চৌধুরীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বিশাল অঙ্কের জমি কেলেঙ্কারি করেছেন এরা। আহাদ বর্তমানে জামিনে বহিঃরাজ্যে থাকলেও এই কেলেঙ্কারির অভিযোগে সরকারি আধিকারিক ও কর্মীদের গ্রেফতার করতে শুরু করেছে পুলিশ। এই কেলেঙ্কারির তদন্তে এবার ময়দানে নেমেছেন খোদ পুলিশ অফিসার দেবজ্যোতি দেবরায়। গত বুধবার পুরো দলবল নিয়ে সার্কল অফিসে গিয়ে নিজে ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখেছেন বলেও জানা গেছে। এমন-কি বৃহস্পতিবার জেলাশাসক কার্যালয়ের ভূমি অধিগ্রহণ শাখায় গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফাইলপত্র খতিয়ে দেখেছেন এএসপি ড় দেবজিত নাথ, ডিএসপি সদর সুধন্য শুক্লবৈদ্য, সদর ওসি উৎপল বরা-সহ অন্যরা। টানা জেরা করেছেন বিভাগীয় দফতরের বড়বাবু রজত রায়কে। সকাল এগারোটা থেকে দুপুর তিনটে পর্যন্ত তাঁরা খতিয়ে পইপই করে খতিয়ে দেখেছেন বিতর্কিত জমি সম্পর্কিত ফাইলপত্র।

এদিকে নামজারি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকায় বুধবার থেকে দু-দিনের পুলিশি রিমান্ডে ছিলেন তদানীন্তন সার্কল অফিসার হোমেন গোহাঁই বরুয়া। আজ শুক্রবার তাঁকে আদালতে হাজির করে জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে জমি কেলেঙ্কারি ও নামজারি কেলঙ্কারির নামে পৃথক দুটি মামলায় মোট চারদিন পুলিশি রিমান্ডে থেকেও হোমেন বরুয়ার মুখ খোলা যায়নি। তবে সংশ্লিষ্ট আমিন কোনও কিছু না বলে তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে নিয়েছেন বলে জেরায় স্বীকার করেছেন হোমেন, জানা গেছে সূত্রে।

কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তর্জাতিক প্রকল্পকে ঘিরে সংঘটিত এই কেলেঙ্কারির তদন্ত জোর কদমে চলায় অনেকেরই রাতের ঘুম উবে গেছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন করিমগঞ্জের তদানীন্তন একাধিক পদস্থ আধিকারিকও। তদন্তের খাতিরে তাঁদেরকে একে একে ডেকে আনার সম্ভাবনা রয়েছে। শুধু সরকারি আধিকারিক বা কর্মী নয়, এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে বাইরের আরও দু-একজনেরও জড়িত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তদন্তে এদেরও গ্রেফতার হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি খোদ তদন্তকারী পুলিশ অফিসার সুধন্য শুক্লবৈদ্য। তিনি বলেন, তদন্ত শুরু হয়েছে। এই কেলেঙ্কারিতে কেউই পার পাবেন না।

প্রসঙ্গত, এই জমি কেলেঙ্কারির মাস্টারমাইন্ড কয়লা মাফিয়া আব্দুল আহাদ চৌধুরী। আন্তর্জাতিক বন্দরের নামে কেন্দ্রীয় সরকার ছয় কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কথা ছিল, চলতি মাসে করিমগঞ্জ এসে বন্দরের সূচনা করবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। কিন্তু বন্দর তো দূর, উল্টে বন্দরের নামে জমি কেলেঙ্কারি করে পুরো টাকাই গায়েব করে দেওয়া হয়েছে। অন্যের জমি নিজের নামে দেখিয়ে এই কেলেঙ্কারি করেছে বিতর্কিত আহাদ চৌধুরী। তার প্রলোভনের ফাঁদে পা দিয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন সদর সার্কলের কর্মী ও আধিকারিকরা।

বাংলাদেশের রামপাল প্রকল্প সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক: সুলতানা কামাল

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৮।। বাংলাদেশের রামপালে কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্প সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক উল্লেখ করে তা বাতিলের দাবিতে সরকারকে আহ্বান জানিয়েছেন সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটির সভাপতি সুলতানা কামাল। তিনি বলেন, সংবিধানে বলা হয়েছে যে প্রত্যেকটা সিদ্ধান্ত জনগণের ইচ্ছায় নিতে হবে। কিন্তু রামপাল প্রকল্প অনুমোদনে সরকার জনগণের মতামত নেয়নি। তাই এ প্রকল্প সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ও সুন্দরবনকে ধ্বংস করে দিবে।বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে সুন্দরবন রক্ষায় শুক্রবার সুন্দরবন রক্ষা জাতীয় কমিটি আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) সহ-সভাপতি সুলতানা কামাল বলেন, সুন্দরবন ঘিরে মেগা প্রকল্পগুলোর অনুমোদন সরকারের অদক্ষতার চিহ্ন বহন করে। সুন্দরবনকে জাতীয় সম্পদ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা যদি সন্দরবনকে বাঁচাতে না পারি, তার চেয়ে দুঃখজনক ও অবমাননাকর আর কিছু হতে পারে না।সুলতানা কামাল উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আগামী ৩০ জুন থেকে আজারবাইজানে ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটির ৪৩তম সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় বিশ্ব ঐতিহ্য কেন্দ্রের সুপারিশগুলোর ওপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। সেখানে সুন্দরবন তার বর্তমান ঐতিহ্যের সম্মান হারাতে পারে। সরকারকে রামপাল প্রকল্প বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে সুলতানা কামাল সুন্দরবন ও তার বন্যপ্রাণী রক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান।

বাংলাদেশের আলোচিত রিফাত হত্যা: বিমান, নদী ও স্থলবন্দর গুলোতে পুলিশের রেড এলার্ট

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ২৮।। বাংলাদেশের বরগুনায় আলোচিত রিফাত শরীফের হত্যাকারীরা যেন পালাতে না পারে, এজন্য দেশের সকল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, নদীবন্দর ও স্থলবন্দরগুলোতে রেড এলার্ট জারি করেছে পুলিশ। পুলিশের সহকারী মহাপরিদর্শক (মিডিয়া) সোহেল রানা শুক্রবার জানান, বৃহস্পতিবার সকালে এ রেড এলার্ট জারি হয়েছে। তিনি বলেন, হত্যাকারীদের গ্রেপ্তারে অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই), কাউন্টার টেরোরিজম ও ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইমসহ (সিটিটিসি) পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট কাজ করছে।আশা করছি, তারা (হত্যাকারীরা) খুব দ্রুত ধরা পড়বে,যোগ করেন তিনি। প্রসঙ্গত, গত বুধবার বরগুনা জেলা শহরে স্ত্রীর সামনে রিফাতকে (২২) কুপিয়ে হত্যা করে নয়ন, রিফাত ফরাজী, রিশান ফরাজী ও রাব্বী আকনসহ কয়েকজন দুর্বৃত্ত। পুরো হত্যার ঘটনার ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়।এ হত্যাকাণ্ডের পরের দিন (বৃহস্পতিবার) পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। অপরদিকে, রিফাত হত্যার ঘটনায় জড়িত সন্দেহে রাজধানীর সদরঘাট এলাকা থেকে আরও চারজনকে আটকের কয়েক ঘণ্টা পরই শুক্রবার সকালে ছেড়ে দিয়েছে পুলিশ।পুলিশ জানায়, ভিডিও ফুটেজের সাথে ওই চার যুবকের চেহারার মিল পাওয়া যায়নি এবং প্রাথমিক তদন্তে হত্যাকাণ্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্ততার প্রমাণও পাওয়া যায়নি। এজন্য ভোর ৫টার দিকে তাদের ছেড়ে দেয়া হয়।

জল ও বিদ্যুতের অপব্যবহার রুখতে আর্জি মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : জল ও বিদ্যুতের অপব্যবহার রুখতে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে সবাইকে এবং প্রচারমাধ্যমকে এ ব্যাপারে আবেদন করলেন তিনি। এই সঙ্গে জানান, রাজ্যে সার্বিকভাবে জলের যোগান বাড়াতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়েছে।

বিধানসভা অধিবেশনে আজ সিপিএমের মানস মুখোপাধ্যায় দেশের কিছু স্থানে জলসঙ্কটের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন, এক বছর বাদে ভয়াবহ অবস্থা তৈরি হবে। জল ও জ্বালানির অপচয় বন্ধের জন্য সরকার কী ভাবছে? বিধায়ক সমর হাজরাও জল ও জ্বালানি, মজে যাওয়া নদী ও জলাশয় সংস্কার নিয়ে প্রশ্ন করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "চেন্নাইতে গভীর জলাভাব দেখা দিয়েছে। অনেক রেস্তোরাঁ, স্কুল-কলেজ বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে আমাদের সতর্ক হতে হবে। ভূগর্ভের জলস্তর নেমে যাচ্ছে। এটা নিয়ে আমরা সমীক্ষা করেছি। ওপরের জল তাই ধরতে হবে। ২ লক্ষ ৭৮ হাজার পুকুর কাটিয়েছি। জলের সব রকম যোগান নিয়ে একটা কোর কমিটি করা হয়েছে। আমি বিধায়কদের মাধ্যমে আবেদন করব, চাষিরা জল যদি একটু কম ব্যবহার করতে পারেন, ভাল হয়। পরিবর্ত ব্যবস্থার কথা ভাবতে হবে। কেউ যেন অপচয় না করি।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাস্তা দিয়ে যাতায়ত করতে গিয়ে দেখি কল দিয়ে জল পড়ে যাচ্ছে। কোথাও হয়ত কলটাই ভাঙা। অনেক বাড়িতে বিনা কারণে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে। এতে অযথা বিদ্যুৎয়খরচ হচ্ছে। সবাইকে তাই এ ব্যাপারে অনুরোধ করব। জনস্বার্থে এই আবেদন করছি। জল ধরো জল ভরো প্রকল্প ঠিকমত রূপায়িত হলে ভূগর্ভে জলসঞ্চয়ের পাশাপাশি গ্রামের গরিব মানুষ উপকৃত হবেন। এ ছাড়াও সরস্বতী নদি বুঁজে গিয়েছে। এর অনেক জায়গায় বসতিও তৈরি হয়ে গেছে। ওই জলাশয় পুনরুদ্ধারের বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নিম্ন দামোদর অঞ্চলে ২৭০০ কোটি টাকার বিশেষ প্রকল্প করা হয়েছে। এ কথা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এটা হলে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও হুগলি এই চার জেলা উপকৃত হবে। কেলেঘাই প্রকল্প হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না। আমরা যতটা পারি করছি। রাজ্যে সার্বিকভাবে জলের যোগান বাড়াতে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করা হয়েছে। এ কথা জানিয়ে এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সেচ, জলসম্পদ, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এই চার দফতরের প্রতিনিধি এই কমিটিতে আছেন। প্রতি মাসে তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে ব্যবস্থা নেবেন।"

একটানা বৃষ্টি নাসিকে : বজ্রাঘাত ও বিদ্যুপৃষ্ট হয়ে মৃত ২

নাসিক, ২৮ জুন (হি. স.) : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে মহারাষ্ট্রে বর্ষা এলেও প্রথম সপ্তাহেই ঘটে গেল হৃদয় বিদারক ঘটনা। গত চারদিন ধরে নাসিকে টানা বৃষ্টির প্রভাবে শুক্রবার বিকেল পর্যন্ত পৃথক দুর্ঘটনায় এক তরুণী সহ মৃত্যু হয়েছে দুজনের। প্রশাসন সূত্রের খবর, বজ্রাঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন ১৮ বছর বয়সী রূপালী ভই এবং বিদ্যুতৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৫২ বছর বয়সী পুভাপ্পা কালাল নামে এক ব্যক্তির। চারদিন ধরে ধারাবাহিক ভারী বৃষ্টির ফলে বিপর্যস্ত হয়েছে শহরের স্বাভাবিক জনজীবনও।

পুলিশ সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাসিকে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে পিম্পালাস গ্রামের বাসিন্দা ১৮ বছর বয়সী রূপালী ভই-র। ওইদিনই শহরের মুম্বই নাকা এলাকায় একটি পানের দোকানের কাছে বিদ্যুতৃষ্ট হয়ে মারা গিয়েছেন ৫২ বছর বয়সী পুভাপ্পা কালাল। দীর্ঘদিন ধরে অনাবৃষ্টির ফলে তীব্র জলসঙ্কটে ভুগছে উত্তর মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন জেলা। মঙ্গলবার বিকেল থেকে বৃষ্টি শুরু হওয়ায় এই অঞ্চলের বিভিন্ন জলাধারের জলস্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জেলার ২৪টি জলাধারের মধ্যে ১৫টিতেই জল প্রায় শুকিয়ে গিয়েছিল বর্ষা আসার আগে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি এই চারদিনের বৃষ্টিতেই পুনরায় ভরে উঠতে শুরু করেছে। শুক্রবার নাসিক শহরের বিভিন্ন অংশে জল দাঁড়িয়ে যায়। সরফবাজারে মেয়রের বাড়ির সামনেও জল জমে যায়। জল জমে ট্রাফিক সহ সাধারণ জনজীবন ব্যাহত হয়েছে গঙ্গাপুর রোড এবং ওল্ড আগ্রা রোডেও। এদিন এখনও পর্যন্ত উত্তর মহারাষ্ট্রে ৩৭৪.৫ মিলিমিটার (মিমি) বৃষ্টিপাত হয়েছে বলে জেলার আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর। তেহসিলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১৮ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে ইগতপুরে, ত্রিম্বাকেশ্বরে ৬৪ মিমি বৃষ্টি হয়েছে, নাসিকে ৫৯ মিমি এবং বাগলানে ৩৪ মিমি বৃষ্টিপাত হয়েছে।

স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

বাসন্তী, ২৮জুন (হি. স.) : দিনের পর দিন স্কুলে বন্ধ মিড ডে মিল। ফলে স্কুলের পড়ুয়ারা স্কুলে এসে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দুপুরের খাবার পাচ্ছেনা। গত জানুয়ারি থেকে মার্চ পর্যন্ত টানা তিনমাস বন্ধ ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার অন্তর্গত ভাঙনখালী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিড ডে মিল। এরপর প্রায় দুমাস স্কুল বন্ধ থাকার পর চলতি মাসের শুরুতে স্কুল খুললেও চালু হয়নি মিড ডে মিল। অভিভাবকদের দাবী স্কুলের মিড ডে মিলের টাকা তছরুপ হচ্ছে। একেতে অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার দেওয়া হয় পড়ুয়াদের, তার উপর গত তিনমাসের বেশী সময় ধরেই বন্ধ মিড ডে মিল। স্কুলের হেডমাস্টার এই দুর্নীতির সাথে যুক্ত বলেই দাবী করেছেন অভিভাবকরা। স্কুলে মিড ডে মিল চালুর দাবীতে ও দুর্নীতির প্রতিবাদে শুক্রবার দুপুর বারোটা নাগাদ স্কুলের সামনেই বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন এলাকার সাধারণ মানুষজন ও অভিভাবকরা।

প্রায় ঘণ্টা খানেক রাস্তা অবরোধের পর বাসন্তী থানার পুলিশ গিয়ে বিক্ষোভকারীদের সাথে কথা বলে অবরোধ তুলে দেয়। ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। যদিও অভিভাবকদের তোলা অভিযোগ স্বীকার করে স্কুলের প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলাম সর্দার দাবী করেছেন এলাকার এক যুব তৃণমূল নেতা ফকির সেখের অত্যাচারের কারণেই স্কুলের মিড ডে মিল চালাতে পারছেন না তিনি। স্কুলের উন্নয়নের জন্য আসা টাকা ও মিড ডে মিলের টাকা জোর করে তুলে নেওয়ার অভিযোগ করেন ফকির সেখের বিরুদ্ধে। টাকা দিতে অস্বীকার করায় তাকে একাধিকবার মারধোর ও হেনস্থা করা হয়েছে বলেও ওই যুব তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন প্রধান শিক্ষক। এ বিষয়ে পুলিশ ও প্রশাসনকে জানিয়েছেন বলে ও দাবী করেন প্রধান শিক্ষক।

কার্যত ওই যুব তৃণমূল নেতার ভয়েই স্কুলে নিয়মিত আসতে ভয় পাচ্ছেন তিনি। যার জেরেই বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্কুলের মিড ডে মিল। তবে প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ অস্বীকার করে ফকির সেখ দাবী করেছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক দুর্নীতিগ্রস্থ নিজের দুর্নীতির কারণেই মিড ডে মিল চালাচ্ছেন না। নিজের দুর্নীতি ঢাকতেই অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাছছেন। যদিও ঘটনার কথা শুনে এ বিষয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বাসন্তীর বিডিও সৌগত সাহা।

ভালবাসার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অশান্তি ঠেকানোর পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : ভালবাসার মাধ্যমে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অশান্তি ঠেকানোর পরামর্শ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তিনি বিধানসভা অধিবেশনে একথা বলেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন হাসপাতালে অশান্তি প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলেন, ওই মান্নানদা (আব্দুল মান্নান) যা বলেছেন, সব ভাল যার শেষ ভাল। যা হয়ে গিয়েছে তা নিয়ে আর তর্কবিতর্ক করে লাভ নেই। বিভিন্ন রাজ্যে হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের নিয়ে সমস্যা হয়েছে। ওঁদের আন্দোলন ভাঙতে ২০০৮ সালে বিজেপি এসমা জারি করেছিল। ২০০৯-এ গুজরাতে নরেন্দ্র মোদী মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন ১৫০ জন চিকিৎসককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ২০১৫-তে দিল্লিতে আপ সরকার এসমা জারি করেছিল। রাজস্থানে, মণিপুরে বিজেপি সরকার ডাক্তারদের আন্দোলন ভেঙে দিয়েছিল। কিন্তু আমরা যদি মনে করি আন্দোলন সঠিক, তা হলে ও রকম কেন করব? ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কিছু বক্তব্য থাকতেই পারে? আমি তো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ওদের আন্দোলন চলার সময় গিয়েছিলাম ওরা না ডাকা সত্ত্বেও। এসএসসি-র পরীক্ষার্থীরাও ডাকেনি। ওদের কাছেও গিয়েছিলাম।

সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক নিগ্রহ নিয়ন্ত্রণ নিয়ে এ দিন একাধিক প্রশ্ন ওঠে আলোচনায়। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালের সঙ্গে আমাদের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজীব সিনহা ইতিমধ্যে কথা বলেছেন। ওই সব হাসপাতালের নিজেদের সুরক্ষাব্যবস্থা আছে। তা সত্বেও তারা যদি কোনও নিরাপত্তা চায় আমরা আছি। আদতে আইনশৃঙ্খলার সবই তো রাজ্যের ব্যাপার। এটাও মনে রাখতে হবে, দূর থেকে রোগীরা হাসপাতালে আসে। তাদের বাড়ির লোকেদের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতে হবে। রোগীর বারির লোক কোনও দুঃসংবাদ শুনলে উত্তেজিত হয়ে উঠবে। ওদের সঙ্গে শান্তভাবে কথা বলতে হবে। মানে, পিআর ভাল করতে হবে। এর পরেই তিনি বলেন, "ভালবাসার চেয়ে বড় শাস্তি হতে পারে মা। ভালবেসে কিছু করার চেয়ে ভাল কাজ কী হতে পারে? সবাইকে ভালবেসে আপন করে নেওয়াটাই বড় বাপার।"

কাটমানি ইস্যুতে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে সভার ডাক বিজেপির

কলকাতা,২৮ জুন (হি.স): কাটমানি ইস্যুতে প্রয়োজনে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে সভার ডাক দিল রাজ্য বিজেপি। জানা গেছে, ১ জুলাই, সোমবার জেলায় জেলায় বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। তার পরদিন অর্থাৎ ২ জুলাই, মঙ্গলবার কাটমানি ইস্যুতে হাজরা মোড়ে সভা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। বিজেপির তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, হাজরা মোড়ে সভার অনুমতি না মিললে, তারা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনেই অবস্থান বিক্ষোভে বসবে।

দলীয় জনপ্রতিনিধিরা কেউ কাটমানি নিয়ে থাকলে তা ফিরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই ভয়ে কেউ দলবদল করলেও ছাড় মিলবে না বলে হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, সব ঘটনারই তদন্ত হবে। কাটমানি ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পর থেকেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজ্যে। কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে জায়গায় জায়গায় তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন সাধারণ মানুষ। বেশ কিছু জায়গায় কাটমানি ফেরতের দাবিতে ঘেরাও হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এক প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেফতার হয়েছেন মালদহে। গুলি চলেছে বীরভূমের দুবরাজপুরে। দলের নীচুস্তরে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে মেনে নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই সরব তৃণমূলনেত্রী।

সম্প্রতি কলকাতার নজরুল মঞ্চে রাজ্যের সব পুরসভার কাউন্সলিরদের ডেকে বৈঠক করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তিনি বলেন, কেউ কেউ সমব্যথীর ২০০০ টাকা থেকেও ২০০ টাকা কমিশন নেয়। কন্যাশ্রী থেকে স্বাস্থ্যসাথী সব প্রকল্প থেকেই দলের জনপ্রতিনিধিরা কাটমানি নিচ্ছেন বলে অভিযোগ তোলেন তৃণমূলনেত্রী। তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গোটা বিষয়টাতেই মূলত দলের নীচু স্তরের জনপ্রতিনিধিদের দিকেই আঙুল তোলেন। গত পরশু বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু সাংবাদিকও কাটমানি নেন। তাঁর সঙ্গে আয়াপন্টমেন্ট করে দেবার নাম করে কাটমানি খান ওই সাংবাদিকরা'। সাংবাদিকরা কাটমানি খাওয়া সাংবাদিকদের নাম জানতে চাইলে তা জানান নি মুখ্যমন্ত্রী। এর প্রতিবাদে ক্ষোভে ফুঁসে ওঠে সংবাদ মহল। প্রতিবাদ পৌঁছে যায় মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও। কেননা, এই ব্যাপারে প্রশ্ন রয়ে গেছে মন্ত্রী ও নেত্রীর ভাইপো সহ দলের উচ্চ স্তরের নেতাদের সম্পর্কে। সেই কারনেই ক্ষোভ ছড়িয়েছে সর্বত্র।

বৃষ্টিতে দেওয়াল ভেঙে পড়ল দাদারে, আহত ৩

দাদার, ২৮ জুন (হি. স.) : শুক্রবার সকাল থেকেই ভারী বৃষ্টি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে। ভারী বৃষ্টির দাপটে দাদারে মিনাতাই ফুলের বাজারে একটি দেওয়াল ভেঙে পড়ে এদিন বিকেলে। ঘটনায় তিনজন গুরুতর আহত হয়েছেন। একটানা তাপপ্রবাহের পর অবশেষে গত মঙ্গলবার সন্ধের পর থেকে রাজ্যজুড়ে একাধিক জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, শক্তিশালী দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শুক্রবার সারাদিন ধরেই মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের গ্রেটার মুম্বই, থানে, পালঘর ও আশেপাশের জেলাগুলিতে। সকাল থেকে একটানা বৃষ্টির জেরে মুম্বইয়ের ধারাভি অঞ্চলে একাধিক রাস্তায় জল জমতেও দেখা গিয়েছে।

এদিন বিকেলে দাদারে মিনাতাই ফুলের বাজারে একটি দেওয়াল ভেঙে আহত হয়েছেন তিনজন। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে উদ্ধারকারী দল। তিনজনকেই উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে উদ্ধারকার্য চলছে। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সূত্রের খবর, মুম্বই ছাড়াও এদিন ভোর থেকেই বৃষ্টি হয়েছে আন্ধেরি এবং সান্তাক্রুজেও। আগামী ২৯ জুন পর্যন্ত গোয়া, কোঙ্কন এবং মুম্বইয়ে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। বৃষ্টির ফলে এদিন মুম্বইয়ের তাপমাত্রা কমে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসে দাঁড়ায়। ধারাভি সহ একাধিক জায়গায় জল জমে যাওয়ায় সড়কপথে যানচলাচলও ব্যাহত হয়েছে। জল জমে যায় মুম্বইয়ের কিংস সার্কল এলাকা, নবি মুম্বই এবং হিন্দমাতা এলাকায়। মুম্বইয়ের ওয়েস্টার্ন এক্সপ্রেস হাইওয়েতে ভারী বৃষ্টির ফলে ট্রাফিক খুব ধীরে হয়ে যায়।

স্কুলে মুসলিমমদের জন্য পৃথক খাবারের ঘর তৈরি নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : কোচবিহারে যে সব স্কুলে পড়ুয়াদের ৭০ শতাংশের ওপর মুসলিম, সেই সব প্রতিষ্ঠানে তাদের খাবারের পৃথক ঘর তৈরি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। দলের রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ এই নিয়ে ট্যুইট করেছেন। বিধানসভা অধিবেশনে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা কংগ্রেসের আব্দুল মান্নান।

দিলীপবাবু প্রশ্ন তুলেছেন, "কেন এই বৈষম্য? ধর্মের ভিত্তিতে এ জিনিস চলতে পারে না। এ রকম পৃথকীকরণে কি কোনও দুরভিসন্ধি আছে?" এদিন অধিবেশনে দ্বিতীয় পর্বের শুরুতেই বিরোধী দলনেতা প্রায় একই সুরে অধ্যক্ষের কাছে এই প্রশ্ন রাখেন। বলেন, "এটা হলে বাজে ব্যাপার হবে। অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন"। কক্ষে সেই সময় শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন না। অধ্যক্ষ পরিষদীয় প্রতিমন্ত্রী তাপস রায়কে বলেন এ নিয়ে পার্থবাবুর বক্তব্য জানতে। তাপসবাবু সঙ্গে সঙ্গে পার্থবাবুর ঘরে যান। তবে, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অধিবেশনে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে খোঁজ নিয়েছেন।"

পরে মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় জানান, তিনি শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছেন। এই নির্দেশিকায় বেআইনি কিছু হয়নি। একটা বিভ্রান্তি হয়েছে। কোনও প্রতিষ্ঠানে সংখ্যালঘু পড়ুয়া ৭০ শতাংশ হলে তাদের জন্য পৃথক খাবারের ঘর করে দেওয়ার কথা কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশিকাতেই আছে। কিন্তু এত স্কুলে এ রকম ব্যবস্থা করে দেওয়ার সুযোগ শিক্ষা দফতরের নেই। তাই সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতর তাদের অর্থে এই ব্যবস্থা করছে। এ ব্যাপারে ২৫ জুন যে সরকারি বিজ্ঞপ্তিটি জারি হয়েছে, তাতে সই করেছেন সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের জেলা অফিসার। তাতে সরকারি এবং সরকারি সহায়তাপ্রাপ্ত যে সব স্কুলে ৭০ শতাংশ মুসলিম পড়ুয়া আছে, তাদের মিড ডে মিলের জন্য পৃথক খাবারের ঘর তৈরির নির্দেশ রয়েছে। নির্দেশিকা পাঠানো হয়েছে জেলা শিক্ষা অফিসার এবং দু'জন ডিআই-কে।

বুদবুদের চাকতেঁতুলে ১০০ দিনের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ, তদন্তে প্রশাসন

দুর্গাপুর, ২৮ জুন (হি. স.) : এক'শ দিনের কাজে পাহাড় প্রমান দুর্নীতির অভিযোগ। গ্রামবাসীদের রোষে পঞ্চায়েত মুখো হয়নি প্রধান। বেপাত্তা পোষ্ট মাষ্টার। বিজেপির প্রতিবাদে এবার নড়ে চড়ে বসল ব্লক প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে গলসী-১ নং ব্লকে চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতে। শুক্রবার ঘটনার তদন্ত শুরু করল ব্লক প্রশাসন।

প্রসঙ্গত, গত ২০১৮ সালে একক সংখ্যা গরিষ্ঠ নিয়ে বুদবুদের চাকতেঁতুল পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে তৃণমূল। অভিযোগ বোর্ড গঠনের পর থেকে একের পর এক অনিয়মের কাজ ও দুর্নীতি চলছে পঞ্চায়েতে। গত একমাস ধরে প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপির গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীরা পুর্ব বর্ধমান জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করে।

আর সেই অভিযোগের ভিত্তিতেতে শুক্রবার তদন্ত শুরু করে গলসী-১ নং ব্লক প্রশাসন। এদিন ব্লকের এমজিএনআরইজিএস সেলের আধিকারিকরা চাকতেতুল পঞ্চায়েতের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সীল খুলে অভিযোগ মতো সমস্ত নথী সংগ্রহ করে। কিছু নথী অফিসে বসেই খতিয়ে দেখা শুরু করে। এদিন তদন্তের কাজ দেখতে পঞ্চায়েতে জড়ো হয় বিজেপিকর্মীরা। স্থানীয় বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য তপন বাগদী জানান,'এক'শ দিনের কাজে পুকুর চুরি হয়েছে। বনগ্রাম গ্রামে ঢালাই রাস্তা সহ ড্রেন তৈরীর বোর্ড টাঙানো হলেও কেন ড্রেনই তৈরী হয়নি। আবার কোথাও কোন কাজ না করে সম্পুর্ন টাকাই আত্মসাৎ করেছে তৃণমূল পরিচালিত বোর্ড।' তিনি আরও জানান,' ১০০ দিনের কাজে বেনামে টাকা উঠেছে। কাজ না করেও অনেক তৃণমূলনেতার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকেছে। স্কুল মাস্টারের ব্যাবসায়ী বাবার অ্যাকাউন্টেও টাকা ঢুকেছে। দুর্নীতিতে পঞ্চায়েত প্রধানের সঙ্গে পোষ্ট মাস্টারও জড়িত। তা না হলে উপভোক্তাদের ছাড়াই অন্যের টিপসহিতে কিভাবে পেমেন্ট হয়েছে। ঘটনার পর থেকে পোষ্ট মাস্টারও বেপাত্তা। লক্ষ লক্ষ টাকা তছরূপ হয়েছে। তাই তদন্তের দাবী জানিয়েছিলাম।'

এদিকে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফলের পর থেকে একপ্রকার পঞ্চায়েত মুখো হয়নি প্রধান অশোক ভট্টাচার্য। আবার বিজেপির প্রতিবাদে সরব হওয়ার পর থেকে স্থানীয় পোস্ট অফিসের পোস্টমাষ্টারও বেপাত্তা।' যদিও অভিযোগ অস্বিকার করে পোষ্টমাষ্টার সুকুমার নন্দী সাফাই দেন,' অসুস্থতার কারনে ছুটি নিয়েছি।' অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান অশোক ভট্টাচার্য্য জানান,' সমস্ত কাজ সচ্ছতার সঙ্গে হয়েছে। কোনরকম অনিয়ম হয়নি। বিজেপি মিথ্যা অভিযোগ তুলে এলাকায় অশান্তি সৃষ্টি করছে। প্রায় বাড়িতে হামলা করছে। নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি।'

ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদী হামলা ঃ ৩ জন সিআরপিএফ জওয়ান-সহ মৃত্যু ৪ জনের

রায়পুর, ২৮ জুন (হি.স.): ফের মাওবাদী হামলা ছত্তিশগড়েউ ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত বিজাপুর জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারালেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ৩ জন জওয়ানউ এছাড়াও একটি মেয়ের মৃত্যু হয়েছেউ গুরুতর জখম হয়েছে আরও একটি মেয়েউ বিজাপুরের কেশকুতুল এলাকার ঘটনা।

বস্তার রেঞ্জ-এর আইজি বিবেকানন্দ সিনহা জানিয়েছেন, শুক্রবার সকালে বিজাপুর জেলার ভৈরামগড় থানা এলাকায় টহল দিচ্ছিলেন সিআরপিএফ-এর ১৯৯ ব্যাটেলিয়ন এবং স্থানীয় পুলিশ কর্মীরাউ কেশপুতুল এলাকায় টহল দেওয়ার সময় সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের ঘিরে ফেলে সশস্ত্র মাওবাদীরাউ এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন সিআরপিএফ-এর একজন সাব-ইন্সপেক্টর এবং দু'জন হেড কনস্টেবলউ গুলির লড়াই চলাকালীন মাওবাদীদের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে একটি মেয়েরউ গুরুতর জখম হয়েছে আরও একটি মেয়েউ অন্যদিকে, শুক্রবার সকালেই ছত্তিশগড়ের রাজনন্দগাঁও জেলায় মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই শেষে প্রচুর পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে নিরাপত্তা বাহিনীউ উদ্ধার করা হয়েছে পাঁচটি বন্দুক, গোলাবারুদ ও মাওবাদীদের প্রচুর সামগ্রীউ হিন্দুস্থান সমাচার/ রাকেশ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

স্কুলে পড়ুয়াদের যৌন হয়রানি রোখার দ্বায়িত্ব স্কুলেরই

কলকাতা, ২৮ জুন (হি.স.): স্কুলে পড়ুয়াদের যৌন হয়রানির সম্ভাবনা রুখতে স্কুল কর্তৃপক্ষকেই দায়িত্ব নিতে হবে। এই মর্মে প্রতিটি স্কুলে নির্দেশিকা পাঠিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর।একের পর এক স্কুলে যৌন হয়রানির অভিযোগ উঠে আসছে বারবার। ভবিষ্যতে এমন ঘটনা এড়াতে নির্দেশিকা তৈরি করল রাজ্য সরকার। নির্দেশিকা মানা হলে স্কুলে যৌন হয়রানির সম্ভাবনা আটকানো যাবে বলে আশা শিক্ষাবিদ মহলের। এ ধরনের অভিযোগ উঠলে কীভাবে পরিস্থিতি সামলানো উচিত, তাও নির্দেশিকায় পরিস্কার করে বলা হয়েছে। এধরণের ঘটনাই যাতে না ঘটে, তা নিশ্চিত করার ওপরই জোর দেওয়া হয়েছে।

স্কুলে শিশুদের উপর নিগ্রহের অভিযোগের সুরাহা হয়নি, ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারেও কর্তৃপক্ষ আন্তরিক নন । তাই অভিভাবকরা কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নাদিরা পাথেরিয়া গত অক্টোবর মাসের গোড়ায় নতুন কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন । কলকাতার আটটি প্রথম সারির স্কুলের প্রতিনিধিদের ওই কমিটিতে রাখা হয় । রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কমিটির সদস্য স্কুল শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব । আইন বিশারদ থেকে ইউনিসেফের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত আদালতের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে । এই কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেই এই নির্দেশিকা তৈরী করেছে ।

রাজ্য শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশনের সদস্য সুদেষ্ণা রায় জানান, 'কিছুদিন আগে এই ধরনের একটি নির্দেশিকা আমরাও প্রকাশ করেছি । একটি রিপোর্ট ও পুস্তিকাও প্রকাশিত হয়েছে, যার লক্ষ্য স্কুলে এ ধরনের ঘটনা রোধ করা । প্রতিটি স্কুলে শিশুদের পড়াশোনার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা'। তিনি বলেন, 'স্কুলে গিয়ে একটি শিশু যৌন হেনস্থার মুখে পড়বে, এর থেকে খারাপ ঘটনা কী হতে পারে । অভিভাবকরা চাইছেন, শুধু নির্দেশিকা জারি নয়, কঠোর ভাবে তা কার্যকর করা হোক । নইলে এসব পদক্ষেপ কাগজে কলমেই রয়ে যাবে'।

গত নভেম্বরে জিডি বিড়লা স্কুলে একটি তিন বছরের শিশুকে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে । তাদের গ্রেফতারও করা হয় । এর আগেই ঢাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্লস স্কুলে প্রাথমিক বিভাগের এক করার অভিযোগ ওঠে স্কুলের শিক্ষকের বিরুদ্ধে । অভিভাবকদের অভিযোগ, ২৪ সেপ্টেম্বর হেনস্থার শিকার হয় ছাত্রীটি । মেয়ে বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় । এই ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর স্কুলে বিক্ষোভ দেখান অভিভাবকরা, ভাঙচুরও করা হয় বলে অভিযোগ । এই ঘটনাতেও গ্রেফতার হন একজন ।

ফের দুঃসংবাদ আমেঠিতে সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ান

আমেঠি (উত্তর প্রদেশ), ২৮ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আমেঠিতে নিজের সার্ভিস রাইফেল থেকে গুলি চালিয়ে আত্মঘাতী হলেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর একজন জওয়ানউ আত্মঘাতী সিআরপিএফ জওয়ানের নাম হল, সন্তোষ কুমার যাদব (৪৭)উ তাঁর বাড়ি মধ্যপ্রদেশের ভিন্দ জেলায়উ কী কারণে আত্মঘাতী হলেন ওই সিআরপিএফ জওয়ান, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশউ

আমেঠির রামগঞ্জ গ্রুপ সেন্টারে পোস্টিং ছিল সিআরপিএফ জওয়ান সন্তোষ কুমার যাদবেরউ সার্ভিস রাইফেল পরিষ্কার করার সময় আচমকাই নিজের শরীরে গুলি করে তিনিউ রক্তাক্ত ও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেনউ কী কারণে তিনি আত্মঘাতী হলেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সংশোধনী বিল

● **প্রথম পাতার পর**

মতোই। ওই বিলের লক্ষ্য, অর্ডিন্যান্স পাশ করিয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের দুর্বল অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষদের জন্য ১০ শতাংশের সংরক্ষণ। এর ফলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে দুর্বল অর্থনৈতিক শ্রেণির প্রতিনিধি যে কোনও যুবক-যুবতীর পক্ষে রাজ্য সরকারের অধীনে চাকরির সম্ভাবনার পথ তৈরি হবে। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাসে ১০৩ তম সংবিধান সংশোধনের সময় গোটা দেশেই দুর্বল অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষদের জন্য ১০ শতাংশের সংরক্ষণ চালু করা হয়েছে। এই বিলের পক্ষে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এদিন বলেন, 'গুলিযুদ্ধের সময় ছাত্রদের কয়েক দিনের জন্য বাংকারে থাকতে হয়েছিল, তাই আন্তর্জাতিক সীমান্তে বসবাসরত ব্যক্তিদের জন্য সরকার একটি সংরক্ষণ চেয়েছিল।' "জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল ২০১৯" জম্মু ও কাশ্মীরের দুর্বল অর্থনৈতিক শ্রেণির মানুষদের পাশাপাশি, জম্মু অঞ্চলে আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা ও সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের লক্ষ্যে লোকসভায় এদিন এই বিল পাশ হয়।

পুকুরের

● **প্রথম পাতার পর**

কাজে বেড়িয়ে পড়ে। তখন অনামিকা বাড়ির পাশের পুকুরে যায় স্নান করতে। এতেই ঘটে বিপত্তি। পুকুরের জলে তলিয়ে যায় অনামিকা। কিছু সময় পর এলাকার মানুষ জন পুকুরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দেখতে পান পুকুরের জলে মৃত দেহ ভাসছে। এলাকাবাসী অগ্নি নির্বাপণ দপ্তরের কর্মীদের খবর দেয়। অগ্নি নির্বাপণ দপ্তরের কর্মীরা ঘটনা স্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে অমরপুর হাসপাতালে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। জানা গেছে অনামিকা মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিল। সকলের সন্দেহ জলে নামার পর অনামিকা মৃগি রোগে আক্রান্ত হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

রক্ষণাবেক্ষণ

● **প্রথম পাতার পর**

কেবলমাত্র নজরদারী এবং রক্ষনাবেক্ষনের অভাবে শৌচালয়গুলি অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। তাই, বিদ্যালয়ে স্বচ্ছ শৌচালয়ের কর্মসূচী হাতে নেওয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, পূর্বতন সরকারের আমল থেকেই দীর্ঘ বছর ধরে পঞ্চায়েত উন্নয়ন খাতে প্রচুর টাকা অব্যয়িত রয়েছে। ওই টাকা এখন বিদ্যালয়গুলিতে শৌচালয় পরিস্কারের জন্য ব্যবহার করা হবে। তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত উন্নয়ন খাতে অব্যয়িত অর্থ দিয়ে ৪২০০ বিদ্যালয়ে শৌচালয় পরিস্কার রাখা হবে। এক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ের প্রধন্ন শিক্ষককে দায়িত্ব দেওয়া হবে চুক্তিভিত্তিক সাফাই কর্মী নিয়োগ করা জন্য। তিনি বলেন, প্রতিদিন তিনবার শৌচালয় পরিস্কার করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও সরকার ক্রয় করে দেবে।

তাঁর দাবি, এই কর্মসূচী শুরু হলে একদিকে শৌচালয় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে, অন্যদিকে প্রচুর মানুষের কর্মসংস্থান হবে। তাঁরা মাসে ন্যুনতম ৭ থেকে ৯ হাজার টাকা উপার্জন করতে পারবেন।

স্কুলে

● **প্রথম পাতার পর**

করেন। তাদের শারীরিক অবস্থা কিছুটা উন্নতি হয়েছে বলে জানা গেছে।এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে মহকুমা শাসক এল ডার্লং হাসপাতালে ছুটে যান। অসুস্থ ছাত্রীদের বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন। কেন এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে সে সম্পর্কেও বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করেন মহকুমা শাসক। প্রাথমিকভাবে যে তথ্য মিলেছে তাতে অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং প্রচণ্ড গরমের কারণেই এই ঘটনাটি ঘটেছে। বিদ্যালয়টিতে বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকলেও লোডশেডিং হলে ক্লাস করানো রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠে। এদিকে বিদ্যালয়ের ক্যান্টিনে মেয়াদ উত্তীর্ণ বিভিন্ন খাবার বিক্রি করার অভিযোগও উঠেছে। এসব বিষয়েও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এ বিষয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতামত জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে স্কুলের পঠনপাঠন সঠিকভাবে চালানো রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এসব বিষয় তিনি একাধিকবার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরেও এনেছেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

ওসাকায় মোদী-ট্রাম্প দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, বাণিজ্য-সহ বিভিন্ন বিষয়ে দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে আলোচনা

ওসাকা (জাপান), ২৮ জুন (হি.স.): জাপানের ওসাকায় শুক্রবার শুরু হয়েছে জি-২০ সম্মেলনউ জি-২০ সম্মেলন শুরু হওয়ার আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীউ ট্রাম্পের সঙ্গে মোদীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বাণিজ্য-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছেউ বিশেষ করে ইরান, ৫জি, দুই দেশের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষা বিষয়ে আলোচনা হয়েছেউ তবে, এস-৪০০ ইস্যুতে কোনও আলোচনা হয়নি মোদী ও ট্রাম্পের মধ্যে। দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগেই ট্রাম্প বলেছিলেন, 'আমি মনে করি, আমরা বিরাট একটা ঘোষণা করতে চলেছিউ বিরাট একটা বাণিজ্যিক চুক্তিউ বাণিজ্য ও উতাদন ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে আমরা বড় কাজ করছিউ' ট্রাম্পের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'এই বৈঠকে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে-ইরান, ৫জি, আমাদের মধ্যে আরও সুদৃঢ় দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষা সম্পর্কউ' মোদীর সঙ্গে বৈঠকে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'আমরা এখন খুবই ভালো বন্ধু এবং আমাদের দেশ কখনও কাছাকাছি ছিল নাউ আমি এখন নিশ্চিতভাবে বলতে পারি, মিলিটারি-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা একসঙ্গে কাজ করবউ' ইরান ইস্যুতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'আমাদের হাতে এখন অনেক সময় রয়েছে, কোনও ব্যস্ততা নেইউ সময়ের কোনও চাপ নেইউ আমি মনে করি শেষ পর্য্যন্ত সবকিছু ঠিক হয়ে যাবেউ যদি সব কিছু ঠিকঠাক হয়, তাহলে তো খুবই ভালোউ আর যদি না হয়, তাহলে এ সম্পর্কে শুনতে পারবেন। এদিনের দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হলেও, সি-৪০০ ইস্যুতে কোনও আলোচনা হয়নিউ ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বৈঠক প্রসঙ্গে বিদেশ সচিব বিজয় কেশব গোখলে জানিয়েছেন, 'এস-৪০০ ইস্যু নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নিউ ইরান প্রসঙ্গে প্রাথমিক লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে, কীভাবে সেখানে স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়উ যেহেতু অস্থিরতা বিভিন্ন ভাবে আমাদের প্রভাবিত করে।

দ্বারস্থ

● **প্রথম পাতার পর**

এক অটো চালক বলেন, রানিরবাজার বৃদ্ধিনগরে সিএনজি স্টেশনে কখনও গ্যাস সরবরাহে সমস্যা দেখা দেয় না । কিন্তু, আগরতলা থেকে ওই সিএনজি স্টেশনটি অনেকটা দূরে হওয়ায় সবসময় সেখানে যাওয়া সম্ভব হয় না । কিন্তু, টিআরটিসি সংলগ্ন সিএনজি স্টেশনে পরিষেবা উন্নয়নে বহু অভিযোগ জানানো সত্বেও কোনও প্রতিকার মিলেনি আজও । তাঁর কথায়, আগরতলা শহরে প্রত্যেক পেট্রোল পাম্পে সিএনজি পরিষেবা চালু করা হলে এ-ধরনের হয়রানি থেকে রেহাই মিলবে ।

এদিন ক্ষুব্ধ অটো চালকরা সদর মহকুমাশাসকের কাছে এ-বিষয়ে নালিশ জানিয়েছেন । পাশাপাশি, তাঁরা প্রতিকারের দাবিও জানিয়েছেন । তবে, আদৌ এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হবে কিনা, সে-বিষয়ে সদর মহকুমাশাসকের কাছ থেকে কোনও আশ্বাস মিলেনি । জনৈক অটো চালক জানিয়েছেন, সদর মহকুমাশাসক অফিসে ছিলেন না । তাই, লিখিত অভিযোগ তাঁর অফিসে জমা দিয়েছি। এখন প্রতিকারের অপেক্ষায় রয়েছি ।

স্ত্রীকে

● **প্রথম পাতার পর**

গিয়েছে, মেলাঘর থানার অধীন পূর্ব চন্ডিগড়ের বাসিন্দা আব্দুল বারেকের সাথে সোনামুড়ার কালাপানিয়া গ্রামের ফতেমা খাতুনের বিয়ে হয়েছিল সামাজিক ভাবেই। যদিও বিয়ের আগেই ফতেমা এবং আব্দুলের মধ্যে প্রণয়ের সম্পর্ক ছিল। বিয়ের কয়েক বছর ভালই চলছিল। তারপর শুরু হয় পণের জন্য শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। একসময় ফতেমাকে খুন করা হয়। তারপরই ফতেমার বাপের বাড়ির লোকজন অভিযোগ করে স্বামীর বিরুদ্ধে। শুক্রবার সিপাহীজলা জেলা জজ বিশ্বজিৎ পালিত দোষী সাব্যস্ত করেন স্বামী আব্দুল বারেককে। সাজা দেওয়া হয় যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড। সাথে করা হয় দশ হাজার টাকা জরিমানা। টাকা অনাদায়ে আরও ছয়মাস সাজা ঘোষণা করেন। সরকার পক্ষে মামলাটি পরিচালনা করেন পিপি মানিক কুমার সাহা।

নির্ধারিত

● **প্রথম পাতার পর**

নিতে সুপারিশ করবে। তাতে, মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে তা প্রত্যাহারেরও সুপারিশ করবে কমিটি।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যারা ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত তাদের অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখার জন্য রাজ্য সরকার আইন দপ্তরের মন্ত্রী রতনলাল নাথকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠন করেছে। আইন দপ্তরের প্রধান সচিব এই কমিটির সদস্য এবং স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব এই কমিটির আহ্বায়ক।

চানমোহন ত্রিপুরা, বীরলাল সরকারদের মতো বহু বিরোধী কর্মী সমর্থক বিধানসভা নির্বাচনের আগে খুন হয়েছেন। এমনকি নেতাও রয়েছেন যারা নির্মমভাবে খুন হয়েছেন। অথচ, তাঁদের খুনিরা আজ পর্যন্ত সাজা পাননি। রাজ্য সরকারের এই কমিটি ওই খুনের ঘটনাগুলি কবর খুড়ে বের করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

রাজ্যের

● **প্রথম পাতার পর**

এএস-০১-সিসি-১৯৫৮ নম্বরের একটি বারো চাকার লরি ওই যুবককে পিষে মারে। লরিটি ওই যুবককে চাপা দিয়ে পালিয়ে যায় চম্পকনগরের দিকে। সাথে সাথেই তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ বিষয়টি চম্পকনগর থানার পুলিশকে জানায়। চম্পকনগর থানার পুলিশ ট্রাকটি আটক করেছে এবং চালককে গ্রেপ্তার করেছে।

এদিকে, উদয়পুর মহিলা থানার গাফিলতিতে মা ও দুই বোনের অস্তিত্ব সঙ্কট। ঘটনা আর কে পুর মহিলা থানার অধীন ভাঙ্গাড় পাড় - সোনামুড়া এলাকায়। গত ৮অক্টোবর ২০১৮ ইং উদয়পুর ভাঙ্গাড় পাড় - সোনামুড়া এলাকার গৌরাঙ্গ শুক্ল দাস ও কানন বালা শুক্ল দাসের মেয়ে শিখা শুক্ল দাস কাজ যাবে বলে বাড়ি থেকে দুই মেয়ে নিয়ে বেরিয়ে যায়। এই মর্মে আর কে পুর মহিলা থানায় কানন বালা দাস একটি মিসিং ডাইরি করেন। আর কে পুর মহিলা থানার পুলিশ রাজ্যের সব থানায় মিসিং মেসেজ পাঠিয়ে দায়িত্ব খালাস করে হাত পা গুটিয়ে বসে আছে। কানন বালা দাস বিভিন্ন দরজায় দরজায় ঘুরে মেয়ে ও দুই নাতনি দেবশ্রী ও অঙ্কিতা শুক্ল দাসের কোন খোঁজ না পেয়ে সংবাদ প্রতিনিধির নিকট যাবতীয় কাগজ পত্র প্রমান স্বরূপ দিয়ে গেলে সংবাদ প্রতিনিধিরা মহিলা থানায় খোঁজ নিতে গেলে পুলিশ নড়ে চড়ে বসে।প্রায় নয় মাস পড়ে মহিলা থানার পুলিশ এক সপ্তাহ সময় চেয়ে সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদে না জানানোর কথা বলেন। এখানে উল্লেখ থাকে যে বড় নাতনি দেবশ্রী শুক্ল দাস উদয়পুর রমেশ স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলো।এবছর অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরত থাকতো। ছোট নাতনি অঙ্কিতা শুক্ল দাস উদয়পুর পাঠভবন স্কুলে নার্সারি বিভাগের ছাত্রী ছিলো। সঠিক সময়ে উদয়পুর মহিলা থানায় জানানো স্বত্যেও মহিলা থানার পুলিশ ভূমিকা না নেওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে। সংবাদের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে সংবাদ প্রতিনিধি আরো জানতে পারেন শিখা শুক্ল দাস প্রতি মাসে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদয়পুর শাখা থেকে কন্যা সন্তান যোজনার টাকা তুলে নিয়ে যান। কিন্তু পুলিশ একটু নড়েচড়ে বসলেই নয় মাস আগেই শিখা ,দেবশ্রী ও অঙ্কিতা কে উদ্ধার করতে পারতেন। আজকে ও কালকে মহিলা থানার যে তৎপরতা দেখা গেছে এই তৎপরতা নয় মাস আগে দেখালে কচিকাঁকলি দেবশ্রী ও অঙ্কিতার জীবনে অমানিশার কালো অন্ধকার ঘনিয়ে আসতো না। দিদা কানন বালার একটাই দাবি যেভাবেই হউক আমার নাতনিদের ফেরৎ এনে পূর্বের ন্যায় উদয়পুর রমেশ স্কুল ও পাঠভবনে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হউক। মহিলা থানার ভূমিকা নিয়ে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন সুনাগরিকরা মুখ খুলতে শুরু করেছেন।

শীঘ্রই আরও ৬০টি ইলেকট্রিক বাস নামছে কলকাতায়

কলকাতা, ২৮ জুন (হি. স.) : আগামী মাসের মধ্যে কলকাতার বিভিন্ন রুটে যাত্রীবাহী আরও ৬০টি ইলেকট্রিক বাস নামানো হবে। শুক্রবার বিধানসভায় রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এ খবর জানান। তৃণমূল বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর এদিন অধিবেশনে জানতে চান, গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত ইলেকট্রিক বাসের সংখ্যা কত? তৃণমূলের সোনালি গুহ এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন। পরিবহণমন্ত্রী জবাবে বলেন, পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের (ডব্লুবিটিসি) তরফে এ রকম ৮০টি বাসের বরাত দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রাস্তায় নেমেছে ২০টি। আরও ৬০টি ইলেকট্রিক বাস নামানো হবে জুলাইয়ের মধ্যে। এগুলোর জন্য ৫৫টি চার্জিং স্টেশন করা হয়েছে। পরিবেশের কথা মাথায় রেখে বেসরকারি উদ্যোগেও এ রকম বাস নামাবার আবেদন করছি। কংগ্রেসের অসিত মিত্র প্রশ্ন করেন, ৩০১৯-এর ৩১ মে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে বাসের সংখ্যা এবং বাস-কর্মীর সংখ্যা কত? জবাবে অধিবেশনে পরিবহণমন্ত্রী জানান, সংখ্যাদুটি যথাক্রমে ৩, ৫৯২ এবং ১৪,৫১৪। এর প্রেক্ষিতে অসিতবাবু বলেন, "আগের বার আপনার দেওয়া হিসাবে দেখছি বাসের সংখ্যা বাড়লেও কর্মীর সংখ্যা কমেছে। এটা কী করে হচ্ছে? পরিবহণমন্ত্রী তখন বলেন, বাম আমলে পরিবহণ নিগমগুলোয় বেহিসেবীর মত প্রচুর ক্যাডার ঢোকানো হয়েছিল। ২০১১-তে এ রাজ্যে প্রতি বাসের জন্য গড়ে ১১ জন কর্মী ছিল। যেখানে গোটা দেশের সংশ্লিষ্ট গড় হিসেব ছিল পাঁচের কিছু বেশি। প্রতি বছর আমাদের প্রায় ৮০০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হত। এখন আমরা বাসপিছু কর্মীর সংখ্যা সাড়ে পাঁচের নিচে নামিয়ে এনেছি। বাড়তি নিয়োগ করে নিগমের ওপর আর্থিক চাপ না বাড়িয়ে পেশাদারিত্বের সাহায্যে পরিষেবার মানোন্নয়নের নানা চেষ্টা করছি।

ধৃত এক পাচারকারী

আটের পাতার পর

পাচারকারী ইমান হুসেনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছিল। বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন, মাদক সামগ্রী-সহ ধৃত আখতার হুসেনকে সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

প্রসঙ্গত, গত ছয় মাসে ত্রিপুরায় ১৬ জন ভারতীয় এবং তিন বাংলাদেশী পাচারকারীকে আটক করেছে বিএসএফ। সাথে প্রচুর নেশা সামগ্রীও উদ্ধার হয়েছে। সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ওই আধিকারিকের কথায়, ত্রিপুরা পুলিশ এবং অন্য এজেন্সিদের সহায়তায় ত্রিপুরায় মাদক বিরোধী অভিযান এভাবেই জারি থাকবে।

পরিষেবা

● **প্রথম পাতার পর**

না করে ওই নির্ধারিত সময়ে ডাবল লাইনে কাজ সম্ভব নয়। তবে, শুধু ত্রিপুরা নয় অসম ও নাগাল্যান্ডে দূরপাল্লার রেল পরিষেবা প্রভাব পড়বে।

তিনি জানান, ডাবাল লাইনের কাজের জন্য অসমে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। শুধু তাই নয় নাগাল্যান্ড থেকে অসম যাওয়ার ট্রেনও বাতিল করা হয়েছে। এদিকে অসমের একাধিক দূরপাল্লার ট্রেনের রুট বদল করা হয়েছে। প্রণবজ্যোতি শর্মা জানান, ২ জুলাই থেকে ৯ জুলাই পর্যন্ত সময়ে যাত্রী পরিষেবা যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা হবে।

এদিকে, ভারতীয় রেল ট্রেনের নতুন সময়সূচী কার্য্যকর করছে ১ জুলাই থেকে। পাশাপাশি, পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলের অধীনে ১৬টি প্যাসেঞ্জার ট্রেন আগের চেয়ে আরও কম সময়ের মধ্যে গন্তব্যে পৌছবে। সাথে ৬৭টি ট্রেনের আগমন-প্রস্থানের সময়ও বদলানো হয়েছে বলে জানান প্রণবজ্যোতি শর্মা।

তিনি জানান, ১৫৯০৯ ডিব্রুগড়-লালগড় অবধ অসম এক্সপ্রেস, ১২৫০৪ আগরতলা-বেঙ্গালুরু ক্যান্টমেন্ট হমসফর এক্সপ্রেস, ১৩১৭৪ আগরতলা-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, ১৫৬২৬ আগরতলা-দেওঘর এক্সপ্রেস, ১৫৬৩০ সিলঘাট টাউন-তাম্বারাম নগাঁও এক্সপ্রেস, ১৫৪১৮ সিলঘাট টাউন-আলিপুরদুয়ার জংশন রাজ্যরাণি এক্সপ্রেস, ১৩২৪৫ নিউ জলপাইগুড়ি-রাজেন্দ্রনগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস, ১৩০৩৪ কাটিহার-হাওড়া এক্সপ্রেস, ১৫৬৩১ বরমার-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস ট্রেনের গন্তব্যে পৌছানোর সময় আগের তুলনায় ৫ থেকে ৩০ মিনিট কমানো হয়েছে।

তিনি আরো জানান, গুয়াহাটিতে কয়েকটি ট্রেনের সফরসূচী বদলানো হয়েছে। ২২৫০২ নিউ তিনসুকিয়া-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস, ২০৫০৩ ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ২০৫০৫ ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানী এক্সপ্রেস, ১২৪২৩ ডিব্রুগড়-নয়াদিল্লি রাজধানি এক্সপ্রেস, ২০৫০১ আগরতলা-আনন্দবিহার রাজধানী এক্সপ্রেস, ১৫৯৬০ ডিব্রুগড়-হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস, ১৪৫০৫ ডিব্রুগড়-দিল্লি ব্রহ্মপুত্র মেল, ১৫৯০৩ ডিব্রিগড়-চন্ডীগড় এক্সপ্রেস, ১৫৯৩৩ ডিব্রুগড়-অমৃতসর এক্সপ্রেস, ১৫৯০৯ ডিব্রুগড়-লালগড় অওধ অসম এক্সপ্রেস, ১৩১৭৪ আগরতলা-হিরালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস গুয়াহাটিতে সময়সূচী পরিবর্তন হয়েছে।

এদিকে, গুয়াহাটি থেকে ১২৩৪৬ গুয়াহাটি-হাওড়া শরাইঘাট এক্সপ্রেস, নিউজলপাইগুড়ি থেকে ১৩২৪৫ নিউজলপাইগুড়ি-রাজেন্দ্রনগর ক্যাপিটাল এক্সপ্রেস এবং ১৫৭২২ নিউজলপাইগুড়ি- দিঘা পাহাড়িয়া এক্সপ্রেস, আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে ১৩১৫০ আলিপুরদুয়ার-শিয়ালদহ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস, কাটিহার থেকে ১৩০৩৪ কাটিহাহর-হাওড়া এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় পাল্টানো হয়েছে বলে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন। তাছাড়া, কাটিহার, শিলিগুড়ি, রাধিকাপুর স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি ডেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়ার সময়ও পাল্টানো হয়েছে। বিভিন্ন ট্রেনের এই পরিবর্তিত সময়সূচীর ফলে পূর্বোত্তর রেলে ট্রেন চলাচল আরও উন্নত হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মহিলা দলের সদস্যারা

আটের পাতার পর

থাকা সমস্ত স্ব-সহায়ক দলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ও আগামীদিনেও করবেন। স্ব-সহায়ক দলের সার্বিক উন্নয়নে ও জোলাইবাড়ি ব্লক এলাকার সার্বিক মান উন্নয়নে তিনি সবসময় লোকজনদের পাশে থাকবেন বলে জানান।

আনার দাবি জানাল এভিবিপি

আটের পাতার পর

তাঁর কথায়, ফুটেজ মুছে যাওয়ার বিষয়টি অধ্যক্ষের দৃষ্টিতে নেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি, ওই ফুটেজ উদ্ধারের দাবি জানিয়েছি। তাঁর বক্তব্য, কলেজে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় যুক্ত ছাত্রের শাস্তির ব্যবস্থা করতেই হবে । নয়তো, এভাবে কেউ দোষ করেও সাজা না দেওয়া হলে, ক্রমেই কলেজের পরিবেশ কলুষিত হবে । তাঁর হুঁশিয়ারি, সিসিটিভি ফুটেজ উদ্ধার না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে এভিবিপি । প্রয়োজনে কলেজে ধর্মঘটও পালন করা হতে পারে । এদিকে, বিবিএম কলেজের অধ্যক্ষ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখবেন বলে ছাত্র সংগঠনকে আশ্বাস দিয়েছেন ।

একে আব্দুল মোমেন

তিনের পাতার পর

কর্মীকে বেধড়ক মারধর করে তৃণমূল কর্মীরা। টাকা পয়সা সংক্রান্ত বিবাদের জেরেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। সাময়িকভাবে সেই সমস্যা মিটে গেলেও বৃহস্পতিবার রাতে আবার তৃণমূল কর্মীরা এলাকার যুব তৃণমূল কর্মী মান্নান পিয়াদা-সহ বেশ কয়েকজনের উপর চড়াও হয়। এই ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার খবর পেয়েই বাসন্তী থানার পুলিশ সেখানে গেলে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে একটি তাজা বোমা ও প্রচুর বোমার সুতুলি উদ্ধার করেছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় রাতভর সেখানে পুলিশ পিকেটিং ছিল। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত এলাকার সাধারণ মানুষজন।

আজহার বললেন ঋষভকে খেলাও

সরোজ চক্রবর্তী,ম্যাঞ্চেস্টার: নীল, নীল আর নীল। এর বাইরে কি আর কোনও রঙ আছে দুনিয়ায়? ম্যাঞ্চেস্টারের গ্যালারি যেন বিশ্বাসই করতে চাইল না। করবে কী করে? খেলা শুরুর বেশ কিছুক্ষণ আগে সব পথ এসে যখন মিশল গ্যালারিতে, তখন ওই নীল ঢেউ ছাড়া আর কিছু যে চোখে পড়ল না। তবে ম্যাচের বয়স যত বাড়ল, চোখে পড়ার আরও কয়েকটা মুহূর্ত উপহার দিল গ্যালারি। ক্রিকেট---প্রেমএক ব্রিটিশ দম্পতি দেড় হাজার পাউন্ড (ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৩১ হাজার টাকা) খরচ করে কিনলেন ভারতের পতাকা, টুপি, জার্সি! ভারত—পাকিস্তান ম্যাচের দিনই কিনেছিলেন একপ্রস্ত। কিনলেন বৃহস্পতিবারও ট্যাকের কড়ি খরচ করে। বিরাটের টানেই।ভাই—ভাইভারত—পাকিস্তান ভাই---ভাই। তাই সুধীর গৌতম—বসির চাচা পাশাপাশি বসে দেখলেন ভারতের খেলা। লাফিয়ে উঠলেন ধোনি চার, ছয় মারতে! ১৬ জুন দু'দলের খেলা হয়ে গেছে। সেমিফাইনালে আবার ভারত—পাকিস্তানের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে একটু একটু করে। তার আগে এখনও অনেক ম্যাচ বাকি। তাই বিরাটদের সমর্থন করতে মাঠে হাজির ছিলেন বসির। প্রতিপক্ষ? তখন মাথায় নেই চাচার। আশে—পাশে বসা ভারতীয় অনুরাগীদেরও। প্যাভেলিয়ান কর্নারক্যারিবিয়ান ক্যালিপসো তো ছিলই। একদল তরুণের জটলাও ছিল। তাঁদের একজন 'ওজে'। ওয়েস্ট ইন্ডিজ জিতবে নাকি হারবে, সে প্রশ্নে তাঁর মাথা ব্যথা নেই। বরং জোর গলায় বলছেন,

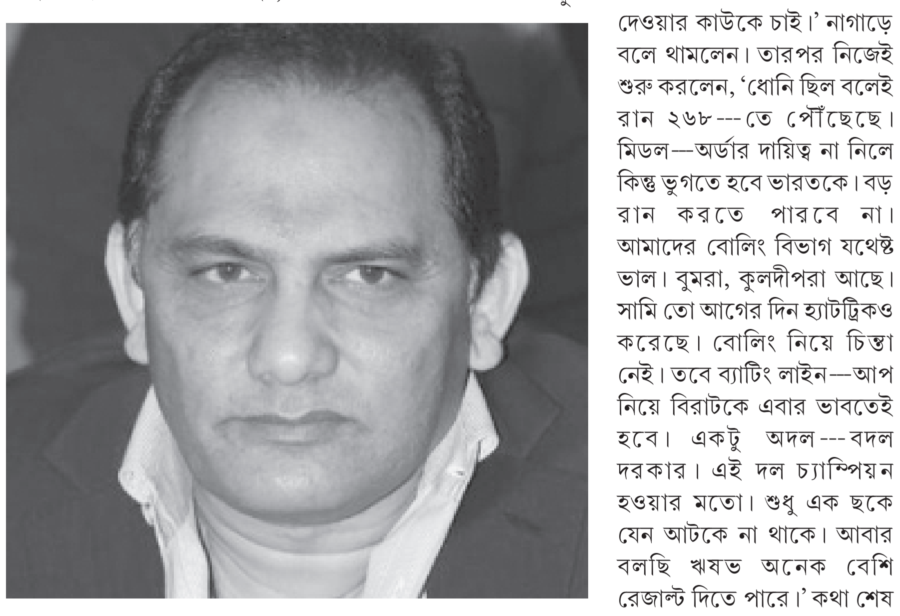

'আমি তো মজা করতে এসেছি। চুটিয়ে মজা করছি। ব্যস।' নিজের দলের ওপর কি ভরসা নেই? প্রশ্ন শুনে ওজে বলে ওঠেন, 'আমাদের ক্রিকেটের স্বর্ণ যুগ ছিল আগে। এখন তো রাজনীতি ঢুকে পড়েছে খেলায়। দলটার যাবতীয় ক্ষতি হচ্ছে সেখানেই।' এবং আজহারগ্যালারির টুকরো টুকরো ছবি যখন মনের ভেতর গেঁথে যাচ্ছে, তখনই হঠাৎ চোখের সামনে মহম্মদ আজহারউদ্দিন। কালো শার্টে আগের মতোই ঝকঝকে। বয়সটাকে অদ্ভুত দক্ষতায় বেঁধে রেখেছেন। সিঁড়ি দিয়ে নামছিলেন। ভারতীয় দল নিয়ে প্রশ্ন করতেই বললেন, 'বিরাট কোহলি কিন্তু ভারতীয় দলের মিডল---অর্ডারকে ঠিকঠাক তৈরি করতে পারছে না। বিজয় শঙ্করের জায়গায় এখনই আনা উচিত ঋষভকে। বিজয়কে ছোট করছি না। তবে ঋষভ ওর থেকে এগিয়ে। রান করতে পারে। রোহিত আউট হলেই দেখছি, বিরাটের ওপর যাবতীয় চাপ পড়ছে। এটা ঠিক নয়। মিডল---অর্ডারে ভরসা দেওয়ার কাউকে চাই।' নাগাড়ে বলে থামলেন। তারপর নিজেই শুরু করলেন, 'ধোনি ছিল বলেই রান ২৬৮---তে পৌঁছেছে। মিডল---অর্ডার দায়িত্ব না নিলে কিন্তু ভুগতে হবে ভারতকে। বড় রান করতে পারবে না। আমাদের বোলিং বিভাগ যথেষ্ট ভাল। বুমরা, কুলদীপরা আছে। সামি তো আগের দিন হ্যাটট্রিকও করেছে। বোলিং নিয়ে চিন্তা নেই। তবে ব্যাটিং লাইন---আপ নিয়ে বিরাটকে এবার ভাবতেই হবে। একটু অদল---বদল দরকার। এই দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মতো। শুধু এক ছকে যেন আটকে না থাকে। আবার বলছি ঋষভ অনেক বেশি রেজাল্ট দিতে পারে।' কথা শেষ করেই এগিয়ে গেলেন। মিশে গেলেন নীল ঢেউয়ে। ক্রিকেটটা আজও যে খুব খুঁটিয়ে দেখেন, মুহূর্তের ওই পরামর্শেই বুঝিয়ে গেলেন প্রাক্তন।

সেমিফাইনালে কি ফের ভারত—পাকিস্তান ম্যাচ

দেবাশিস দত্ত,ম্যাঞ্চেস্টার: 'সেমিফাইনালে যখন যাওয়ার সম্ভাবনা নেই, তখন আমার ওয়েস্ট ইন্ডিজের উচিত ভারতকে হারিয়ে প্রতিযোগিতা আরও জমিয়ে দেওয়া।' বক্তা কলিন ক্রফট। একটু আগেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে মাইকেল হোল্ডিং বলছিলেন, 'কিমার রোচকে কেন বসিয়ে রাখা হয়েছে?' ম্যাঞ্চেস্টারের ক্রিকেট মাঠ এমন আবহে ডুবে থাকলেও গোটা ইংল্যান্ড জুড়ে এখন হিমস্রোত। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কথা যাদের, তারা কিনা এখন লড়াই করছে সেমিফাইনালে যাওয়া নিয়ে। শ্রীলঙ্কার কাছে হারটাই তাদের এমন কঠিন জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে। এখন পরিস্থিতি এমন যে, ইওয়িন মর্গানদের দুটো কঠিন ম্যাচ খেলতে হবে। দুটোতেই জিততে হবে। প্রতিপক্ষ ভারত ও নিউজিল্যান্ড। ভারত তো ফেবারিট ছিলই, এখন কাপ জেতার দাবিদার হিসেবে নিজেদের তুলে ধরছেন কেন উইলিয়ামসনরাও। এই পরিস্থিতিতে ইংল্যান্ডের পক্ষে কি ভারত ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচ থেকে ২টি করে পয়েন্ট সংগ্রহ সম্ভব?কঠিন, খুব কঠিন।ভারত, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়াকে শুরু থেকেই বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে রাখছিলেন। নিউজিল্যান্ডও উঠে আসছিল। এই পরিস্থিতিতে অনেকে যখন প্রতিযোগিতাকে নীরস হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, তখনই অপ্রত্যাশিতভাবে মঞ্চে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ। অঙ্কটা যাচ্ছে কঠিন হয়ে।পাকিস্তান আসর জমিয়ে দিচ্ছে। সেমিফাইনালে যাওয়ার ব্যাপারে সরফরাজ আহমেদরা ক্রমশই উত্তেজক ক্রিকেট উপহার দিচ্ছেন। নিউজিল্যান্ডকে যেভাবে বুধবার বাবর আজমের দুর্দান্ত সেঞ্চুরি ছিটকে দিল, তা দেখে পাকিস্তান শিবির ক্রমশ আশাবাদী হচ্ছে। পাক সমর্থকরা ভারতের কাছে হারের পর হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন। এখন আবার তাঁরা '৯২ বিশ্বকাপের সঙ্গে মিল খুঁজে পাচ্ছেন। সেবার ভারতের কাছে গ্রুপ লিগে হেরেছিল পাকিস্তান। একটি ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। ১৯৯২ সালে যা যা ঘটেছিল, তেমনই ঘটছে এখানে এবার। ২৭ বছর পর পাকিস্তান কি আবার চ্যাম্পিয়ন হবে? প্রথমে যাঁরা পাত্তা দিচ্ছিলেন না পাকিস্তানকে, তাঁরাও বিস্মিত পাকিস্তানের ঘুরে দাঁড়ানো দেখে। এই তালিকায় আছেন দিলীপ বেঙ্গসরকার থেকে জিওফ্রে বয়কট। অনেকে বলছেন, 'এই মিলের ব্যাপারটা যদি চলতেই থাকে ফাইনাল পর্যন্ত, তাহলে তো ধরে নিতে হবে সেবারের অধিনায়ক ইমরান খানের মতো এবারের অধিনায়ক সরফরাজ একদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন।'যুক্তি, পাল্টা যুক্তি, মজা, টিপ্পনি চলছে। তবে পাকিস্তানের হঠাৎ উন্নতি উপেক্ষা করা যাচ্ছে না। পাকিস্তান আসর জমিয়ে দিতে ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডের সেমিফাইনালে ওঠার পথে অল্প হলেও সঙ্কট দেখা দিয়েছে। সেখানে ভারত অনেকটাই অচঞ্চল। অস্ট্রেলিয়া যেমন সেমিফাইনালে যাওয়ার ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেছে, ভারত আর দুটো ম্যাচ জিতলেই শেষ চারে পৌঁছে যাবে।বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া ইংল্যান্ড এমন ভান করছিল যে, তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েই গেছে। জেসন রয় আহত হওয়াতেই নাকি এই অবস্থা। একজন ক্রিকেটারের অনুপস্থিতিতে বিশ্বকাপ জেতা না গেলে তা তো স্বাস্থ্যকর নয়। চোট পেয়েছেন জোফ্রা আর্চার। অজুহাত দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ইংল্যান্ড। এমনকী, অধিনায়ক মর্গানের দিকেও আঙুল তোলা শুরু হয়েছে। প্রাক্তন ক্রিকেটার কেভিন পিটারসন বলেছেন, 'মিচেল স্টার্কের ভয়ে ক্যাপ্টেন মর্গানকে দেখলাম স্কোয়ার লেগের দিকে সরে যেতে।' মর্গান পাল্টা বলেছেন, 'কে পি বুঝতে পারেনি।' তবে বয়কট বলছেন, 'জোরে বোলিংকে ভয় পেয়েছে মর্গান।'ইংল্যান্ড হেরে যাওয়ায় পাকিস্তানকে উজ্জ্বল মনে হচ্ছে। এবং বাংলাদেশ টুকটুক করে এগোচ্ছে। ইংল্যান্ড জোরে বোলিংকে ভয় পেলেও বাংলাদেশি ব্যাটসম্যানদের সম্পর্কে তা বলা যাবে না। পাকিস্তানের সামনে সে অর্থে বড় দল নয় আফগানিস্তান এবং বাংলাদেশ। যে ফর্মে রয়েছে পাকিস্তান, তাতে এই দুটি ম্যাচ থেকে ৪ পয়েন্ট পেতেই পারে।(এমন ভাবার কোনও কারণ নেই যে, বাংলাদেশকে ছোট করে দেখা হল)। চতুর্থ দল হিসেবে পাকিস্তান কোনও রকমে ঢুকে পড়লে তাদের খেলতে হবে গ্রুপ লিগের শীর্ষে থাকা দলের বিরুদ্ধে। সেটা ভারত হলে আবার ভারত---পাকিস্তান যুদ্ধ। সেই সেমিফাইনাল হবে ম্যাঞ্চেস্টারে। যেখানে ১৬ জুন বিরাটরা হারিয়ে দিয়েছিলেন সরফরাজদের।

ইস্টবেঙ্গল দিবসে আমন্ত্রণ কপিলকে

আজকালের প্রতিবেদন: ১ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল দিবসে কিংবদন্তি ক্রিকেটার কপিলদেবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। তবে, কপিলের তরফে আসার ব্যাপারে এখনও সবুজ সঙ্কেত পায়নি ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সূত্রের খবর, আজ, শুক্রবার কপিল কর্তাদের জানাবেন তিনি অনুষ্ঠানে হাজির থাকতে পারবেন কিনা। তবে লাল---হলুদ কর্তারা তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। এবারে শতবার্ষিকীর জন্য ইস্টবেঙ্গল দিবস জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করার উদ্যোগ নিয়েছেন ক্লাব কর্তারা। সেইমতো নামীদামি তারকাদের আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। প্রতি বছরই ইস্টবেঙ্গল দিবসে তারকার মেলা বসে। এবারে তা আরও বড় আকার নেবে। কপিল যদি আসেন, তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ইস্টবেঙ্গল কর্তাদের। আমন্ত্রণ পেয়ে কপিল কর্তাদের জানিয়েছেন, ইস্টবেঙ্গলে আবার আসতে পারলে তিনি দারুণ খুশি হবেন। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে কপিলের সম্পর্ক অনেকদিনের। ১৯৯২ সালের ২২ জুন এই কিংবদন্তি সই করেছিলেন ইস্টবেঙ্গলে। ক্রিকেট নয়, লাল---হলুদ জার্সিতে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ফুটবল ম্যাচে নেমেছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে অনেক বছর আগে কপিল বলেছিলেন, 'স্টেডিয়ামের (সল্টলেক স্টেডিয়াম) প্রচুর দর্শক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। দারুণ অভিজ্ঞতা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, দ্বিতীয়ার্ধে বৃষ্টির জন্য ম্যাচটা পণ্ড হয়েছিল।' গোলশূন্য ড্র হয়েছিল ম্যাচটা। তৎকালীন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক কুলজিৎ সিংয়ের পরিবর্ত হিসেবে স্ট্রাইকারে নেমেছিলেন কপিল। ২৭ মিনিট মাঠে ছিলেন। বৃহস্পতিবার সন্ধেয় এ বিষয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক ইস্টবেঙ্গল কর্তা ফোনে ''আজকালকে'' বলেন, 'হ্যাঁ, কপিলকে আমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছি। শুক্রবার উনি আমাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবেন। আমাদের আমন্ত্রণ পেয়ে উনি খুশি হয়েছেন।'১ আগস্ট কপিল আসতে রাজি হয়ে গেলে তা অবশ্যই চমক হবে। কপিল ছাড়া অন্যান্য কিংবদন্তিদেরও আনার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ধোনির উপর শচীনের পর প্রশ্ন তুললেন এই তারকা ভারতীয়, বললেন.

ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি কোনো তর্ক-বিতর্ক আর প্রশ্ন ছাড়াই ওয়ানডে ক্রিকেট ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ফিনিশারদের মধ্যে একজন। মহেন্দ্র সিং ধোনি নিজের পুরো কেরিয়ারে দেখিয়েছেন যে তিনি ওয়ানডে ক্রিকেটের একজন ভীষণই প্রভাবশালী ব্যাটসম্যানদের মধ্যে একজন।ধোনির স্লো ব্যাটিংয়ের উঠছে লাগাতার প্রশ্নএমএস ধোনির ব্যাটিং ক্ষমতা সকলেরই পরিচিত। আর প্রত্যেকেই এই তারকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যানের প্রশংসা না করে থাকতে পারেন না।কিন্তু হঠাত করেই মহেন্দ্র সিং ধোনির স্লো ব্যাটিংয়ের উপর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ধোনি এই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের ব্যাটীংয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি কিন্তু তাকে গত দুটি ম্যাচ থেকে ভীষণই স্লো ব্যাটিং করতে দেখা গেছে।ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুধদেও শুরুতে স্লো থেকেছেন ধোনিথমে যেখানে তিনি আফগানিস্তানের মত দলের বিরুদ্ধে ৫২ বলের মুখোমুখি হয়ে ২৮ রান করেছিলেন তো ওয়েস্টইন্ডিজের বিরুদ্ধেও তাকে ভীষণই স্লো শুরু করতে দেখা যায়। যেখানে তিনি শেষ দুটি ওভারে কিছু বড় স্ট্রোক খেলে স্ট্রাইকরেট প্রায় ১০০র কাছে পৌঁছে দেন।কিন্তু যেভাবে তিনি হসুরু করেন তেমনটার আশা তার থেকে কমই থাকে। একটা সপাট পিচে যেখানে বিরাট কোহলি বড়ো স্কোরের জন্য ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেখানে ভারতীয় দল বেশি বড়ো স্কোর করতে পারেনি।ভিভিএস লক্ষ্মণও ধোনির স্লো ব্যাটিং নিয়ে বললেনধোনির এই স্লো ব্যাটিংয়ে এখন ভিভিএস লক্ষ্মণও নিজের প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। ভিভিএস লক্ষ্মণ ধোনির স্লো ব্যাটিংকে এক হাত নিয়েছেন আর বলেছেন যে কখনো ধোনিকে এটার জন্য বড় পছতাতে হবে।ভিভিএস বলেছেন যে,'ইনিংসের শুরুতে স্ট্রাইকরেট ৪৫-৫০এর কাছাকাছি ছিল আর ঠিক তেমনই এটাই ওর দল আর ওর সতীর্থদের উপর চাপ তৈরি করেছে। এসব ভাল যদি আপনি ইনিংসকে স্কিল দিয়ে শেষ করতে পারে, কিন্তু শুরুতে বিশেষ করে ফেবিয়ন অ্যালেনের মত স্পিন বোলারদের বিরুদ্ধে পজিটিভ ইচ্ছা যদি দেখাতে না পারেন তো আপনি না তো রুম পাবেন না তো এমন বোলার'।কখনো স্বয়ং ধোনিকে স্লো শুরু করার জন্য পছতাতে হবেলক্ষ্মণ আগে বলেন,'আমার মনে হয় যে কোনোদিন এমএস ধোনি যেভাবে নিজের ইনিংস শুরু করেন তাতে তার জন্য তাকে পছতাতে হবে। এটা এমন একটা ফিল্ড যাকে সম্বোধিত করার প্রয়োজন রয়েছে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ধোনির জন্য স্ট্রাইক রোটেট করা মুশকিল ছিল। এসব ভাল যখন একজন জোরে বোলার বোলিং করে। ও হার্দিকের বিপরীত শুরুতে পজিটিভ ইচ্ছা দেখাতে পারেনি'।

ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দলে করতে হবে দুটি বড় পরিবর্তন

বিশ্বকাপ ২০১৯ ইংল্যান্ড আর ওয়েলসে খেলা হচ্ছে। এই বিশ্বকাপের ফাইনাল ম্যাচ ১৪ জুলাই লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠে খেলা হবে। এই বিশ্বকাপ এখন এক রোমাঞ্চকর মোড়ে পৌঁছে গিয়েছে। ভারতীয় দল ওয়েস্টইন্ডিজকে ১২৫ রানে হারিয়ে দিয়েছে। এই জয়ের পরও ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারের সমস্যা এখনো পর্যন্ত দূর হয়নি।শেষ হচ্ছে না মিডল অর্ডারের সমস্যাগত দু বছর ধরে ভারতীয় দল মিডল অর্ডারের সমস্যা নিয়ে সংঘর্ষ করছে। বিশ্বকাপের মাঝেও ভারতীয় দলের কাছে চার নম্বরে খেলার জন্য একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যাটসম্যান নেই।এই নম্বরে ভারতীয় দল বেশ কয়কজন ব্যাটসম্যানকে পরীক্ষা করেছে, কিন্তু কেউই সফল হয়নি। বিশ্বকাপের শুরুর ম্যাচগুলিতে এই নম্বরে কেএল রাহুল আর এখন এই জায়গায় বিজয় শঙ্কর ব্যাটিং করছেন। কিন্তু তাদের প্রদর্শন ভাল না হওয়ার কারণে ভারতীয় দলের সমস্যা বেড়েই চলেছে। চার নম্বরের পাশাপাশি কেদার জাধবেরও ফর্মে না থাকা ভারতীয় মিডল অর্ডারকে আরো কমজুরি করছে। সেমিফাইনালের কাছাকাছি আসা পর্যন্ত বিরাট কোহলিকে এই সমস্যা থেকে বেরতে হবে, নয় তো আরো একবার খেতাব জেতার স্বপ্ন ভাঙতে পারে।ভারতীয় দলের মিডল অর্ডারে করা উচিত এই পরিবর্তনচার নম্বরে এখন খেলা বিজয় শঙ্কর এখনো পর্যন্ত তিনটি ম্যাচ পেয়েছেন যার মধ্যে তিনি ৫৮ রানই করতে পেরেছেন। এই কারণে এখন এই ব্যাটিং ক্রমে বিস্ফোরক ব্যাটসম্যান ঋষভ পন্থকে সুযোগ দেওয়া উচিত। এই খেলোয়াড় আইপিএলে নিজের দলের হয়ে রান করে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এই ব্যটসম্যান দ্রুত গতিতে রান করার ক্ষমতা রাখেন। অন্যদিকে কেদার জাধবের জায়গায় অভিজ্ঞ দীনেশ কার্তিককে সুযোগ দেওয়া উচিত। কেদার জাধব গত ম্যাচে মাত্র ৭ রান করেছেন। দীনেশ কার্তিক শেষের ওভারে দ্রুত রান করতে পারেন। এমনটা তিনি নিজের আইপিএল দলের হয়ে বেশ কয়েকবার করেছেন। এই সময় ভারতীয় দল দ্রুত রান করতে পারছে না কিন্তু যদি এই দুই ব্যাটসম্যান দলে আসেন তো এই সমস্যাও শেষ হতে পারে।এখন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে ভারতীয় দলইংল্যাণ্ডে চলা এই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের পরের ম্যাচ ৩০জুন বার্মিংহ্যামের মাঠে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে রয়েছে। ইংল্যাণ্ডের দল নিজেদের আগের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে। অন্যদিকে ভারতীয় দল তাদের গত ম্যাচে ওয়েস্টইন্ডিজকে ১২৫ রানে হারিয়েছে।

আইএসএল নয়, আইলিগ খেলার ইঙ্গিতই পাওয়া গেল বাগানের এজিএমে

আজকাল ওয়েবডেস্ক: স্পনসর বা ইনভেস্টরের নাম ঘোষণা হল না। এমনকি ছিলেন না নবাগত কোচ কিবু ভিখুনাও। ফলে উত্তেজনা থাকলেও কিছুটা ম্যাড়মেড়ে ভাবেই শেষ হল মোহনবাগানের বার্ষিক সাধারণ সভা। এদিন সভায় সর্বসম্মতভাবে ২০১৭—১৮ মরসুমের আর্থিক প্রস্তাবগুলো পাশ হয়ে গেল। এছাড়া বাগান কর্মকর্তারা জানিয়ে দিলেন, সোমবার থেকে ড্রেসিংরুম, কনফারেন্স রুম, রেফারি রুম তৈরির কাজ শুরু হবে। তবে শুক্রবারের সভায় স্পনসর বা ইনভেস্টর আসা নিয়ে তেমন কিছু ঘোষণা করলেন না বাগান কর্তারা। তবে জানালেন খুব শিগগিরি নতুন স্পনসর বা ইনভেস্টরের নাম ঘোষণা করা হবে। অবশ্য ৭০ শতাংশ শেয়ার বিক্রি করে বা অসম্মানজনক শর্তে কখনই চুক্তি হবে না, জানালেন দেবাশিষ দত্ত। আপাতত তিনটি সংস্থার সঙ্গে কথা চলছে। এদিকে, এদিনই উদ্বোধন হয়ে গেল বাগানের নতুন ক্যান্টিনের। সেখানে ছিলেন বাগান সচিব টুটু বসুও। এছাড়া সভায় অলিম্পিয়ান কেশব দত্তকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট দেওয়ার দাবি তোলেন সদস্যরা। বাগান কর্মকর্তারা সেই দাবি খতিয়ে দেখবেন বলে জানান।

ভয় পাবে না জোফরা বলছেন ক্যাপ্টেন মর্গ্যান

সাউদাম্পটন: বৃষ্টি হবে? আপাতত ম্যাচের অঙ্ক কষা ভুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে মেঘের দিক নির্দেশ নিয়ে গবেষণা করছে ব্রিটিশরা। এবারের বিশ্বকাপে ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মতো হঠাৎ জেগে ওঠা ক্যারিবিয়ান দলও চাইছে, বৃষ্টি যেন তাঁদের গতিপথে কোনও ভাবেই বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এমন অবস্থায় দুই দলকেই ভাবিয়ে তুলছে একজন ক্রিকেটার। জোফরা আর্চার। যার জন্ম ওয়েস্ট ইন্ডিজে, অথচ জীবনের প্রথম বিশ্বকাপ খেলছেন ইংল্যান্ড দলের হয়ে।বাবা ব্রিটিশ। মা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান। বার্বাডোজেই মামাবাড়ি জোফরার। সেখানেই জন্ম। ক্রিকেটে হাতেখড়িও হয়েছে সেখানেই। তবে এটাই বোধহয় ভাগ্যের পরিহাস, যার খেলার কথা ছিল গেইল, হোল্ডার, রাসেলদের সঙ্গে, সেই তিনিই খেলছেন তাঁদের বিরুদ্ধে।চলতি বিশ্বকাপে দারুণ ফর্মে রয়েছেন সাসেক্সের এই অলরাউন্ডার। বিশেষ করে বোলিংয়ে, ম্যাচ যত এগোচ্ছে ততই ভয়ঙ্কর হচ্ছেন জোফরা। তবে এবার ম্যাচটা প্রতিভার সঙ্গে মনের জোর দিয়েও খেলতে হবে তাঁকে। জন্মভিটের বিরুদ্ধে খেলতে হবে, তাও বিশ্বকাপের মতো মঞ্চে। অধিনায়ক ইয়ন মর্গ্যান বলছেন, এমন পরিস্থিতিতে একটুও হাত কাঁপবে না জোফরার। ব্যাটসম্যানকে বোল্ড করে বল ওভার বাউন্ডারিতে পাঠানোর ক্ষমতা রাখা জোফরা ভয়ডরহীন ভাবেই খেলবেন।অতীতে মর্গ্যানও এই একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। আয়ারল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক করা মর্গ্যান আইরিশ দলের হয়ে ২৩টি ম্যাচ খেলার পর ইংল্যান্ডের হয়ে খেলতে শুরু করেন। তারপর তো গোটা খেলাটাই ঘুরে গেল। মর্গ্যান হয়ে উঠলেন ব্রিটিশ দলের স্তম্ভ। তাঁর নেতৃত্বেই এবার বিশ্বকাপও খেলছে ইংল্যান্ড। মর্গ্যান তাঁর অভিজ্ঞতার কথা মনে করিয়ে দিয়েই বলছেন, "জোফরা দীর্ঘ সময় ধরে ধারাবাহিক। ইংল্যান্ড দলে ওকে পেয়ে ভাল লাগছে। যে দেশের হয়ে খেলতে পারত, সেই দেশের বিরুদ্ধেই খেলতে হবে, এটা প্রথমে একটু অন্যরকমই লাগবে। তবে আমি নিশ্চিত, এই পরিস্থিতি জোফরা খুব সহজেই সামাল দিতে পারবে। আমার কোনও সমস্যা হয়নি। এটা কঠিন ম্যাচের থেকেও বেশি চ্যালেঞ্জের মতো।"

ভারতকে যে দল হারাবে তারাই বিশ্বকাপ জিতবে মাইকেল ভন

মহানগর ওয়েবডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, পাকিস্তান, আফগানিস্তানের পর এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ। বিশ্বকাপে ভারতের অশ্বমেধের ঘোড়া টগবগিয়ে ছুটছে। এখনও পর্যন্ত পাঁচটি ম্যাচে মাঠে নেমে (নিউজিল্যান্ড ম্যাচ বাতিল) পাঁচটিতেই জয়। আফগানিস্তান ম্যাচ বাদে বাকি ম্যাচে তো বিপক্ষকে প্রায় দুরমুশ করে দিয়েছে মেন ইন ব্লু। ভারতের এই দুরন্ত পারফরম্যান্সে মুগ্ধ প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভন। তাঁর মতে, যে দল ভারতকে হারাতে পারবে তারাই এবারের বিশ্বকাপ জিতবে।ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ভারতের ১২৫ রানের ব্যবধানে জয়ের পরেই মাইকেল ভন টুইটারে লেখেন,"যে দল ভারতীয় দলকে হারাতে পারবে, তারাই এবার বিশ্বকাপ জিতবে।"উল্লেখ্য, এখনও পর্যন্ত বিশ্বকাপে ভারতই একমাত্র দল, যারা এখনও কোনও ম্যাচ হারেনি। নিজেদের ছটি ম্যাচের মধ্যে পাঁচটিতে জয়লাভ করেছে টিম ইন্ডিয়া (নিউজিল্যান্ড ম্যাচ বাতিল)। ছয় ম্যাচে এগারো পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে লিগ টেবিলের দুই নম্বরে আছে ভারত।অন্যদিকে, প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন আবার কোহলি অ্যান্ড কোংকেই এবারের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন বলে মনে করেন। তাঁর মতে ভারত ১৪ জুলাই পর্যন্ত অপরাজিতই থাকবে।"ভারতকে ১৪ জুলাই পর্যন্ত কোনও দল হারাতে পারবে না। আমার এটাই মনে হয়। আর এমনটা না হওয়ার মতো কিছু আছে", বলেন আজহার।এছাড়া তিনি বিজয় শঙ্করের পরিবর্তে ঋষভ পন্থকেও প্রথম দলে সুযোগ দেওয়ার দাবিও জানান। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক বলেন,"ভারতের সেরা একাদশই প্রতি ম্যাচে খেলানো দরকার। বিজয় শঙ্কর অত্যন্ত প্রতিভাবান একজন ক্রিকেটার। কিন্তু ওর অভিজ্ঞতা কম। আমার মতে এবার ঋষভ পন্থকে সুযোগ দেওয়া উচিত। ইংল্যান্ডের মাটিতে ওর খেলার অভিজ্ঞতা আছে। টেস্টে ও সেঞ্চুরিও করেছিল।"

সন্ধান চাই

Ref: East Agt PS. G.D Entry No- 37, dt: 24/06/2019

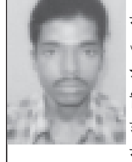

পাশের ছবিটি শ্রী পিন্টু শীল, পি তা-শ্রী কানু শীল, সাং-রেন্টাস কলোনী-থানা- আগরতলা পূর্ব থানা। বয়স-৩৯বছর। উচ্চতা-৪ফুট ৩ইঞ্চি। গায়ের রং-কালো, চুল-কালো, পরনে-কালো রঙের পেন্ট, সবুজ এবং সাদা রঙের শার্ট। গত ১৮-০৬-২০১৯ আনুমানিক বিকাল ৫টার সময় কাউকে কোন কিছু না বলিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরিয়া আসে নাই। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হইল।

১। পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২। সি. টি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩। আগরতলা পূর্ব থানা - ০৩৮১-২৩৮-৫৭৭৪

ICA/D/434/19-20

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

কৃষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প বড় ভূমিকা নিতে পারে ঃ রাজ্যপাল

আগরতলা, ২৮ জুন ঃ দেশের কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে রাজ্যপাল প্রফেসর কাপ্তান সিং সোলাঙ্কী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আজ প্রজ্ঞা ভবনে কনফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্রি (সি আই আই) এবং রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত ত্রিপুরা চতুর্থ আনারস উৎসব এবং প্রদর্শনী ২০১৯ এর উদ্বোধন করে বলেন, দেশে বিভিন্ন ক'ষিজাত সামগ্রী সহজলভ্য হওয়ায় এর উপর ভিত্তি করে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। এতে কৃষকরা আর্থিক দিক দিয়ে স্বয়ম্ভর হতে পারবেন। রাজ্যপাল বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী ২০২২ সালের মধ্যে ক'ষকদের আয় দ্বিগুণ করার কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন এবং সে অনুযায়ী একের পর এক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ক'ষকরা যাতে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারেন সেজন্য এই ধরণের অনুষ্ঠান গ্রামে বেশী করে করার উপর রাজ্যপাল আয়োজকদের পরামর্শ দিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, রাজ্যের কৃষিজাত এবং উদ্যানজাত সামগ্রী বর্হিরাজ্যে রপ্তানী করা গেলে এতে করে রাজ্যের রাজস্ব আয়ও বৃদ্ধি পাবে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা এবং বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে, এগ্রিনোভেট ইণ্ডিয়ার সিইও ড. সুধা মাইসোর। স্বাগত ভাষণ দেন সি আই আই'র নর্থ-ইষ্ট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ড. এস কে বরুয়া। এই উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের কৃষকরা অংশ নেন। উল্লেখ্য, এই উৎসব ও প্রদর্শনী আয়োজনে সহায়তা করেছে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মন্ত্রক, এগ্রিনোভেট লিমিটেড এবং নাবার্ড।

বিএসএফ ও পুলিশের সাফল্য মাদকসহ ধৃত এক পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। নেশা বিরোধী অভিযানে ত্রিপুরায় আবারও বড়সড় সাফল্য পেয়েছে বিএসএফ ও ত্রিপুরা পুলিশ। যৌথ অভিযানে প্রচুর ইয়াবা ট্যাবলেট, ফেন্সিডিল এবং বিলেতি মদ-সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার হয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জীব কুমার জানান, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে মাদক পাচার বিরোধী অভিযানে গিয়ে সাফল্য মিলেছে। সিপাহিজলা জেলার তারাপুকুর গ্রামে এক ব্যক্তিকে নেশা সামগ্রী-সহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে বিএসএফ ও ত্রিপুরা পুলিশের যৌথ অভিযানকারী দল। সঞ্জীব কুমারের কথায়, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া থানাধীন ধনপুরের তারাপুর গ্রামের বাসিন্দা আখতার হুসেনের (২৮) বাড়িতে পুলিশ ও বিএসএফ যৌথ অভিযান চালিয়েছিল। এলাকায় আখতার হুসেন মাদক পাচারকারী হিসেবেই পরিচিত। সঞ্জীব কুমার বলেন, পুলিশ ও বিএসএফ-এর যৌথ অভিযানের আঁচ পেয়ে পাচারকারী পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, অভিযানকারী দল তাকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তিনি জানান, আখতার হুসেনের বাড়ি থেকে ৪,২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট যার বাজার মূল্য ২১ লক্ষ টাকা, ১৫০ বোতল ফেন্সিডিল যার বাজার মূল্য ২৩ হাজার ১৪১ টাকা এবং ২৮ বোতল বিলেতি মদ যার বাজার মূল্য ১০ হাজার ৪৪০ টাকা উদ্ধার হয়েছে।

তিনি আরও জানান, ধৃত আখতার হুসেনকে জিজ্ঞাসাবাদে জানা গিয়েছে, মূল পাচারকারী একই গ্রামের বাসিন্দা ইউনুস মিয়াঁ ওই মাদক দ্রব্য বাংলাদেশে কুমিল্লা জেলার দক্ষিণ সদর থানাধীন বালুয়ারচরের একবাদিয়া গ্রামের বাসিন্দা ছয়ের পাতায় দেখুন

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন লোকনাথ মহিলা দলের সদস্যারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২৮ জুন ।। ত্রিপুরা লাইভ হুড মিশন এর প্রশিক্ষণ পেয়ে আর্থিক স্বাবলম্বী হয়েছে দক্ষিণ জোলাইবাড়ি এলাকার লোকনাথ মহিলা দলের সদস্যারা। তারা এখন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছেন। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে এই স্ব সহায়ক দলটি অবস্থিত। বিগতদিনে জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও সুভাষ দত্ত থাকাকালীন এই মহিলা দল নিজেদের পরিবারের কাজ করার পাশাপাশি আর্থিক স্বাবলম্বন হতে স্ব-সহায়ক দল গঠন করেন। বর্তমানে জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস ও টিআরএলএম এর কর্মরত কর্মীদের সহযোগিতায় লাভের মুখ দেখছে এই স্ব-সহায়ক দলটি। জানা যায়, বিগতদিনে জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে থাকা সমস্ত স্ব-সহায়ক দলকে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন জোলাইবাড়ি ব্লকের এগ্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান বিকাশ বৈদ্য, ব্লকের পঞ্চায়েত চেয়ারম্যান শ্রীমতি গৌরি ভৌমিক। অপরদিকে স্ব-সহায়ক দলের সদস্যাদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস ও টিআরএলএম-এর আধিকারিকরা প্রতিনিয়ত গিয়ে কাজের পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দিয়ে দলকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাচ্ছেন। যার ফলস্বরূপ উনাদের অনুপ্রেরণায় দলের মহিলারা নিজেদের স্বাবলম্বী করতে একটি মুড়ী তৈরির মেশিন ক্রয় করেন। জানা যায়, ঐ দলের মহিলারা গত মার্চমাসের ১৯ তারিখ এই মেশিনটি চালু করেন। বর্তমানে এই মেশিন দিয়ে লোকনাথ মহিলা দলের সদস্যারা মুড়ি বানিয়ে প্রতিদিন ভালো টাকা উপার্জন করছেন। উনারা আশা করছেন, এই ভাবে অর্থ উপার্জন করে সামনের দিকে আরো এগিয়ে যাবেন। এই দলের সদস্যারা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখীন হয়ে অন্যান্য মহিলাদের জন্য বার্তা দিয়েছেন যাতে করে অন্যান্য মহিলারাও আর্থি স্বনির্ভর হতে স্ব-সহায়ক দল গঠন করেন। এইদিন লোকনাথ মহিলা দলের মুড়ি বানানোর কাজ পরিদর্শনে গিয়ে জোলাইবাড়ি ব্লকের বিডিও ডাক্তার অভিজিৎ দাস জানান, টিআরএলএম-এর সিআইএফ ফান্ড থেকে এই দলকে সাহায্য করা হয়েছে। তিনি জানান, এই মুড়ি বানানোর মেশিন ক্রয় করতে ৬৫ হাজার টাকা ব্যায় হয়েছে। বিডিও সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান, উনি সর্বদা জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীনে ছয়ের পাতায় দেখুন

বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের বঙ্কিম স্মরণোৎসব

আগরতলা, ২৮ জুন।। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮১তম জন্মজয়ন্তী পালন করতে চলেছে বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ত্রিপুরা রাজ্য শাখা। আগামী ৩রা জুলাই, রবিবার সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিটে বঙ্কিম স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হবে ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের দক্ষিণী গৃহে। এই মহতী অনুষ্ঠানে সাহিত্য সম্রাটের নানা দিক নিয়ে আলোচনা ছাড়াও নাচ-গান ও আবৃত্তি পরিবেশিত হবে। আলোচনায় যাঁরা অংশ নেবেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্র কুমার দত্ত ও অধ্যাপিকা সুতপা দাস। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রাধাকান্ত সরকার। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন রাজ্যের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সুভাষ দেব ও ত্রিপুরা রবীন্দ্র পরিষদের সম্পাদক কল্যাণ গুপ্ত। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করবেন বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের ত্রিপুরা রাজ্য শাখার সভাপতি পরিতোষ বিশ্বাস। সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগীদের এই বঙ্কিম স্মরণোৎসবে উপস্থিত থাকার জন্য বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন, ত্রিপুরা রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বিশ্ব বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের তরফ থেকে এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জোলাইবাড়ি কমিউনিটি হল-এ বিজেপি-র রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। দক্ষিণ ত্রিপুরার ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল বিজেপির যুবমোর্চার উদ্যোগে শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয় এক রক্তদান শিবির। শুক্রবার সকাল ১১টায় শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ি কমিউনিটি হলে এই রক্তদান শিবিরের সূচনা হয়। রক্তদান শিবিরের উদ্বোধক তথা প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র যুবমোর্চার রাজ্য সভাপতি টিঙ্কু রায়। তাছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, বিজেপি যুবমোর্চার দক্ষিণ জেলার সভাপতি বিশ্বনাথ দাস, বিজেপির দক্ষিণ জেলার সম্পাদক বিকাশ বৈদ্য, বিজেপির ৩৮ জোলাইবাড়ি মণ্ডল সভাপতি তাপস দত্ত, সুমন দেবনাথ ও অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

যুব মোর্চা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বক্তারা যুব সমাজকে রক্তদানে এগিয়ে আসার জন্য বিশেষ আহ্বান জানান। আজকের এই রক্তদান শিবিরে ৫০ জন যুবক রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন। যুবমোর্চা কর্তৃক আজকের এই অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষ আনন্দের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছেন বলে আয়োজকরা জানান।

অমরপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় ৭০ তম মহকুমাভিত্তিক বনমোহৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। শুক্রবার বনদপ্তর ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েত পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে অমরপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় ৭০ তম মহকুমাভিত্তিক বনমোহৎসর। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক রঞ্জিত দাস।

প্রতি বৎসর ঘটা করে সরকারের অর্থ খরচ করে বনমোহৎসব পালন করা হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেই বনমোহৎসব পালনের পরদিন থেকে এই গাছ রক্ষনাবেক্ষণ করতে দেখা মেলেনা দপ্তরের কোন আধিকারিক বা কর্মীকে। তাহলে কীসের জন্য সরকারের অর্থ খরচ। বহু বৎসর ধরে চলে আসা এই বনমোহৎসবে লাগানো কতটা গাছ ছায়া দিচ্ছে সেইটা যথেষ্ট সন্দেহের। প্রতি বৎসর সরকারী অর্থ আদ্ধশ্রাদ্ধ করে বড় করে অনুষ্ঠান করে নেতা মন্ত্রী আমলারা গাছের চারা রুপন করেন। কিন্তু সেই চারা অনুষ্ঠান শেষে কতোটা জীবিত থাকে? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। শুক্রবার বনদপ্তর ও অমরপুর নগর পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে অমরপুর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হল ৭০ তম মহকুমা ভিত্তিক বনমোহৎসব। এইদিন সকাল ৯টায় প্রদীপ প্রজ্বলন করে মহকুমা ভিত্তিক বন মহোৎসবের উদ্বোধন করেন নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান তরুণ চক্রবর্তী, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক পরিমল চন্দ্র দাস, অমরপুর বিদ্যালয় পরিদর্শক দশরথ দেববর্মা সহ প্রমুখরা। অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে বিধায়ক শ্রী দাস বলেন সবুজ বনায়ন গড়ে তোলে পরিবেশকে নির্মল সুন্দর করা আমাদের কর্তব্য। তাই সময় পেলেই গাছ লাগান এবং পরিবেশকে সবুজ সুন্দর করে তুলুন। এইদিন বনমহোৎসবের এই অনুষ্ঠানে মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শেষে উপস্থিত অতিথিরা অমরপুর অমর সাগরের তীরে কিছু নারকেল গাছের চারা রোপন করেন এবং অনুষ্ঠানে আগত সকলকেই বনদপ্তরের পক্ষ থেকে যার যার পছন্দমত গাছের চারা বিলি করেন। তবে দীর্ঘ বৎসরে মহকুমায় যত চারা লাগানো হয়েছে তার এক শতাংশ চারার অস্তিত্ব আছে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের। মহৎ উদ্দেশ্যে সরকারের কোষাগার থেকে মোটা টাকা বেরিয়ে আসছে ঠিকই কিন্তু এই উদ্দেশ্যকে সার্থক রুপ দিতে কে কতটা দায়বদ্ধ সেই প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

বিবিএম কলেজে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানাল এভিবিপি

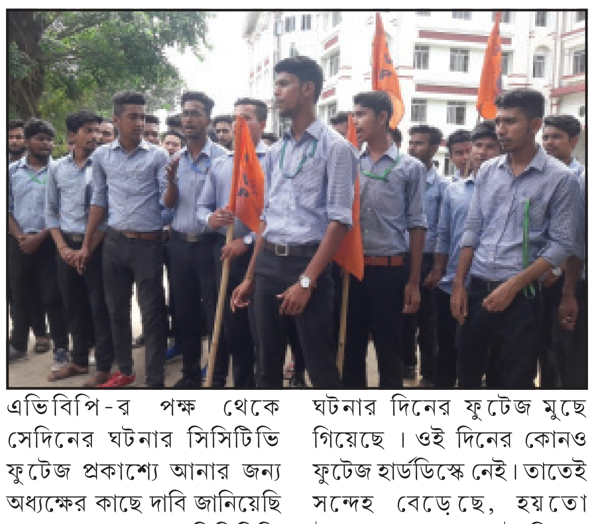

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। কলেজে ভর্তি হতে এসে শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন এক ছাত্রী। এই ঘটনায় কলেজের অধ্যক্ষের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এভিবিপি । পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সদর আগরতলার বিবিএম কলেজে এভিবিপি শাখা সম্পাদক জয় দেব জানিয়েছেন, গত ২৬ জুন জনৈক ছাত্রী কলেজে ভর্তি হতে এসে শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছেন।

তাঁর দাবি, কলেজেরই ছাত্র এই ঘটনার সাথে যুক্ত। কিন্তু, তার পরিচয় জানাতে পারছে না পীড়িতা ছাত্রী। জয় বলেন, ছাত্রীর মা-র অভিযোগে এভিবিপি-র পক্ষ থেকে সেদিনের ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ্যে আনার জন্য অধ্যক্ষের কাছে দাবি জানিয়েছি । জয় দেব বলেন, সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে, পুরো মাসের মধ্যে কেবল ঘটনার দিনের ফুটেজ মুছে গিয়েছে । ওই দিনের কোনও ফুটেজ হার্ডডিস্কে নেই। তাতেই সন্দেহ বেড়েছে, হয়তো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ওই দিনের ফুটেজ কেউ মুছে ফেলেছে। ছয়ের পাতায় দেখুন

কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিএমে ভাঙ্গন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের নির্বাচনের আগে সিপিএম দল সাফ। দল ধুয়েমুছে বদলের হিড়িক চলছে। কাতারে কাতারে সিপিএম নেতা কর্মী পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপিতে যোগ দেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে।

উত্তর জেলার ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভাটি বর্তমানে বামেদের দখলে, কিন্তু সেই বিধানসভা এলাকায় এবার বামেদের অস্তিত্ব সঙ্কট। সব আসনে বামেরা প্রার্থী দিতে পারবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের ব্রজেন্দ্রনগরে বিজেপি দলের যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়ের হাত ধরে ৪৮ পরিবারে ১৭০ জন ভোটার সিপিআইএম ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা দিয়ে দলে বরণ করে নেন টিংকু রায়। দলত্যাগীদের মধ্যে ডিওয়াইএফআই, এসএফআই সদস্য, পঞ্চায়েত সদস্য থেকে শুরু করে সিপিএমের অঞ্চল ও ব্রাঞ্চ কমিটির সদস্যরা পর্যন্ত বিজেপি দলে সামিল হন। তাছাড়া ব্রজেন্দ্রনগর গ্রামপঞ্চায়েত বামেদের দখলে ছিল, কিন্তু এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো। ব্রজেন্দ্র নগর গ্রামের টিলা বাড়িতে এই সমর্থনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সমর্থনী সভায় উপস্থিত ছিলেন বিজেপি দলের যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা টি আইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায়, তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন উত্তর জেলার কিষান মোর্চার সহ সভাপতি সুব্রত দেব, মণ্ডল প্রভারী পীযূষ কান্তি নাথ, মণ্ডল সভাপতি বিদ্যাভূষণ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। এই সমর্থনী সভায় প্রধান অতিথি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি তথা টিআইডিসির চেয়ারম্যান টিংকু রায় বলেন, কদমতলাকে নগর পঞ্চায়েত করা হবে এই সরকারের মেয়াদকালে। দেড় বছরের মধ্যে অনেক কাজ হয়েছে। কদমতলায় ডিগ্রী কলেজ, আরো একাধিক উন্নয়ন হচ্ছে। উন্নয়নের জন্য আন্দোলন করতে হচ্ছে না। টিংকু রায় আরো বলেন, কেন্দ্রে মোদি সরকার রাজ্যেও বিপ্লব দেবের বিজেপি সরকার। সুতরাং পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের সাধারণ জনগন বিজেপি দলকে ভোট দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করবেন। পাশাপাশি এই সমর্থনী সভায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্যণীয়।

লঙ্গাই নদীর জলে প্লাবিত পাথারকান্দির গ্রামাঞ্চল, আশঙ্কাজনক অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়ক

পাথারকান্দি (অসম), ২৮ জুন (হি.স.) : অসম-সহ সংলগ্ন রাজ্যগুলিতে গত দিন-কয়েকের ধারা বৃষ্টির ফলে করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি এবং দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকার বহু নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। এমনিতেই লঙ্গাই নদী জলে টইটম্বুর, তার ওপর পাহাড়ি রাজ্য মিজোরামের জল নেমে লঙ্গাই নদী উপচে পড়েছে সংলগ্ন গ্রামাঞ্চলে। এমতাবস্থায় নদীর জল যদি আরও বাড়ে, তা-হলে ত্রিপুরা সংযোগী ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের কিছু কিছু এলাকা বন্যার জলে ডুবতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

গত মে মাসে পাথারকান্দির পশ্চিম কাবাড়িবন্দ, মেন্দিবাড়ি, মন্ত্রীগ্রাম, পেকুরগ্রাম ইত্যাদি এলাকার ভাঙা বাঁধ দিয়ে লঙ্গাই নদীর জল ঢুকে বছরের প্রথম বন্যার সৃষ্টি হয়েছিল। এবার এই মরশুমের দ্বিতীয় দফায় সেই সব ভাঙা বাঁধ দিয়ে লঙ্গাই নদীর জল প্রবেশ করেছে। ফলে এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। জলপ্লাবণে এলাকার হাজার হাজার বিঘা ধান চাষের জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে পাথারকান্দির কাবাড়িবন্দ, কাঁসেরগাঁও, করমপুর, শেওরাআলা, পালপাড়া, চেংজুর, ডেফলআলা, জুরবাড়ি, মেন্দিবাড়ি, চান্দপুর-সহ আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায় নদীর জল প্রবেশ করছে। এই অবস্থায় গ্রামগুলির আতঙ্কিত বাসিন্দারা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিচ্ছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। জানা গেছে, বহু গ্রামের জনগণ গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন।

এদিকে বন্যার জলে তলিয়ে যাচ্ছে পূর্ত সড়ক-সহ বেশকটি গ্রামীণ সড়কও। ফলে অনেক স্থানে ইতিমধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাও স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। যে-কোনও সময় আট নম্বর জাতীয় সড়কও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সিটি ক্যাবলের কন্ট্রোল রুম সিল করা নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ জুন।। সিটি ক্যাবল এর কন্ট্রোল রুম সিল করা এবং যন্ত্রপাতি তুলে নেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগড়ে দিলেন ক্যাবল অপারেটর তথা কর্ণধার। এমনকি সদর মহকুমা শাসকের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পুলিশ প্রশাসনের দ্বারস্থ হতে চলেছেন অপারেটর। জানা গিয়েছে, সিটি ক্যাবলের জিএসটি সংক্রান্ত কিছু ঝামেলা চলছিল দীর্ঘদিন ধরেই জিএসটি বিভাগের সাথে। বিষয়টি নিয়ে বহু চিঠি চালাচালিও হয়েছে। কিন্তু, কোন সুরাহা হচ্ছিল না। জিএসটি বিভাগের তরফ থেকে বিষয়টি মহকুমা শাসককে জানানো হয়েছিল ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য। ঘটনা লোকসভা নির্বাচনের পূর্বে। তারপর সিটি ক্যাবল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নাকি জিএসটি বিভাগের সাথে আলোচনা করে সমস্ত জটিলতা নিরসন করে ফেলেন। এদিকে, মহকুমা শাসকের তরফ থেকে আচমকা সিটি ক্যাবলের এম বি টিলাস্থিত কন্ট্রোল রুমে গতকাল রাতে মহকুমা প্রসাসনের আধিকারীকরা ছুটে যান এবং কন্ট্রোল রুম সিল করার পাশাপাশি যন্ত্রপাতি তুলে নেয়। তখন বাধা দিতে গেলে ক্যাবল অপারেটরের স্ত্রীর সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়। এই বিষয়ে ওই মহিলা এডি নগর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। প্রবল চাপের মুখে শেষ রাতেই মহকুমা প্রশাসনের আধিকারীকরা ফিরে আসনে। পরে সিটি ক্যাবল পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। তবে কিছু এলাকায় পরিষেবা বিঘ্নিত হচ্ছে। এদিকে সিটি ক্যাবলের অপারেটর তথা কর্ণধার বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মার সাথে সমস্ত বিষয়টি জানিয়েছেন বলে খবর।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।